



ସମର୍ପଣ

‘ଅସଂସିକ୍ତା’ର ଅସଂସିକ୍ତ ପ୍ରଯୋଜକ

ନାଟ୍ୟ-ପ୍ରେମିକ ସହଦୟ ସ୍ୱଧୀ

ଶ୍ରୀମଣିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁହେର

କରକରମେ

ଏହି ନାଟକଥାନି

ମନେହେ

ସମର୍ପିତ ହୁଏ



## পরিচয়

মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক অল্পকাল হইয়া অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই নাটকখানির রচনা কার্য শেষ করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রীতিভাজন বন্ধু নটশেখর ত্রিভুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র এই সময় পরিচালকরূপে মিনার্ভার যোগদান করেন। মৎপ্রণীত ‘অরুণসিদ্ধা’ নামক চিত্র-নাট্য সম্পর্কে নটশেখরের অভূতনীয় নাট্য-প্রতিভার সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার হাতে নাটকখানি সমর্পণ করিয়া ইহার সাক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকি। আমার সে নির্ভরতা যে সার্থক হইয়াছে—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রবেশ-নৈপুণ্যে বহু চরিত্র ও ঘটনাবলি এই বিরাট নাটকখানির মঞ্চ-সকল অভিনয়েই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা সবেও নাট্যসাহিত্য, সৌধান নাট্যসমাজ এবং পাঠক-সমূহের সুবিধার অঙ্গুরোধে নাটকখানিকে সাধারণ নাট্যশালার পক্ষে অপরিহার্য সময়-নিয়ন্ত্রণের পাশবৃত্ত করিয়া গ্রহণকারে অবাধ পতি প্রদানে আমাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে। একত্র দ্বিতীয় অঙ্কের ৩য় দৃশ্যটি এবং তৃতীয় অঙ্কের ১ম, ২য় ও ৫ম দৃশ্য মঞ্চাভিনয়ে পরিভ্রাজ্য হইলেও দৃশ্যগুলির গুরুত্বের দিকে চাহিয়া গ্রহে নিবদ্ধ করিয়াছি। তৃতীয় অঙ্কের শেষ তিনটি দৃশ্য—গোয়ালিয়ারে দিনকর রাওবের ‘বাটী’, লিঙ্কিয়ার দরবার ও কান্নীর অরণ্য—সময়ের অঙ্গুরোধে সংক্ষেপে দ্রুত-ঘটনা-সংস্থানের দ্বারা যেভাবে অভিনীত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ নকেই সম্ভব। একত্র প্রবেশ-কর্তৃপক্ষকে actionকেই মুখ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক নাটক



পড়িবেন, বা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত actionময় দৃশ্যত্রয়  
ছুরুর হইবে বলিয়া দৃশ্যগুলির মৌলিকরূপই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই নাটকের গানগুলি সংলাপের মতই নাটকের অন্তর্ভুক্ত বস্তু—  
বটনা ও সংলাপের সহিত প্রত্যেক গানটির সংযোগ থাকায় আমারই  
উচিত ছিল গানগুলি নাটকের ভাবার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রচনা করা।  
কিন্তু সমরাত্নাবে তাহা সম্ভব না হওয়ায় গীতকার শ্রীবিমল ঘোষ ও  
শ্রীপ্রভাত বসু গানগুলি রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি আমার  
স্নেহভাজন সহকর্মী সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুকবি  
শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের কথাও উল্লেখ করিতেছি এইজন্য যে, আমরাই  
নির্দেশমত তাঁহারা সর্বপ্রথম ইংরেজদের ভারতে আগমন ও প্রতিষ্ঠা  
এবং ভারত ভ্রাতৃগণের অল্প ইংরেজদের প্রতি নানাসাহেবের হুমকি—হিন্দী  
গানে নিবদ্ধ করেন এবং তাহাই গীতকারদের অবলম্বনস্বরূপ হয়। হোলীর  
গানটি নটশেখর মহাশয়ের পরিকল্পিত। নানাসাহেবের রক্ত-রাজা  
অনাগত দিনের পরিকল্পনার সহিত হোলীর আবিব-রাজা দিনের  
সাদৃশ্যমূলক রূপকটি তাঁহার বিশিষ্ট কচির পরিচায়ক। তবে গানের  
বাণী আরও গভীর ভাবময় ও বলিষ্ঠ হইলে ইহা আরও সুস্পষ্ট হইত।  
পরম স্নেহভাজন বশবী অভিনেতা শ্রীবিপিন গুপ্ত নাটকখানির প্রযোজনা  
ব্যাপারে নটশেখরের সহযোগীরূপে নিষ্ঠাসহকারে যে অক্লান্ত  
পরিচেষ্টা করিয়াছেন এবং এই নাটকের সমারোহপূর্ণ দৃশ্যাবলি  
সম্পর্কে মঞ্চ-কৌশল প্রদর্শন দ্বারা যেভাবে দর্শক-মনে মোহমগ্নী ইন্দ্রজাল  
বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্তায় শ্রেষ্ঠ মঞ্চপীঠ-  
শিল্পীরূপেও তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেন। সাজসজ্জা সম্বন্ধে ঢাকা  
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইসচ্যান্সেলর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র  
মজুমদার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক  
ডাঃ সুদীপ্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের সৌজন্যে তিষ্ঠোয়িতা

মেমোরিয়াল-হলে রক্ষিত তৎকালীন চিত্ররাজির আদর্শ হইতে সাহায্য গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। এজন্য তাঁহাদের সহিত উক্ত হলের অধ্যক্ষ মহোদয়কেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এ-সম্পর্কে মিনার্ভা মঞ্চের কৃতী ব্যবস্থাপক শ্রীগৌরচন্দ্র বসাকের আশ্রয় প্রচেষ্টা অল্প সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে গানগুলির সুব-যোজনায় তাঁহার বিরাট প্রতিভার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং এই নাটকখানির অভিনয়-পরিবেশকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে তাঁহার পরিকল্পনায় অভিনয় কালে আগাগোড়া যে Background music ওঠ অভিনয় হইতে প্রবর্তিত হয়, তাহাও তাঁহার এক বিশিষ্ট অবদান।

এই নাটকখানি যখন মঞ্চে অভিনেতৃবর্গের সমক্ষে পড়া হয়, তখন হইতেই প্রত্যেকে নাটকখানির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহার অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যেরূপ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন এবং সামান্য একটি সৈনিকের ভূমিকা হইতে আবহ সঙ্গীতে একটি যন্ত্রী পর্য্যন্ত যেভাবে গভীর নির্ভায তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহা বর্তমানে বড় একটা দেখা যায় না—এজন্য আমি তাঁহাদের প্রত্যেককেই আন্তরিক-ভাবে আশীর্বাদ করি।

সিপাহী বিপ্লবের অজ্ঞাতম নায়ক নানা ধনুগৃহই যে সর্বপ্রথম ‘হিন্দুস্থান ছোড় দো’ বলিয়া ব্রিটিশ শাসকদের উপর হুমকি দিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য এবং এই তথ্যটি ‘আমি বারানসীর বিখ্যাত ‘উত্তরা’ পত্রে (বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ আশ্বিন, শারদীয়া সংখ্যায়) ‘ভারত ছাড়ো’ প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি এবং উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনেই নাটকখানি রচনা করিয়াছি।

আর একটি কথা—ওঠ অভিনয় হইতে মঞ্চে নাটকখানি চারিটি অঙ্কে বিভক্ত হইয়াছে। স্বাধীন দরবার দৃশ্যটি এক্ষণ Climaxএ উঠিয়া যায় এবং প্রথম অঙ্কের ব্যবসিকা তাবিতা বহু দর্শক উঠিয়া পড়েন—

তাহাতে রসভঙ্গ হয়। একজন কর্তৃপক্ষ ঐখানেই প্রথম অঙ্কের যবনিকা ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে যবনিকা পড়ে—বারাকপুর নাচঘরের দৃশ্যে। তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা বাঙ্গা-মহলে ৮ম দৃশ্যে পড়ে। কিন্তু নাট্যকীর ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাট্যনীতির অনুসরণ করিতে হইলে নাটকে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে তাহাই সঙ্গত।—বন্দে মাতরম্ !

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সাল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

# বাটোলিখিত ভূমিকা লিপি ও অভিনেতৃবৃন্দ

## পুস্তক

লক্ষণরাও ( ঝালীর দেওয়ান )	নটশেখর শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
নানা সাহেব ( শেখ পেশওয়ার দত্তক পুত্র )	যশস্বী অভিনেতা শ্রীবিপিন গুপ্ত
আনন্দ স্বামী ( মহালক্ষ্মী মন্দিরের পুরোহিত )	সদ্ব্যভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)
মঙ্গল পাঁড়ে ( ঝালী সেরেস্তার কর্মচারী )	শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাস্কর্য্য তোপী ( দেশভক্ত যুবা )	দেবী চক্রবর্তী
সালাবৎজ ( নিজামের দেওয়ান )	গোবিন্দ আচা
আজিমউল্লা ( শিখণ্ডী ) ( নানা সাহেবের শিষ্য )	সুশীল রায়
দিনকর রাও ( সিন্ধিয়ার দেওয়ান )	বঙ্কিম দত্ত
রঘু ( ঝালী সেরেস্তার কর্মচারী )	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
বাহাদুরশাহ ( বাহাদুর-বংশধর )	ম্যালকম
শত্ৰু ( ঝালী সেরেস্তার কর্মচারী )	জাম লাহা
মেজর ফীন ( ঝালীর রেসিডেন্ট )	সমর মিত্র
ভার হিউরোজ ( ইংরেজ জেনারেল )	মনোজ চট্টোপাধ্যায় ( এ্যাঃ )
ভার হিউ হুইলার ( ইংরেজ সেনাধিনায়ক )	
কর্ণেল হিয়ারসে ( বারাকপুর হাউসের কমান্ডিং অফিসার )	

ডানলপ ( সেনা বিভাগের কর্মচারী )	বিমল ভৌমিক
গর্ডন ( সেনা বিভাগের কর্মচারী )	অজিত সোম
মজললাল ( কুশীদজীবি )	কুঞ্জ সেন
মীরচাঁদ ( ঝাঙ্গীর সামন্ত )	স্বর্ঘ্য সেন
শশধর ( গুপ্তচর )	রাধারমণ পাল
গোস থাঁ ( ঝাঙ্গীর গোলন্দাজ নামক )	বিভূতি দাস
মিশ্র ( ঝাঙ্গী সেরেস্তার কর্মচারী )	মিলন দত্ত
লালা ঐ	বানল গাঙ্গুলী
তেওয়ারী ঐ	গোবিন্দ আচা
পণ্ডিতজী ঐ	নকুল গাঙ্গুলী
নৃপৎ সিং ( রেওয়ার রাজা )	
খান্না ঐ	সুধীর গোস
বাহাদুর থাঁ ঐ	গিরিণ ঘোষ
সালে মহম্মদ ঐ	
কুমার সিং ( আরার জমিদার )	শীতল দত্ত
লছমন সিং ( আরদালি )	অমির কর

( ৩ )

লক্ষ্মীকান্ত  
( মন্দির সেবক )  
আরদালি  
জিয়াজৌরাও সিন্ধিয়া  
( গোয়ালিন্দারাদিপতি )

যুগল অধিকারী  
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়  
বরবীন বসু

শ্রী

লক্ষ্মীবাঈ  
( ঝাল্লীর রাণী )  
  
লিলি  
( স্তার হইলারেনব পত্নী )  
উদ্ধাবাঈ  
( দেশপ্রেমিকা নর্তকী )  
আদিল  
( নানা সাহেবের পালিতা কন্যা )  
সীতাবাঈ  
( রাণীর সহচরী )  
এমিলি  
( স্বীন সাহেবের বিবি )  
ভজ্রা  
( রাণীর সেবিকা )  
কুমার দামোদর  
( রাণীর দত্তকপুত্র )

শ্রীমতী সাতাদেবী ( ১ম ও ২য়  
অভিনয় ), শ্রীমতী মুকুলজ্যোতি  
( ৩য় অভিনয় ) এবং শ্রীমতী  
রাণীবাল্লা ( ৪র্থ অভিনয় হইতে )  
  
শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়  
  
শ্রীমতী আশা বোস  
  
শ্রীমতী মুকুলজ্যোতি  
  
শ্রীমতী গীতা দে  
  
শ্রীমতী রাণী ব্যানার্জি  
  
শ্রীমতী রাধারাণী  
  
কুমারী মাধুরী

**গানের মজলিসে গীতায়ন-সংশ্লিষ্ট রূপক চরিত্রাভিনয়ে—**

জাহাঙ্গীর	...	কৃষ্ণভামিনী
ইংরেজ বণিক	...	শেকালী বোস
নন্দকুমার	...	প্রফুল্লবালা
সিরাজদৌল্লা	...	আরতি সেন
মিরজাকর	...	প্রভারাণী
জগৎশেঠ	...	পরীরাণী
পেশোয়া	...	চামেলি সেন
টিপু সুলতান	...	রাধারাণী

# ঝাজীর রাণী

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

ঝাজীর মালখানা সংলগ্ন সেরেস্তার-একাংশ। এখানে কতিপয় বিশিষ্ট কর্মচারীকে কার্ধ্যে ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। পার্শ্ববর্তী কক্ষে ঝাজীর পলিটিক্যাল এজেন্ট ( রেসিডেন্ট ) সাহেব কর্ণেল ফ্রীন ও লেক্টুচার্ট গর্ডন দেওয়ান লক্ষ্মণরাওয়ের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

ফ্রীন। What could I do ? কলিকাতার কাউন্সিল হইতে হিজ একসেলেন্সী মি ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসী এই অর্ডার ইস্সু করিয়াছেন—ঝাজীর মালখানার উপর ব্রিটিশ এ্যাক্টিয়ার কায়ম হইবে।

গর্ডন। অনরেবল্ কর্ণেল ফ্রীন As resident of the state বাধ্য হইতেছেন সেরেস্তা আপন হস্তে গ্রহণ করিতে।

ফ্রীন। ভাইসরয় উক্ত অর্ডার ইস্সু করিয়াছেন—হামিরা কি করিতে পারি !

লক্ষ্মণ। থাক, আমি সব বুঝেছি সাহেব। সাপের হাঁচি বেধের চেয়ে। চোর যেমন বেড়া নেড়ে গৃহস্থ সজাগ আছে কিনা বুঝতে চার আগে—আপনার সরকারও তেমনি ঝাজীর সেরেস্তার উপরে আচমকা নাড়া দিয়ে রাণী-সাহেবার মতি প্রতিটা জানবার ফিকির করেছেন।

ফ্রীন। হাঃ হাঃ হাঃ I understand দেওয়ান—I understand your Joke ! of course you know দেওয়ান সাহেব, administra-



tion of Jhansi—ঝাঙ্গীর শাসন, রাণীসাহেবার হস্ত হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আপন হস্তে গ্রহণ করিবার দিবস not very far অধিক দূর না আছে।

লক্ষণ। আমিও তো সেই কথাই বলছি সাহেব—আপনারা দেখতে এসেছেন, ব্রিটিশ সরকারের এই অনধিকার প্রবেশ রাণীসাহেবা কি ভাবে গ্রহণ করেন। মেনে নেন, কিম্বা বাধা দেন—এই তো ?

স্বীন। হামিদের কার্যে বাধা দিবেন রাণীসাহেবা ! Well দেওয়ান, ট্রুপস ( Troops ) লইয়া হামিরা মালখানা দখল করিতে আসিলে টাহা কি উত্তম হইবে ?

লক্ষণ। অযোধ্যা থেকে স্নক করে এ পর্য্যন্ত যতগুলো রাজ্য আপনার সরকার নিজের কজির মধ্যে এনেছেন—সবই কৌশলে, আর ভব দেখিয়ে। বদনামের ভবে অতি সন্তর্পণেই আপনারা এড়াতে চেয়েছেন যুদ্ধ। ঝাঙ্গীর বেলায়ও তাই করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

স্বীন। What do you mean ! আপনাদের এ সব উক্তি হামি বুঝিতেছে না দেওয়ান সাহেব !

লক্ষণ। বুঝেছেন সাহেব—বুঝেছেন ; তবে বরদাস্ত করতে পারছেন না।

স্বীন। রাণীসাহেবা রাজ্যশাসনে দক্ষ নহেন বলিয়া শাসনভার লইতে হামিরা বাধ্য হইবে।

লক্ষণ। এ কথা আপনাদের কেতাবের পাতায় লিখে রাখবেন সাহেব ; আপনাদের নাড়ি-পুতিরা গড়ে খুঁসি হবে—বাহোবা দেবে। শৃংখলার সঙ্গে রাণীসাহেবার রাজ্য শাসনই হয়েছে আপনাদের দুশ্চিন্তার কারণ। তাই পাকে চক্রে রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বলতেও কল্প করেন নি।

স্বীন। What ! What !

লক্ষণ। আমাদের বলতে দিন সাহেব। চোখরাঙানী বরদাস্ত করা

আমার অভ্যাস নেই। শুধুন তবে—রাণীসাহেবের তাঁবেদার সামন্ত লালার মীরচাঁদ বিদ্রোহী হলো, তলে তলে তাকে সাহায্য করতে লাগলেন আপনার সরকার। ভেবেছিলেন, মীরচাঁদকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে ঝাল্লী হস্তগত করবেন। কিন্তু সে হেরে গিয়ে আপনার সরকারের এত বড় চালটাই মাটি করে দিলে। সরকারও বুঝতে পারলেন—ঝাল্লীর রাণী কি ধাতুতে তৈরী! অথচ, ঝাল্লা আপনারদের নেওয়া চাই—নৈলে মান ইজ্জৎ সব যায়। এখন কি করতে চান, সোজা কথাই তাই বলুন।

স্কীন। আমাকে মাগ করিবেন দেওয়ান সাহেব—if I have offended you যে দিবস আমি Political Agentএর Duty লইয়া ঝাল্লিতে আসিল—তাজ্জব হইয়াছিল আপনকার এলেক্সে দেখিয়া। কিন্তু রাণীসাহেবা আপনকার ইজ্জত কোথায় রাখিয়াছেন? ‘দেওয়ান’ আপনি নামেই আছেন—But no prestige, no power—কিছু না আছে।

লক্ষণ। ভ্রমেনছেন ভালই করেছেন, কিন্তু ওসব কথা তুলে লাভ কিছু আছে?

স্কীন। আলবৎ আছে। Who told you লাভ কিছু না আছে! আমরা বাণিজ্য করিতে আসিয়া এই দেশ লাভ করিয়াছে। Whole life stateএর খিদমৎ ষাটিয়া কি লাভ আপনি করিলেন দেওয়ান সাহেব, power যদি আপন হাতে না আসিল? You help us and we shall help you—আপনি আমাদের সাহায্য করুন, আমরা আপনাকে সাহায্য করিব—come on have a talk privately

লক্ষণরাও ও সাহেবদের প্রস্থান

শিখণ্ডী। দেওয়ান সাহেবকে মলে টেনেছে—

মদল। খুন করবো তাহলে দেওয়ানকে।

শিখণ্ডী। কেপলে চলবে না বন্ধু!

মঙ্গল। তুমি খাম ; মনে এক কথা, আর মুখে এক—সে আমার দ্বারা হবে না।

শিখণ্ডী। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো ভাই ( বাহিরে দেখিয়া ) ঐ যে আসছেন আবার। মুখ বুজে সব কাজ করে যাও, ওদিকে তাকিও না।

লক্ষ্মণরাও ও স্বীন প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ

স্বীন। All right, ask that fellow to come at once.

লক্ষ্মণ। লছমন সিং।

একজন সিপায়ের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। শিখণ্ডী বাবুকে সেলাম দেও।

সিপাহীর প্রস্থান

শিখণ্ডীর প্রবেশ ও সেলাম

লক্ষ্মণ। জানো বোধ হয়, ইনি হচ্ছেন ঝাল্লীর রেসিডেন্ট স্বীন সাহেব ; আর ইনি হচ্ছেন এঁর সহকারী—

শিখণ্ডী। আমরা হচ্ছে গরীব কেরাণী, সেরেস্তায় বসে কলমপিষি—মালিক রাণীসাহেবা, এবং আপনি দেওয়ান সাহেব ছাড়া আর কারুর খবর রাখিনা ; আর রাখার দরকারও মনে করি না।

লক্ষ্মণ। কিন্তু সেরেস্তায় বসন চাকরী করতে এসেছ, মুলুকের মালিকদেরও খবর রাখতে হবে বৈকি।

শিখণ্ডী। সে খবর আগনাতা রাখলেই হলো দেওয়ান সাহেব। গরীব বেচারী আমরা, অত খবরদারীর ফুরসত কোথায়—আর লাভই বা তাতে কি হবে!

লক্ষ্মণ। থাক। এখন শোন, কাল থেকে সেরেস্তার উপর রেসিডেন্ট সাহেবের হুকুম জারী হচ্ছে। হুকুমদেব হুকুম মেনে কাজ কর্তব্য সব করবে।

শিখণ্ডী। আমরাতো জানি, আমাদের হজুরাইন হচ্ছেন ঝাল্লীর রাণীসাহেবা, তাঁর তরফ থেকে কাজের হুকুম দেবেন আপনি। রেসিডেন্ট সাহেবের হুকুম আমরা কেন মানতে যাব ?

লক্ষণ। শুনছেন সাহেব, শুনছেন—এদের আশ্পর্কার কথা !

স্কীন। You must। আলবৎ মানিবে। ঝাল্লীর সেরেস্তা হামি আপন হাতে লইবে। টুমিরা হুকুম মানিয়া কাজ করিবে।

শিখণ্ডী। বতক্ষণ রাণীসাহেবার হুকুমৎ বজায় থাকবে ততক্ষণ—

স্কীন। রাণীসাহেবা হুকুম দিবে না হুকুম হামি দিবে—টুমিলোক আলবৎ হুকুম মানিবে।

শিখণ্ডী। সাহেবের আর কিছু বলবার আছে ?

স্কীন। Daily work routine হামি প্রস্তুত করিয়া সেৱেস্তাব দিবে; টুমিরা টাকা follow করিবে। যে ব্যক্তি oppose করিবে—He should be dismissed টাহার কাম খটম হইবে—বরখাস্ত করিয়া দিবে।

শিখণ্ডীর প্রস্থান

স্কীন। Humph !

গর্জন। He is laughing at us—Disobedient chap.

লক্ষণ। এই ধরনের লোকের উপরই রাণীর বিশ্বাস। ওর কথা শুনলেন তো ?

স্কীন। Dont be anxious dewan, I know the mentality of the clearks, they are all cowards.

সাহেবের প্রস্থান

শিখণ্ডী, শঙ্কু, রঘু, মজলপাঁড়ে হাকিম সাহেবের প্রবেশ

লক্ষণ। এ কি ! বল বেঁধে সবাই এখানে কি মনে করে ?

শঙ্কু। আপনি কি বুঝতে পারেন নি—দেওয়ান সাহেব ?

রঘু। এ সব কি শুনছি আমরা ?

মঙ্গল। শেষ বরসে ইংরেজ বেণিবার সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন।

হাকিম। স্মৃতে অত ঝাঁঝ দেখালেন, কত তড়ফালেন; তার-পরেই মুখ শৌঁকাত্ত কি করে রা পাগ্টালেন কেন বলবেন ?

লক্ষ্মণ। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, এত সাহস তোমরা কোথা হতে পেলো! ঘিনা এন্তেলায় আমার ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছো তোমরা ?

শিখণ্ডী। কৈফিয়ৎ চাওয়া নয় দেওয়ান সাহেব; আমরা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি ঝাল্লী সেরেস্তার আসল মালিক কে? আর, স্বীন সাহেবের কি এজিবার আছে যে আমাদের উপরে তিনি হুকুম চালান ?

লক্ষ্মণ। জবাব শোন তবে—তোমরা হচ্ছে হুকুম পয়োরার, যে হুকুম সেরেস্তায় বসে পাবে, মুখ বুজে তাই মানবে। আদার ব্যাপারীর কাজ হচ্ছে আদা বেচা, জাহাজের খবরদারী করতে যাওয়া তার পক্ষে পাগলামী, অনধিকার চর্চা, বাও, এ ছাড়া আর জবাব নেই।

শিখণ্ডী। এ কিন্তু জবাব হলো না দেওয়ান সাহেব! আমরা জানতে চাই—কে আমাদের আসল হুকুমদার।

মঙ্গল। আমরা স্বীন সাহেবের হুকুম কেউ মানবো না, মানবো না—মানবো না। তাতে যা হবার হবে।

লক্ষ্মণ। বটে! যা হবে একটু পরেই দেখতে পাবে।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ঝালী রাজোতান । উজানের একদিকে কৃত্রিম জঙ্গল । অন্যদিকে উজানে আসিবার পথ—সেই পথে ঘর । উজানের মধ্যভাগে একটি প্রস্তরময় বেদীর উপর চারিটি কামান রক্ষিত হইয়াছে । কামানগুলিকে পূজা করা হইয়াছে তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে । নলি-মুখগুলি রক্ত চন্দন চর্চিত । চিত্তচাক্ষু্যকর বাতায়নির তালে তালে সম্ভ্রান্তা পুষ্পভূষিতা শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা পুরবালাগণ সমবেত কর্তে গীতের স্বাক্ষর তুলিয়া প্রবেশ করিলেন । তাঁহাদের হস্তে পুষ্পমালা । কামানগুলিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারা গান গাহিতে লাগিলেন । গীতান্তে সকলে কামানগুলির সম্মুখে নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া এবং হাতের মালাগুলি কামানগুলির গলদেশে পরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন ।

### গান

সদা জাগ্রত হে বীর প্রহরী  
তোমাদের মোরা প্রণাম করি ।  
অপূর্ব রণকীর্তি কাহিনী  
পুলকিত চিত্তে আজিকে স্মরি ।  
তোমাদের ঐ ঘন গরজনে  
সস্ত্রাস জাগে শত্রুর মনে  
উল্লাসে নাচে আমাদের বাহ  
গৌরব জয় কেতন ধরি ।  
ঝালীর মান অটুট রেখেছ  
তোমরা চারিটি ভাই,  
শত্রুর বুকে মরণ আঘাত  
হেনেছ সর্বদাই ;  
তোমরা রেখেছ স্বাধীনতা ধন  
সকল করেছ রাগীর স্বপন  
শ্রীতি চন্দন ললাটে পরাই—  
প্রহার মালা কর্তে ধরি,  
তোমাদের মোরা প্রণাম করি ।

পুরবালাগণের প্রস্থান

রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ, সঙ্গে রাণীর সপ্তমববীয় দত্তক পুত্র কুমার দামোদর

রাণী । এরাই আমার ঝান্সীর গর্ব, জাতির গৌরব । প্রণাম কর ।

উভয়ে করবোড়ে প্রণাম করিলেন

দামোদর । তুমি এগুলো বানিয়েছ মা ?

রাণী । হ্যাঁ বাবা, আমিই যত্ন করে এগুলো গড়িয়েছি, আর গড়েছেন আমাদের দেশের—এই ভারতের শিল্পী । সেই জন্তই তো এদের নিয়ে এত গর্ব করি ।

দামো । এই কামানগুলোই যুদ্ধ করেছিল ।

রাণী । এরাই যুদ্ধে আমরা মুখ রেখেছে । বিদ্রোহী মীরটান্দ ইংরেজের কামান পেয়েও হেরে গেছে । দরকার হলে এই সব কামান তোমাকেও দাগতে হবে একদিন । জানত, ইংরেজ এখন দেশের বাদশা । এই ঝান্সীর মত যে সব রাজ্য আছে, ইংরেজ সরকার সেখানে এক একজন রেসিডেন্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি রেখেছেন । তাদের কাজ হচ্ছে—আপদে বিপদে রাজাকে সুপারামর্শ দেওয়া, আর রাজা বা রাজ্যের প্রজারা যাতে ইংরেজের কোন রকম বিরুদ্ধাচরণ না করেন লক্ষ্য রাখা—

দামো । এই যেমন স্কীন সাহেব সেই কাজ করছেন—

রাণী । হ্যাঁ । এর আগে রেসিডেন্ট ছিলেন এলিস সাহেব । ঐ ফৌজদার মীরটান্দ তাঁরই আমদানী । বছর সাগিয়ানা ছয় লক্ষ টাকা মাইনে বরাদ্দ করে স্কীন সাহেব তাকে ঝান্সীর বৃকে চাপিয়ে দেন ।

দামো । অত টাকা দিয়ে মীরটান্দের মতন দুইলোককে আনা হলো কেন মা ?

রাণী । এ প্রস্ন তোমার বাবার মনে জাগেনি । জাগলেও, ইংরেজ রেসিডেন্টকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করেন নি ।

দামো । তুমি কেন জিজ্ঞাসা করনি মা ?

রাণী। আমার তখন মুখ ছিল না বাবা! আমি যে নারী; তাই রাজনীতি নিয়ে চর্চা করা আমার বারণ ছিল। কিন্তু তিনি স্বর্গে গেলে রাজ্যের ভার আমার হাতে আসতেই, আমার প্রথম কাজ হয়েছিল ঐ মীরচাঁদকে তাড়ানো। আমি জেনেছিলাম, আমার রাজ্যের বৃকে বসে গরীব প্রজার টাকায় সে রাজ্যে অশান্তি বাধাচ্ছে, দল গড়ছে, আর তার পিছনে রয়েছে ইংরেজ।

দামো। এখন বুঝেছি না, ইংরেজ কেন মীরচাঁদকে কামান দিয়েছিল।

রাণী। আমি জানি তুমি বুঝবে। আজ যে বোঝবার দিন এসেছে দামু। এই বোঝাবুঝির মধ্যে রয়েছে তোমার দেশ—আমার চেয়েও বা অনেক বড় তোমার কাছে।

সীতার সহিত শিখণ্ডীর প্রবেশ

সীতা। দিদি! তোমার ধর্মপুত্র আজ সকালেই কি কাণ্ড বাধিয়ে এসেছে শোন।

দামো। এই যে শিখণ্ডীদা, মা আজ অনেক কথা আমাকে বলেছেন।

রাণী। সকাল বেলাতেই আবার কার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে এলে শিখণ্ডী? তোমাকে নিয়ে তো আর পারি না।

শিখণ্ডী। সত্যি মা, আপনার সেরেস্তা ক্রমশঃই বোঝা হবে দাঁড়াচ্ছে।

রাণী। কি হয়েছে?

শিখণ্ডী। স্বীন সাহেব এক হুকুম নামা পাঠিয়েছেন—এখন থেকে তাঁর হুকুম মত কাজ করতে হবে সেরেস্তা শুদ্ধ সকলকে। কিন্তু মা, মাথার উপর আমাদের আগনি থাকতে, স্বীন সাহেব হুকুম দেবার কে?

রাণী। আমিও জেবেছিলাম, এই রকম একটা কিছু হবে। তা বেওয়ান কাকা কি বললেন?



শিখণ্ডী। তাঁর কথা নিয়েই তো এই ঝামেলা বেধেছে না ! চোখ পাকিয়ে বললেন, তোমরা হচ্ছো হুকুম পরোয়ার। সেরেস্তার যে হুকুম আসবে, ঘাড় হেঁট করে তাকে মেনে কাজ করে যাবে।

সীতা। এত কাণ্ড ! তারপর কি করলে তোমরা ?

শিখণ্ডী। কেরাণীর যা যা করবার সব করলাম। একটা দল পাকিয়ে ফেললাম তখুনি ; তারপর কলম-ধর্ম্মঘট স্ক্রু করে নাগিশটা এনেছি রাণীমার কাছে।

রাণী। সেরেস্তার সব কেবাণীই কি তাহলে ধর্ম্মঘট স্ক্রু করেছে ? চুপ কবে রইলে কেন, বল ?

শিখণ্ডী। না মা, তাহলে তো কথাই ছিল না। সেরেস্তার তিনশো কেরাণীর মধ্যে চারটা প্রাণী এই পাগলের ঠাতে হাত মিলিয়েছে। এদের নিষেই আমাব দল আর ধর্ম্মঘট।

রাণী। তাদের নাম ?

শিখণ্ডী। পেঙ্কার শত্ভুরাম, মুহুরী রঘুরায়, নকল-নবিশ মঙ্গল পাণ্ডে আর তশিলদার মহম্মদ হোসেন হাকিম সাহেব।

রাণী। হুঁ!

ভজার প্রবেশ

ভজা। মা, দেওয়ান সাহেব এসেছেন দেখা করতে—

রাণী। বাবু দায়ু, তুমি যে কেজা বানিয়েছ তোমার দাদাকে দেখিয়ে আনো তো—

শিখণ্ডী ও দানোদরের প্রস্থান

রাণী। দেওয়ান সাহেবকে এইখানেই আনো—

ভজার প্রস্থান

রাণী। সেরেস্তার তা হলে এমন কটি লোক এখনো আছে—রাণীর মুখ চেয়ে যারা স্বীন সাহেবেরও পরোয়া করে না।

ভজার সঙ্গে দেওয়ান লক্ষ্মণবায়ের প্রবেশ

রাণী। আহুন রাওকাকা, কিন্তু এমন অসময়ে যে ?

লক্ষ্মণ। জানি, তুমি এ সময়টা এইখানেই কাটাও, তাই সেরেস্তা ফেলে ছুটে আসতে হলো কাজের গরজে। হ্যা, তোমার ঐ আবদারে ধর্মপুত্ৰুব শিখণ্ডীকে নিবে আর তো পারিনি মা !

রাণী। কেন, সে আবাব কি করলে ?

লক্ষ্মণ। একেবারে চুড়ান্ত করে তুলেছে মা ! কথায় আছে না—  
আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরদারী করতে গেলে—

রাণী। আপনি তো জানেন কাকাজী, তেমনি বেপরোয়া ব্যাপারীকে সময় সময় আমিও উৎসাহ দিতে ভালবাসি—

লক্ষ্মণ। তোমার কাছে প্রশ্রয় পেয়েইত ও ছোকরা এতটা বেড়ে উঠেছে ? নৈলে মহামান্ত রেসিডেন্ট সাহেবের ওপরেও ও কিনা কথা বলতে যায়।

রাণী। মহামান্ত রেসিডেন্ট সাহেব আমাদের সেরেস্তার ব্যাপারেই বা কথা বলতে আসেন কেন ? ওরা যখন হুকুম পরোয়ার ঝাল্লীর রাণীর ?

লক্ষ্মণ। আমাদের সেরেস্তার উপর গভর্নর জেনারেলের হুকুম যে এসেছে মা—

রাণী। হুকুম এসেছে !

লক্ষ্মণ। হ্যা, মা।

রাণী। সে কথা আমাকে জানান নি কেন ?

লক্ষ্মণ। তোমার খেজার তো আমার জানা আছে মা, পাছে স্বীনসাহেবের হুকুম নিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বস, তাই

কথাটা চেপে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া, দুদিন পরেই যখন ঝাল্লীর সরকারই ইংবেজ কোম্পানীর এক্টিবারে চলেছে—

রাণী। তার মানে? কথাটা খুলেই বলুন—কিছুই লুকোবেন না আমার কাছে—

লক্ষণ। লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে এসেই দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস কববার জন্তে সেই যে লাগমুখগানি ব্যাদন করেছেন— আজ পর্য্যন্ত কেউ কি তা বোঝাতে পেরেছে মা? এবার এসেছে ঝাল্লীর পালা। প্রথম পরোয়ানা যেই এলো, তুমি অমনি আগুনের মত জলে উঠে—ইংরেজ সরকারকে গাল দিলে, বেসিডেন্ট সাহেবকে ধমকালে, শত্রুতাই বাডালে; কিন্তু কলকাতায় বড়লাটেব দববারে একথানা দরখাস্তও পাঠালে না—

রাণী। না—দরখাস্ত পাঠাই নি। আপনাদের সে পদামর্শ আমি শুনি নি। যে রাজ্য শৃঙ্খলার সঙ্গে শাসিত হয়ে আসছে, দস্যুর মত অস্ত্রায় করে গাণ্ডের জোরে ইংরেজ সরকার সেই রাজ্যকে ছিনিয়ে নিতে হাত বাড়িয়েছে! এর প্রতিকার কি মুছবীর মতন কলমের কালী দিয়ে দরখাস্ত লিখে সামা কাগজকে কাগো করা, না—তলোয়ারের মুখে খুন ঢেলে তামাস হিন্দুস্থানের জমি দস্যুর রক্তে রাঙিয়ে দেওয়া? শেষের পথটাই আমি বেছে নিয়েছি বলে ঐ পরোয়ানার জবাব দিইনি।

লক্ষণ। এ হলো রাগের কথা মা! শক্তিশালীর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে দরখাস্ত—

রাণী। থামুন! দরখাস্ত.....দরখাস্ত.....দরখাস্ত.....ওঃ! এই দরখাস্ত লেখার জন্তে আমি একজনকে.....না না না, কিছুতেই আমি তা পারি না—সে শিকা আমি পাইনি জীবনে। ইংরেজের ঐ পরোয়ানার বিরুদ্ধে আমার এক কথা রাওকাকা—ঝাল্লী আমি দেব না—“মেরী ঝাল্লী নেহি হুগী”।

লক্ষণ। কিন্তু ওরা যে তোমার এই প্রাসাদটুকু বাদ দিয়ে, সারা ঝাল্লী রাজ্যটাই দখল করার আয়োজন ঠিক করে কেলোছে মা ! তাই না স্বীন সাহেব আগেই সেরোস্তাব মালখানা—

রাণী। আমি এখনই মালখানা বন্ধ কবে তালা দেব। শঠ প্রবঞ্চক কপট ইংরেজ বণিকের এ স্পর্ধা আমি সহ্য কবনা—কিছুতেই না—

লক্ষণ। মা, স্থির হও, নিজের শক্তির পৰিমাণ বুঝে, ভবিষ্যৎ ভেবে কর্তব্য স্থির কব, বরং সাহেবদের দব্বায়ে আমন্ত্রণ করে সম্প্রীতির সঙ্গে—

রাণী। বেশ, দরবাবেব ব্যবস্থাই করুন। আমুন স্বীন সাহেব, আমি তাঁকে আমন্ত্রণ করব। সেই সংগে আমন্ত্রণ করব ঝাল্লীর সর্দার সামন্ত তালুকদার সৈনিক বাসিন্দা বায়ত কৃষাণ চাষী মজুর প্রত্যেককে ; আহ্বানেব ভাষা হবে একই রকম—কোন তাবতম্য থাকবে না। রাজী আছেন আপনি ? রাজী আছেন আপনার স্বীন সাহেব ?

লক্ষণ। এতে আর অরাজীর কি আছে মা ! প্রস্তাব ত ভালই মনে হচ্ছে।

রাণী। তবে ঐ ব্যবস্থাই করুন। একটু পরেই আমি আপনার সেরোস্তাব আমন্ত্রণ পত্রের খসড়া পাঠাছি—

লক্ষণ। বেশ—আব একটা কথা বলছিলাম মা !

বাণী। ভদ্রা—( প্রহরিনী ভদ্রার প্রবেশ ) রাও কাকাকে নিষে যাও—

লক্ষণ রাও ও ভদ্রার প্রস্থান

বতরুণ লক্ষণ রাওকে দেখা গেল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে জোরে একটা নিবাস কেলিলেন। এই নির্বাক ভদ্রি যেন লক্ষণ রাও সম্পর্কে তাঁর সম্বন্ধ মনোভাব স্পষ্ট করিয়া দিল। পরক্ষণে রাণীর মুখবাণি একেবারে বদলাইয়া গেল। সহাস্তে ধীরে ধীরে কামান চারিটির কাছে গিয়া দাঁতি-মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

রাণী । তোমাদের একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে । ইংরেজের এক তাঁবেদারকে দাবিয়ে ঝাল্লীর মুখ রেখেছ, এবার খোদ ইংরেজের পালা—  
কি বল ? ঘনগর্জ্জ, আজাদী, শত্রু সংহার, অগ্নিবর্ষ ! ইংরেজের  
পরোয়ানার জবাব দেবে তোমরা—তোমরা ক ভাই !

মুখ তুলিতেই দেখিলেন যে সীতা ও শিখণ্ডী পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁর এই কাণ্ড দেখিতেছে ।

সীতা । ( শিখণ্ডীর প্রতি ) তুমি বুঝি জাননা—দ্বিদি যে ওদের সঙ্গে  
কথা কন !

রাণী । শিখণ্ডী বুঝি আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে সীতা ?

শিখণ্ডী । অবাক হইনি, তবে চমকে গেছি নিশ্চয়ই—

রাণী । চমকাবার—কারণ ?

শিখণ্ডী । এক চেহারার লোক দেখলে চোখ যেমন নেচে ওঠে—  
চেনা সুর কানে বাজলে মনটাও যে তেমনি ফুলে যায় রাণীমা ! তাঁর কণ্ঠে  
শুনেছি কলমের গান, আপনার কথায় পেলুম কামান—

রাণী । কলমের সঙ্গে তুমি কামানের তুলনা কর ! অনেক তর্কাৎ—

শিখণ্ডী । আমার প্রভু নানাসাহেব কিন্তু বলেন মা, কলম আর  
কামান দুই সমান । নানাসাহেবের আদি পুরুষ প্রথম পেশোয়া  
বালাজী বিশ্বনাথ গোড়ার ছিলেন এক কেরানী ; পেশা ছিল তাঁর  
কলমবাজী । নানাজী সেকথা ভোলেন নি—তাই কুলপতির পেশাটাই  
বেছে নিয়েছেন । তিনি বলেন মা—গোলন্দাজ গোলা দাগে—কিন্তু  
তাকে ঢালার কলমবাজ—

সীতা । কিন্তু কোন কলমবাজ কোনদিন গোলন্দাজ হয় নি ।

রাণী । আজ মনে পড়েছে সীতা—আমার বিয়ের পর নানাসাহেবের  
এক জন্ম দিনে প্রকাণ্ড একটা কলম উপহার পাঠিয়ে, লিখেছিলেন—  
'মহাশয় লেখবার জন্ত দেওয়া হলো ।

শিখণ্ডী। সে কলমের মান তিনি রেখেছেন মা! সেই থেকে নুতন ভনিতায় দরখাস্ত লিখেছেন, আর বিলি করছেন সারা হিন্দুস্থানে।

সীতা। এত দরখাস্ত তিনি কাদের কাছে পাঠান শিখণ্ডী?

শিখণ্ডী। তাঁর দরখাস্ত যেখানে সার্থক হবে বোঝেন, সেই খানেই পাঠান। এই যে, একখানা দরখাস্ত এখানেও এসেছে—দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম—এই নিন মা!

পত্র প্রদান করিলেন

রাণী। ( পত্র লইয়া ) নানাসাহেবের চিঠি?

শিখণ্ডী। দরখাস্ত মা—

রাণী। ( পত্র খানি এক নজরে দেখিয়া ) কলমবাজ কে রাণী বলে চিরদিন যাকে আঘাত দিয়েছি সীতা, তার দরখাস্ত শোন—

পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন

স্নেহের মুদ্রা,

তনে নিশ্চয় তুমি সুখী হবে, বিলেতের সরকারের কাছে আমাদের বৃত্তি বন্ধের দরখাস্ত বাতিল হবার পর থেকেই নানাসাহেবের দরখাস্ত রূপ বদলেছে—তারই একটা আদল চলেছে তোমার কাছে। কলমবাজের আর্জি—সর্বক হও। মীরচাঁদের পরাজয়কে ইংরেজ নিজের পরাজয় বলেই গ্রহণ করেছে। দুরাশ্রার ছলের অভাব হবে না। কলমের সঙ্গে কামানের সংযোগের দিন আগত। তোমার বিখ্যাত কামানগুলি সংগোপনে রাজোষ্ঠানের মাটির নিচে লুকিয়ে ফেল। একদিন এ নির্দেশের সার্থকতা বুঝবে। চিরহিতার্থী ভাই নানাসাহেব!

রাণী। এ চিঠি কে এনেছেন শিখণ্ডী?

শিখণ্ডী । তাঁর দরখাস্ত নিয়ে যারা সারা হিন্দুস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরই একজন না—

রাণী । জবাব চেয়েছেন ?

শিখণ্ডী । না । তিনি বলেন মা, বাজারাগীদের কাছে দরখাস্ত পাঠান যত সহজ, জবাব পাওয়া তত শক্ত ।

রাণী । এ কথার অর্থ আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝি । আজ মনে পড়ে কৈশোরের কথা । দু'খুঁ হতাম তার কথায়—ভদ্র ব্যবহারে । দেবকুমারের মত অপূর্ণ রূপ—চোখ দুটো বুঝি বলসে দিত । তারপব যেই মনে হোত—ইংরেজের অল্পগৃহীত বৃত্তিভোগীর পুত্র সে—অপদার্থ পিতার গলগ্রহ কেরাণী...অমনি বিষয়ে উঠত সমস্ত মন—মাথায আগুন জলতো, চুটে সরে যেতাম তফাতে ! কত আঘাত দিবেছি তাকে—কত লজ্জা, কত ঘৃণা, কত তাচ্ছিল্য ! একটা দিনও প্রতিবাদ করেন নি—মুখের হাসি মুখে লেগেই থাকত ; নিজেই ছোট হয়ে যেতাম, পালিয়ে গিয়ে মুখ লুকাতাম লজ্জায় । আজ সেই নানা, সেই ঘৃণা, নগণ্য কেরাণীর এ কি পত্র ! যেন এত বড় সহায় আর কেউ নেই—সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার স্বার্থ চিন্তা করছেন ! আর—আমি তাঁকে কি অপমানই না করেছি—রাখী চেয়েছিলেন, দিইনি ; বৃত্তি-ভোগীর পুত্রের হাতে রাখী বেঁধে দেবে ঝান্সীর রাণী !

সোভা । দিদি—

শিখণ্ডী । মা—

রাণী । সত্যই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম । হ্যাঁ ! আজ্ঞা শিখণ্ডী, ( চিঠিতে অঙ্কিত লাল পদ্মটি দেখিয়ে ) এ লাল পদ্মের মানে কি বলতে পার ?

শিখণ্ডী । আমি ছ জানি না মা, নানা সাহেবের কথা তিনিই বলতে পারেন ।

শিব লক্ষ্মীকান্তের হাত ধরিয়া আনন্দবাসীর প্রবেশ

রানী। এই যে স্বামীজী—আমুন। (প্রণাম করিলেন) নানাসাহেব আমাদের একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন স্বামীজী!

স্বামীজী। আমার কাছেও একখানা এসেছে মা! সঙ্গে একটি লাগ পত্র। লক্ষ্মীকান্ত পড়ে শোনালো। কিন্তু মা, নানাসাহেব চিঠি পাঠাচ্ছেন লোক বেছে বেছে, আর—তোমার মত লোকেদের কাছে; হিন্দুস্থানের জনসাধারণকে তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু তাবা ভেগে না উঠলে নানা সাহেবের সব চেষ্টাই যে বিফল হবে মা?

শিখণ্ডী। আপনি কি করতে বলেন?

স্বামীজী। আমি বলি, চিঠিতে হবে না শিখণ্ডী। এমন কতকগুলি কৃত্তী লোককে দিকে দিকে পাঠাতে হবে—যারা জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পাবে। শুধু রাজাসভসমাজে নয়—গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষী মজুর শিল্পী গৃহী সকলকে মুক্তিযুদ্ধে দীক্ষিত করবে তারা।

রানী। স্বামীজী খুব যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন। কিন্তু ইংরেজের চোখে ধুলো দিবে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলবে কে?

স্বামীজী। মা, যদিও আমি অন্ধ—কিন্তু তুমি যদি অহুমতি দাও, মহালক্ষ্মী মায়ের পূজার ভার লক্ষ্মীকান্তের হাতে দিয়ে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রানী। আপনি!

স্বামীজী। হ্যাঁ—মা।

রানী। আমার কোন আপত্তি নেই স্বামীজী!

স্বামীজী। মহারানীর অর হোক। আমি তবে প্রস্তুত হই মা, চল লক্ষ্মীকান্ত।



লক্ষ্মীকান্তের সহিত আনন্দ স্বামীর প্রস্থান

শিখণ্ডী । তাহলে সেরেস্তা সম্বন্ধে মা—

রাণী । সেরেস্তা এখন থাক—নানা সাহেবের কথাটাই এখন কাজে লাগাতে হবে । কামানগুলোর ব্যবস্থা আগে কর ।

### তৃতীয় দৃশ্য

রেসিডেন্ট কর্ণেল স্বীনসাহেবের ড্রইংরুম । কর্ণেল স্বীন, এমিলি, মীরচাঁদ ও শেঠ মদনলাল । কর্ণেল স্বীন চেয়ারে বসিয়া পাইপ টানিতেছেন । এমিলি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কার্পেটে ফুল ভুলিতেছেন । অদূরে শেঠ মদনলাল ও মীরচাঁদ পাশাপাশি বসিয়াছেন । শেঠজী নিবিষ্টমনে হিসাবের খাতা দোখতেছেন । স্বীনসাহেব হঠাৎ মীরচাঁদের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি চমকে উঠলেন—

স্বীন । You লالا মীরচাঁদ—তুমি যে এরূপ অপভার্ঘ্য টাংরা হামিদের ধারণা ছিল না । হামিরা টোমাকে সিপাহি দিল, হাতিয়ার দিল, ছুইঠো কামানভি দিল, শেঠজী রুপিয়া ঢালিলো—টখাপি তুমি লড়াই ফটে করিতে পারিলেনা—আরে ছো—ছো—ছো—

এমিলি । স্ত্রম—স্ত্রম ! টোমার ডেশের আওরাৎ টোমাকে গাঙ্কা বানাইয়া দিল ? মার খাইয়া মুখ চুণ করিয়া ডিকিট হইলে তুমি মীরচাঁদজী ?

মীরচাঁদ । কি বলবো মেমসাহেব—নসীব আমার নেহাৎ মন্দ—নৈলে এত সহায় সম্পদ পেয়েও এমন করে হেরে আসি । একটা মেয়েছেলের কাছে কৌজদার মীরচাঁদ মার খেয়ে কিরে এলো—বার পিছনে রয়েছে ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুর—

মদন । এখন আমার নসীবের কথা বলুন । এত টাকা যে ঢাললুম তার কি ফায়দা হ'ল ? আপনি তো বছর সালিয়ানা ছ'লাখ টাকা বুঝে নিষেছেন কিন্তু সে টাকা বিলকূল যুগিয়েছে এই শেঠ মদনলাল—

এমিলি । কেত টাকা শেঠজীকে ডালিতে হইল ?

মদন । হাত নাগাদ হিসেব বেরিয়েছে মেমসাহেব—ছাপার লাখ, সাতাশ হাজার সাতশো, ছিয়াল্লিস টাকা, তের আনা, তিন পাই—

এমিলি । My God ! টাকার হিসাব শেঠজী বডন মধ্যে রাখিয়াছেন । থলিয়ার মধ্যে যেমন রূপিয়া রাখিয়া ডেন !

মদন । এখন এ টাকা আমাষ কে দেবে ?

স্কীন । ঝান্সীর সেরেস্তা দিবে !

মদন । ছজুরের সবকার ঝান্সী দখল করলে সেরেস্তাতো আর রাণীর তাঁবে থাকবে না—তাহ'লে—

স্কীন । টোপাণি আপনার টাকা রাণীকেই ডিটে হইবে—যে হেতু ঐ ঋণ করিয়াছিলেন রাণীর Husband লেট রাজাজী । শেঠজীর টাকা আদায় করিবার বণ্ডবষ্ট হামি করিয়া দিবে ।

মদন । তাহলেই বান্ধা কৃতার্থ হবে । ছজুর বরাবরই গরীব পরোয়ার । ছজুরের জয় জয়কার হোক !

স্কীন । Alright. Then good by । আপনারা এখন বাইটে পারেন ।

সেকহাও করিলেন । সসন্মমে সেলাম করিয়া মদনলাল ও মীরচাঁদ চলিয়া গেল

স্কীন । Both they are Selfish creature !

এমিলি । An Wolf-dog and wolfish Sylock I See !

স্কীন । Ha-Ha-Ha—

দেওয়ান লক্ষ্মণরাওয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। বন্দেগী জনাব—

কীন। Hallow দেওয়ান সাহাব, Good Evening ! take your seat please.

সেবকাও করিয়া বসাইলেন

এমিলি। কেমন আছেন দেওয়ান সাহেব ?

লক্ষ্মণ। মাপ করবেন মেমসাহেব—আমি আপনাকে লক্ষ্য করিনি।

এমিলি। No—No—আমি নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রাণী—আপনি রাওজী, রাণীজীর দেওয়ান আছেন—আউব, রাজ্যের সরকার বদল হইলে প্রাইম মিনিষ্টার হইটেছেন ! আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী আপনাব মতন ব্যক্তির লক্ষের বাহিরে থাকিবেই।

লক্ষ্মণ। না—না—না—একি আপনি বলছেন মেমসাহেব ! আপনি ক্ষুদ্র প্রাণী ? আপনার মেহেরবাণী পাবার জন্তে মধ্যভারতের বাবতীয় রাজা ও রহিসরা সর্বদাই ঘোড়হস্ত হয়ে থাকেন। হ্যা, ভালকথা—আমাদের রাণীসাহেবা যে বিশেষ দরবার করছেন, তাতে নিমন্ত্রিতের তালিকায় আপনার নামটাই সর্বোপরে লিখেছেন দেখলাম। তিনি তাজাম পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

কীন। Whats the idea দেওয়ান ?

এমিলি। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলেন টো—সাহেবও তাজ্যাব হইয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মণ। রাণীসাহেবার উপর মহামান্ত বৃটিশ সরকারের হুকুম জারির আগেই তিনি বিশেষ দরবারে আপনাদের সামনেই তাঁর হুকুম জারি করবেন—এই আর কি ! গজ নিয়ে দূত আসছে।

কীন। I see ! I see ! এই রাণী ভারী চটুর আছেন। রাজনীতির বুকে তিনিই প্রথম আঘাত করিতে উত্তম হইয়াছেন।

এমিলি। কিন্তু আমার প্রতি আপনার রাণীসাহেবার এতখানি অমুগ্ধের কি কারণ আছে ?

লক্ষণ। রাণীসাহেবা শুনেছেন, আপনি নাকি ভারতবাসীর আচার ব্যবহার রাজনীতি এবং তাদের ভাষাগুলি রীতিমত অমুগ্ধলন করে থাকেন। সেইজন্যই বোধহয় আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন। এ রাজ্যের মহিলাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই আমন্ত্রিত।

এমিলি। রাণীসাহেবা is very kind to me এবং ইহা আমার সৌভাগ্য—

স্কীন। রাণীসাহেবার কি মতলব এইটেছে টাহা অমুমান করিতে পারেন ?

লক্ষণ। ভারতের অগ্ৰাজ রাজ্যগুলির মত বাণীর রাজ্যও ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হবে—এই মর্মে একটা কানায়ুসা চলেছে। সম্ভবতঃ সে সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করবার জন্তই রাণীর এই দরবার।

স্কীন। ইহার মধ্যে অপর কোন হেতু আছে এমন কিছু খবর পাইয়াছেন ?

লক্ষণ। এভাবে রাণীসাহেবার দরবার করবার হেতু বুঝতে পারছেন না সাহেব ! ঝান্সীর সামন্ত রাজা, জমিদার, কেল্লার জাঁদরেল সর্দার, মনসবদার, মায পণ্টন আর মাতব্বর প্রজাদের সামনে আপনার সরকারের মতলবটা ফাঁস করে দিয়ে বলবেন—ঝান্সীর এই অবস্থা, আমি কিন্তু ঝান্সী ছাড়বোনা—এখন তোমরা সহায় হও।

স্কীন। Rani is very cleaver—উট্টম চাল চালিরাছেন।

লক্ষণ। সে চাল আমি চালতে দেব না সাহেব।

স্কীন। কি করিবেন ?

লক্ষণ। দরবারের ত্রিসীমাব পণ্টনের কোন লোককে ঘেসতে দেওয়া হবে না ; তারপর সাহেব—বাইরে থেকেও বাসে লোকজন না আসতে পারে, তার ব্যবস্থাও করা বাবে।

স্বীন। পারিবেন উহা করিতে ?

লক্ষণ। সব পারবো সাহেব—সব পারবো। কিন্তু আশঙ্কা হয়, শেষে আমাকেই না ভুলে যাও তোমরা ! এই জ্ঞাতও যাবে, আর পেটও ভরবে না—তেমনটি না হয় !

স্বীন। Don't you worry দেওয়ান সাহেব ! বুটীশ জাতি উপকার ভুলিয়া যাব না। হ্যাঁ, সেরেস্তা ঠিক চালু রহিবে ?

লক্ষণ। তা একরকম চালু করে নিতে হবে বৈকি।

স্বীন। What do you mean by একরকম ? আপনার জবাবে 'ফুর্টির' অভাব দেখিতেছি কি নিমিত্ত ?

লক্ষণ। তা হ'লে নির্ভয়েই বলি—তামাম সেরেস্তার সবাই হজুরের হুকুম মাথা নিচু করে মেনে নিযেছে—মাত্র গুলীকয়েক বেগু কুব দল পাকিয়েছে। যে লোকটীকে সাহেব সেদিন দেখেছিলেন—সেই হচ্ছে দলের পাণ্ডা।

স্বীন। এতবড় গুরুতর খবরকে আপনি চাপিয়া যাইতেছিলেন দেওয়ান সাহেব—*who are the devils that dares disobey my order.* টাহাদের নাম ?

লক্ষণ। শিখণ্ডী, শভুদাস, রঘুরায়, মদলপাঁড়ে আর হাকিম-সাহেব।

স্বীন। Are they Citizen of Jhansi—টাহারা ঝাঙ্গীর বাসিন্দা আছে ?

লক্ষণ। না হজুর, সবকটাই পরদেশী।

স্বীন। এই Town এর কোনদিকে টাহাদের গর টাহা আপনি অবগত আছেন ?

লক্ষণ। বাতে আপনারাও অবগত হন সে ব্যবস্থা করে দেব ; তবে আমি যাব না—বেহেতু আমার বাওয়া উচিত নয়।

স্বীন। All right, come on. টাহাদিগকে হামি Bad example হইটে ডিবে না। I want to meet them.

স্বীন ও লক্ষণরায়ের প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

ঝাল্লী—কেরাণী-মঞ্জিল

গুড়ুক টানিতে টানিতে শব্দে ব্যস্তভাবে প্রবেশ

শব্দ। ওরে রোবো, শিগ্গীর মাহুর বিছিয়ে আসন করে দে। ও পাঁড়েজী, ওহে হাকিমসাহেব, দেখছ কি? কারা আসছে খবর রেখেছো?

রবু, মঙ্গল পাঁড়ে ও হাকিমসাহেব ছুটিয়া আসিল। রবু একটা মাহুর আনিয়া বিছাইতে লাগিল

মঙ্গল। কারা আসছে খুড়ো, কারা?...কি খুড়ো, গুড়ুক থাকে না বলবে?

শব্দ। আরে শোন নি, আনন্দ খামী আসছেন, আর সেই সঙ্গে সেই আজিজান...ঐ যে গো উকাবান্নি যার নাম দিয়েছে শিখণ্ড—সেই বামীজীকে কেরাণী মঞ্জিলে আনছে হে। শিখণ্ডীও সঙ্গে আছে।

হাকিম সাহেব। বল কি, বামীজী আসছেন কেরাণী মঞ্জিলে!

মঙ্গল। বাঃ, উকার তো বাহাহুরী আছে!

রবু। ঐ ঐ আসছেন। চোখেতো দেখতে পান না—শিখণ্ডী হাত ধরে নিয়ে আসছে।

উকা, শিখণ্ডী ও বামীজীর প্রবেশ

সকলে। আহুন আহুন আহুন!

শত্ৰু। আমরা অধম কেরানী, মসীজীবী; আপনাকে অভ্যর্থনা করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

উক। এইখানে বসুন—

বেতের মোড়ায় বসাইল

স্বামীজী। কেরানী অধম কে বলে? জান, কেরানী না হলে রাজ্য চলে না—তার সাক্ষী তো তোমারাই—

শত্ৰু। আমরাই! কি বলছেন স্বামীজী?

স্বামীজী। যা শুনেছি তাই বলছি। ইংরেজ সরকারের হুকুমের উপর বড় বড় রাজারাজ্ঞীও কথা বলতে সাহস পায় না, আর এই কেরানী-মজিলে তোমরা ক'জন কেরানী সে সাহস দেখিয়েছ। শুনে আনন্দ হয়েছে বলেই তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। চোখ তো নেই যে বলবো দেখতে এসেছি।

শিখণ্ডী। সবাই বলছে, আমাদের পক্ষে ওটা নাকি ছুঃসাহসের কাজ হয়েছে।

শত্ৰু। এখন একটা প্রার্থনা আছে স্বামীজী!

স্বামীজী। বলো—

শত্ৰু। পায়ের ধূলো যখন পড়েছে—আর নিজের মুখেই বললেন আলাপ করতে এসেছেন, তখন সঙ্গীতের একটা আলাপ—

স্বামীজী। গানের কথা বলছো? গান শুনে চাও? বেশ, গান শোনাও। কিন্তু কি সৰ্ত্তে আমি গান গাই তা জান?

শিখণ্ডী। তা তো জানি না স্বামীজী!

উক। আমি বলছি—স্বামী মহারাজ গানে যা বলবেন, তাই করতে হবে, আর মনে মনে জপতে হবে গানের প্রতি কথাটি—

শত্ৰু। বেশ, আমরা রাজী—

শিখণ্ডী। খুড়ো যখন রাজী, আমরাও স্বামীজীর সৰ্ত্তে সম্মত আছি।

রঘু, মঙ্গল, হাকিম। নিশ্চয়ই—

ঝামীজী । বেশ, তা হলে গান শোন—

### ঝামীজীর গান

বাঁধন আজ ছিঁড়তে হবে

শৌখ্যের বজ্র রাগে

জীবন ঐ পাগল হলো

মরণের ধ্বংস যাগে ॥

চোপে তোর আগুন আলা

এলোরে জাগার পালা

বিদেশী কারার বাঁধন

কাতরে মুক্তি মাগে

নাচরে ধ্বংস যাগে ॥

চির তুই, সত্য যে তুই, নির্ভয়ে থাকবি নৈচে

অমৃতের পুত্র যে তুই—দুর্গমে চলরে নেচে

জীবনের এই তো রীতি

সাধনের এই সে নীতি

মৃত্যু তোর ভৃত্য পায়ে, জেনেনে চলার আগে

মরণের ধ্বংস যাগে ॥

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ঘা পড়িল

শিখণ্ডী । এই ভয়ই করেছিলাম ! এখন উপায় ? হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে ;  
উক্কা তুমি নাচ—আসুন ঝামীজী ! আপনাকে ওঘরে নিয়ে যাই ।

ঝীন । কোন ছায় ক্যামরামে ! কেওরাড়ী খোল জলদি open the door.

শব্দ । রোখো, দুয়ারটা খুলে দিয়ে আয়—নৈলে এখুনি ভেঙ্গে  
কেলবে—

রঘু । সাহেবের গলাই বটে—



মঙ্গল । আমার হাতিয়ারটা আনবো নাকি ?

শিখণ্ডী । হুঁসিবার মঙ্গল মাথা গরম করিস নি ।

স্বীন, গডন, ডনলাপ ও মদমলালের প্রবেশ

স্বীন । Hallow sett দবজা বন্ধ করিবা ইহার। কি করিটেছিল ?

মদন । নাচছে হুজুর নাচছে—Dance করছে । ঐ যে নাচনাওবালী—

স্বীন । Oh I see আওরাং Dance করিটেছে Native dancing girl ! কি নাচ টুমি নাচিটেছে ? হামি টুমার dance বুঝিটেছে না ।

শম্ভু । সাহেব যা বুঝবে তাই দেখাও নাচনেওবালী—বাব নাম তাওব ! ড্যাডাং—ড্যাডাং—ড্যাং

উকা পলকে নাচের রূপ বদলাইয়া রণনৃত্য আরম্ভ করিল—সমগ্র মঞ্চ

নৃত্যের উদ্দামগতিতে বাঁপিতে লাগিল

স্বীন । হরিবাল—হরিবাল Oh my god ! She has become mad.

শম্ভু । ডরো মং, নাচ হায় ; হামাদের তাব আ-গিয়া । নাচ হায় । শিব শম্ভুজী কি রণ তাওব হায় ।

স্বীন । What ! who are you ? টোমার কি নাম আছে ?

শম্ভু । আমার নামও ঐ শম্ভু আছে—বিন্কা তাওব দেখতা হায় । ম্যাং ভি ঐ শম্ভু হায় ।

গডন । শম্ভু ! Oh I see !

স্বীন । you are Sambhu. ( কাইল দেখিয়া ) yes—Your name is on the top of list. you শম্ভুদাস, টোমার হাটে উহা কি আছে ?

শত্ৰু । হাবল বাবল আছে সাহেব—চলবে ?

ডনলাপ । What !

মদন । চূপ ! সাহেবের সঙ্গে মঙ্গরা—স্পর্ধা তো তোমার কম নয় ।

কীন । এই ম্যান কোন আছে শেঠ ? And other men ?  
রঘুরায়, শিখণ্ডী, মঙ্গল পাঁড়ে and হাকিমসাহেব ?

মদন । সনাক্ত করছি সাহেব—কলম হাতে ঐ হচ্ছে রঘুরায়, মুখখানা চাঁচাছোলা ঐ হচ্ছে শিখণ্ডী, গাল পাট্টা গালে, 'ওর নাম—মঙ্গল পাঁড়ে, আর ঐ গুরুওয়ালা, উনি হচ্ছেন হাকিম সাহেব ।

কীন । I see ! Now listen you all—টুমিরা সকলে শুনুন !  
সরকারী সেরেস্তা হইতে কি নিমিত্ত টুমিরা কাম ছাড়িয়াছে ?

শত্ৰু । এই পোষালনা ; কাজ করতে ইচ্ছে নেই—তাই ছেড়ে দিয়েছি—ব্যাস—

কীন । টুমি রঘুরায় ? কি তোমার রায় আছে ?

রঘু । আমারও ঐ কথা আছে স্তার !

কীন । টুমি মঙ্গল পাঁড়ে, টুমি কেন কাম ছাড়লে ?

মঙ্গল । তাহলে বলি সাহেব—শোন । নবাবের হাত থেকে অযোধ্যা কেড়ে নিয়েই ৬০ হাজার সিপাহিকে একদিনে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে তোমার কোম্পানী । আজ তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে পেটের দ্বারা । এখন তোমরা এই সেরেস্তা দখল করেছ তুনে ছাড়িয়ে দেবার আগেই মানে মানে নিজেই সরে পাড়িয়েছি । বাংলাদেশের ছেলে আমি নিজের দেশে চলে বেতে চাই ।

উদ্ধা । সাবাস পাঁড়েজী, সাবাস ।

কীন । আমি কহিতেছি—কোম্পানী টুমিদিগকে ছাড়িয়ে না, টোমিদিগের সার্ভিস লইবে । Now you Mr. শিখণ্ডী—টুমি কেন সেরেস্তা ছাড়িলে ?

শিখণ্ডী। কি করবো সাহেব, শেঠ মদনলালজী নারাজ হোলেন।  
লেড়কীর সাথে সাদী দিল না, সেই হুঃখেই আমি তো কাম ছাড়িয়ে দিল।

মদন। উল্লু কাঁহাকো, মুখ সামালকে বাৎ বলো। আমার সাথে  
বেয়াদপী—দিল্লাগী !

গর্জন। What's the matter Settjee ?

মদন। বুট সাহেব বুট। ও বাওরা আছে—উল্লু আছে, বিলকল  
বুট বলছে। আমার সাথে দিল্লাগী লাগিয়েছে। আসলে আমার লেড়কী  
না আছে।

ক্বীন। You are a very very jolly chap. We like such  
fellow. টুমি অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি হইবাছে। This misunder-  
standing, I mean ভুল ধারণা দূর করিয়া দিতে you Settjee come  
on শিখণ্ডীর সাথে পিস্ করিয়া ফেলেন।

সাহেব জোব করিয়া উত্তরের হাতে হাত মিলাইয়া দিলেন। এবং শেঠকে ঈর্ষিত  
করিলেন শিখণ্ডীকে দলে লইতে। একটু দূরে গিয়া শিখণ্ডীর সহিত শেঠ মদনলাল  
চুপি চুপি আলোচনা করিতে থাকিল।

ক্বীন। Now listen. আমি টুমিদিগকে কহিটে চাহে যে, টুমিরা  
পাঁচ ব্যক্তি একটা Bad example তৈয়ারী করিবে না। সেই নিমিত্ত  
টুমিদিগকে খুসী করিতে হামি আসিয়াছে—হামি যে প্রস্তাব করিটেছে  
টাহা ঐ শিখণ্ডী টুমিদিগকে বলিবে। আমি ইহাকে টোমিদের মুখপট্ট  
করিতে চাহে। ইহাটে কাহার আপটি আছে—

শম্ভু। তোমার বা বলবার সাহেব, ওকেই তুমি বলো ; ও যদি খুসী  
হয় আমরাও খুসী হবো, ও রাজী হলে আমরাও রাজী।

হাকিম। ব্যাস্—ব্যাস্, খুড়ো বখন রাজী, আমরাও রাজী।

ক্বীন। Hallow Sett. মুখপত্র কি কহিটেছে ?

মদন। রাজী হয়েছ সাহেব, তবে শুনি তিনেক সর্ভে।

ক্বীন। হামিলোক শুনবে Please explain হামিকে বলেন।

মদন। পয়লা সপ্তের দফা হচ্ছে—টাকা, দোসরা—পাকা ঢাকরী, তেসরা দফা—বারজন জোয়ান আর মজবুত বেকার লোককে তাদের পছন্দ মত পন্টনে বাহাল করতে হবে তার সুপারিশ। এগুলো মঞ্জুর হলে এরা হজুরের মজি মত কাজ করতে রাজী।

ক্বীন। All right—then Mr. শিখণ্ডী—

শিখণ্ডী। বাজী মাং সাহেব, আর চিন্তা কি? তোমরা এখন কুঠিতে যাও—টাকা রোকা সব তৈরী করে রাখ; আমি ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই সব পাকা করে ফেলবো।

ক্বীন। ব্যাস ব্যাস, হামি খুসী হইয়াছে; টুমি লোককে খুসী করিবে। you শিখণ্ডী জলদি আসিবে।

সাহেবদের প্রস্থান

শম্ভু। বলি তোমার মংলবখানা কি হে বাপু?

রঘু। তাইতো, টাকা রোকা পাকা ঢাকরী।

মঙ্গল। তারপর, পন্টনে বাহাল করার সুপারিশ—

শম্ভু। ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছি না যে, কি করতে চাস শুনি?

শিখণ্ডী। চাই টাকা, চাই ঝান্সীর সেরেস্ভায় খুড়োকে আর রঘুদাকে জাঁকিয়ে বসাতে। চাই মঙ্গলপাঁড়ে থেকে শুরু করে সেখ আমেদ পর্যন্ত আমাদের দলের সব কটা জোয়ান মর্দকে ইংরেজের চরেক এলাকায় এক এক পন্টনে ঢুকিয়ে দিতে।

শম্ভু। বুঝছি, যুল খেয়ে ইংরেজের দলে ভিড়ে গেলি, আমাদের মাথা খেলি। কিন্তু এর পর রাণীর কাছে কি করে মুখ দেখাবি? তুই না তার ধর্ম পুত্রুর হয়েছিলি?

শিখণ্ডী। এ মুখ আর দেখাচ্ছি নে। সুখোমুখী যখন হবে মুখও বদলে যাবে। কিন্তু কালধর্মের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? কালের তালে

তালে পা না বাড়ালে পালা দেওয়া কি চলে? রাণীর ধর্ম্মপুতুর হয়েছি বলেই তাঁকে জোয়ারের জলে ঠেলে দেব না—বরং এগিয়ে দেব তাঁর সামনে ছোট্ট একটি ভেলা। যার ওপর ভর করে তিনি এই প্রলয়-পন্থাধির বেগ সামলাতে পারেন। রাণীর জন্তই এই ছলাকলা। মুখ পাত যখন করেছ, বিশ্বাস বজায় রেখে—শেষে মিলিয়ে নিও আমার কথা।

### পঞ্চম দৃশ্য

#### ঝাঙ্গীর সুসজ্জিত দরবার

রাণী লক্ষ্মীবাই, দামোদর, সীতাবাই, রাণার শরীররক্ষীগণ, লক্ষণরাও ও সভাসদগণ

লক্ষণ। ওঁরা বুঝি এলেন—

এমিলি ও গর্ডনের প্রবেশ

রাণী। আমি সাগ্রহে আপনাদের প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু অনারেবল কর্ণেল স্বীন কোথায়।

এমিলি। ক্যালক্যাটায় এক জরুরী ডেসপ্যাচ পাঠাইবার জন্ত তিনি একটু বিজ্ঞি আছেন; দরবারে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে। কিন্তু মাননীয় রাণীসাহেবার নিমন্ত্রণ আমাকে এত অধিক আনন্দ দিল যে আমি সাহেবের অপেক্ষা না করিয়াই ইহাদের সহিত অগ্রেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

রাণী। আপনার জায় মহিয়সী মহিলার উপস্থিতিতে আমার এই ক্ষুদ্র দরবার খস্তু হল। নিজেকেও আমি খস্তু মনে করছি।

এমিলি। আমি কর্ণেল সাহেবের কাছে জ্ঞাত হইয়াছি, ইহার পূর্বে কোন ব্রিটিশ লেডী ঝাঙ্গীর দরবারে নিমন্ত্রিত হয় নাই। এই হেতু

আমি প্রথম সৌভাগ্যবতী মহিলা এবং এই নিমিষ্ট আমি পুনরায় রাণী-সাহেবাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

রাণী। আপনার উপস্থিতির জন্ত আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং নারীর অন্তর দিয়েই আপনি এক নারীর প্রতি আপনার দেশবাসীর ব্যবহার উপলব্ধি করবেন এই আশা হৃদয়ে পোষণ করছি...ওকি ?

বাহিরে ইংরাজী বাজ বাজিল ও বহুকণ্ঠাচ্চারিত 'হিপ্, হিপ্, হররে' ধ্বনি উঠিল লক্ষণ। কর্ণেল স্কীন সাহেব এলেন বুঝি ?

ব্যস্তভাবে বাহিরে গেলেন

রাণী। তার জন্তে বুটীশের রণবাত্ত কেন ?

লক্ষণ রাওএর সঙ্গে কর্ণেল, স্কীন, গর্ডন ও ইংরেজ রক্ষীর প্রবেশ

রাণী। আহুন কর্ণেল স্কীন। আপনার বিলম্ব দেখে আমরা উদ্ভিগ্ন হচ্ছিলাম। কিন্তু যে রকম জাঁক-জমকে আপনি এলেন, তাতে মনে হলো আপনি দরবারে রাণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন নি—যেন তার রাজপাট দখল করতে এলেন।

স্কীন। বাঁসীর রাণী যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া থাকেন—এই বাক্য হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। যে নিমিত্ত রাণী সাহেবা দরবার করিয়া আমাদিগকে ডাকিয়াছেন তাহার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না।

রাণী। এ কথার অর্থ কি কর্ণেল স্কীন ? জানেন আপনি—কি উদ্দেশ্যে আমি এই দরবার আহ্বান করেছি ?

স্কীন। Yes Yes we understand রাণীসাহেবা ! আমরা জানে, মহামান্ত্র গর্ডনের জেনারেল বাহাদুরের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া আপনার অন্তায় দাবীকে Establish অর্থাৎ কায়েম করিবার নিমিত্ত এই দরবার আপনি ডাকিয়াছেন।

রাণী । আমার অজ্ঞায় দাবী কয়েম করবার জন্ত, না—আপনার বড়লাট বাহাদুর পূর্বের সন্ধিপত্র ছিন্ন করে অজ্ঞায় ভাবে আমার রাজ্য-পতরণের যে অপচেষ্টা করেছেন, তার প্রতিবাদের জন্তই আমাব এই দরবার ?

স্বোন । রাণী সাহেবাকে নিবৃত্ত হইতে আমি অগুরোধ করিতেছে ।

এমিলি । No No Dear রাণী সাহেবা তাঁহার বক্তব্য অবশ্যই বলিবেন, ব্যক্তি স্বাধীনতায় ইংরাজ জাতি বাধা দিতে পারিবে না ।

রাণী । আমার রাজার সম্পর্কে যে কথা, তা ব্যক্ত না করে নিবৃত্ত হবার সাধ্য আমারও নেই কর্ণেল স্বোন । শুধুন আপনার পূর্ববর্তী গলিটাক্যাল এজেন্ট এলিস সাহেবের এক অপকৃত্ত আখ্যায়িকা । আমার স্বামী—এই রাজ্যের অধীশ্বর মহাপ্রস্থান করছেন ! অশ্রু-আপ্লুত-চক্ষে পরিজনবা তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছেন । কোলের কাছে বসে আছে এই শিশু—তাঁর প্রিয়তম দত্তক , সেই সময় রাজার আহ্বানে মেজর এলিস এলেন সেই ঘরে । রাজার পানে চেয়ে রুমালে চোখ দুটি মুছলেন তিনি । এলিসের হাত দুটি ধরে আর্দ্রভাবে মিনতি জানালেন রাজা—আমার বৈধ দত্তক এই বালক বইল—বঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এর অছি হয়ে পাটরাণী করবেন রাজ্য শাসন । এই প্রতিশ্রুতি দিন সাহেব—ইংরেজ থাকবে চিরদিন রাজার সহায় । বাইবেল ছুঁয়ে যিশুর নাম করে এই শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে এলিস সাহেব প্রতিশ্রুতি দিলেন—নিশ্চিন্ত হোন রাজা, ইংরেজ শেষ পর্য্যন্ত করবে এই শিশুর স্বার্থ রক্ষা । সেই প্রতিশ্রুতির এই পরিণাম ? আজ ইংরেজ সর্ব্বাঙ্গে এই শিশুকে তার পৈতৃক সিংহাসন থেকে নামিয়ে তার বুকে বসবার জন্ত এগিয়ে এসেছে ।

স্বোন । কিন্তু রাণী সাহেবা বস্তুত হইতেছেন, শেট মেজর এলিসের সহিত তাহার প্রতিশ্রুতি কবরের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে । The Present Government উহার জন্ত দায়ী নহে ।

রাণী। কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি-রূপেই মেজর এলিস সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনি স্বর্গত সহকর্মীর প্রতিশ্রুতিকে ব্যঙ্গ করে তার আত্মাকে আঘাত দিচ্ছেন!

ক্বীন। আমি যদি বলি যে রাজ্য শাসনে রাণী সাহেবাবুর অক্ষমতার জন্যই ইংরেজ সরকার ঝান্সীর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ আপনি কি বলিবেন?

রাণী। এই কথা! আমি বলবো যে, ঝান্সীর আদর্শ শাসন পদ্ধতির দ্বিধাতেই আপনারা বাণীর উপর এই অপবাদ চাপিয়েছেন। দেশবৈরী মীরচাঁদকে প্ররোচিত কবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়েছিলেন আমাব রাজ্যে। সে বিদ্রোহ দমন করেও আপনাদেব সফলভূতি পাইনি। তার কারণ, মীরচাঁদের পরাজয় আপনাদেরই পরাজয়! এ বেবনা ভুলতে না পেরে ছলে বলে কৌশলে ঝান্সীর রাজপাট কেড়ে নেওয়াই আপনাদেব কাম্য। কিন্তু গুহুন কর্ণেল ক্বীন, আপনাদেব অস্ত্রার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার ঐ এক কথা—ঝান্সী আমি দেব না—আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে ঝান্সী আপনারা পাবেন না।

ক্বীন। কিন্তু অতিশয় দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল মহামান্য লর্ড ডালহৌসী বাহাদুর ঝান্সীর সম্বন্ধে টাওয়ারে যে আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন—এই দরবারে আমি তাহা পাঠ করিব। এবং এই ঘোষণা পত্র রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হইবে।

ক্বীন পার্শ্ববর্তী ইংরেজ অফিসকে ইঙ্গিত করিতেই সে সবেগে বাহির হইয়া গেল

রাণী। এই দরবারে রীতিমত জাঁকজমক করে আপনার আসার ভক্তি দেখেই আমি এমনি কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম। গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের ঘোষণার বিষয়বস্তুও আমি উপলব্ধি করেছি কর্ণেল ক্বীন।

এই সময় বাহিরে তিনবার তোপ পড়িল



স্বীন। বৃটিশ ভারতের মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিজ এক্সেলেন্সী লর্ড ডালহৌসী বাহাদুর এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, অত্র হইতে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত পরিজনদিগের প্রাসাদ ভবন ব্যতীত সমগ্র ঝাঙ্গীরাজ্য ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, অর্থাৎ—

রাণী। থামুন। আপনার গভর্ণর জেনারেলের মূল বক্তব্য শোনা গেল। এখন ঝাঙ্গীর তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ইংরেজ সরকারের এই অন্যায় অবৈধ স্পর্ধিত ঘোষণার প্রতিবাদে আমিও ঘোষণা করছি— ঝাঙ্গী আমি দেব না—ঝাঙ্গীব ভক্ত ঝাঙ্গীর রাণীর মৃত্যুপণ—মেরী ঝাঙ্গী নেহি ছুংগী !

## ষষ্ঠ দৃশ্য

### বিঠুর রাজপথ

নর নারীরা হোলির গান গাহিতেছিল

### গান

মনের কুহুম ঘুমিবে ছিল

ঘুমিবে ছিল রে

লাল অধরের রঙ্গীন ছোঁয়ার

জাগিয়ে দিল কে ॥

রঙের মাতন লাগলো বৃকে

অশোক পলাশ ফুটলো হুখে

দখিন হাওয়ার কোন সে ভ্রমর গুঞ্জরিল রে ॥

এমন রাতে হারিয়ে যেতে নেই মানা গো নেই মানা

গানের সুরে অটীন পুরে হয় জানা গো হয় জানা

কোন প্রিয়তম খেললো হোলী

রাঙিয়ে বসন রাঙিয়ে ঢোলী

লাল রঙে তার আহার নিখিল রাঙিয়ে দিল কে ॥

## সপ্তম দৃশ্য

বিঠুর—ব্রজাবর্ত-প্রাসাদ নানাসাহেবের বিশ্রাম কক্ষ

নানাসাহেব নিবিষ্টমনে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতেছিলেন। রাজপথ হইতে উৎসবমত্ত নরনারীদের মিলিত কণ্ঠের গীত স্বকার এখানেও আসিতেছিল। আদিলার সানন্দে নৃত্য ভঙ্গিতে একটি গান গাহিতে গাহিতে গবাক পথে পথচারীদের উদ্দেশে আবির নিক্ষেপ করিতেছিল।

### আদিলার গান

লালের বেশা লাগলো বুকে লাগলো রে

লাল বিলাসী দিকে দিকে জাগলো রে,,

লাল পলাশের লাল পরাগে

লাজ লালিমার হরষ জাগে

সেই লালে আজ সকল ভুবন ভোরলো রে ।

গীতান্তে নানাসাহেবের পায়ে কাগ দিল

নানা । ও ! ছোলি—তাই বুঝি পাছখানা লাল করে দিলে ! তা—  
বেশ করলে ! সব লাল হো যাবেগা—

আদিলার । সব লাল হো যাবেগা ?

নানা । হ্যাঁ, হ্যাঁ—সব লাল হো যাবেগা ! মাপখানা দেখতে দেখতে  
পাজাব-কেশরী রথজিৎ সিংজীর সেই বিখ্যাত কথাটা মনে পড়ে গেল—  
‘সব লাল হো জারেগা’ ।

আদিলার । সব লাল হো যাবেগা !

নানা । হ্যাঁ, শোননি—হিন্দুস্থানের মানচিত্রে ইংরেজ এলাকাগুলোর  
উপর লাল দাগ দেখে রথজিৎ সিংজী চীৎকার করে বলেছিলেন—‘সব লাল  
হো যাবেগা ।’ শক্তি-সাধক শিখ-কর্মবোগীর কথা বে কলতেই হবে ।  
তারপর খেঁকে—দেখনা, সারা হিন্দুস্থানই লাল হয়ে গেছে ।

আদিলা । তাঁর মুখের কথাতেই লাল হয়ে গেল ?

নানা । যাবেনা ! যোগীর কথা কি মিছে হয় ? আর—এই যে, এই লোকটা প্রাণের ভিতর থেকে একটা যুগ ধরে বলে আসছে ‘সব লাল হো যাবেগা’—সেও কি মিছে হবে ভেবেছো ? হবেই হবে—হ্যাঁ, তবে লাল কালির দাগে নয়, লালমুখ মানুষগুলোর রক্তে—যারা টেনেছে মানচিত্রের গায়ে এই লাল দাগ—দাগাবাজীর রং তুলির আঁচড়ে—তাদের খুনে । হাঃ হাঃ হাঃ—

আদিলা । এ কথাতো আপনাকে বলতে শুনি নি কোনদিন ?

নানা । শোননি ! তা বটে । সব কথা কি শোনা যায় ? জান, কত কথা এইখানে জমে ওঠে, তারপর হাওয়া হয়ে বেরিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছায় ।

আদিলা । আপনি যেন আজ হৈয়ালিতে কথা বলছেন ।

নানা । ঠিক বলেছি । হাজার হোক, প্রিয়তমা শিষ্টা ভ, ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘোর, তাই ঠিক ধরেছি । সত্যই হৈয়ালী । জাননা, একরকম প্রাণী আছে—প্রহরে প্রহরে তারা রূপ বদলায় । আমাদেরও সেই সাধনা করতে হয়েছে । হ্যাঁ, তবে এটা বলতে পার—দেশের রূপের সঙ্গে সঙ্গে আমারও রূপ বদলাচ্ছে ।

আদিলা । দেশের আবার রূপ বদলায় নাকি ?

নানা । বদলায় না ? তবে এতরূপ ও সব কি বললাম ! চোখ বুজিয়ে ভাবলেই দেশের রূপ দেখতে পাওয়া যায়—কি ভাবে বদলাচ্ছে । ১৭৫৭ সালের দেশকে ভাব : দিল্লীর প্রতাপ তখন নান হয়ে গেছে—বাংলাদেশের পাণিপথ পলাসী-প্রান্তরে নবাবী-আমলের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ ব্রিটিশ এইদেশে তার প্রভুত্বের ভিত গাঁথলো । তার ষাট বছর পরে ১৮১৮ সালের দেশকে দেখ : পেশোরা স্বাভাবিক পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিতের উপর সাম্রাজ্যবাদের সিংহাসন পেতে ইংরেজ বণিক স্বাভাবিক হাতে করে বসলো । বলো ত এ পরিবর্তন নয় ?

আদিল। গুরুজী, আপনি যে ভারতবর্ষের ইতিহাস শোনাতে  
বসলেন।

নানা। এইতো দেশের রূপ আদিল! এ কণ কথা কয়। কি বিচিৎ  
তার স্বর! তোমার গানেব চেয়েও কম নয়। দেখছো ঐ ছবিখানা! জাঁক  
করে ইংরেজ এঁকেছে। রাজপাট ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে শেষ  
পেশোয়া—আমার পূজনীয় পিতৃদেব, মাথা নিচু করে সেধুছেন বিহুরের  
বন্দীশালায়।

আদিল। আপনি বলছেন বন্দীশালা; কিন্তু লোকেতো বলে,  
আরামশালা।

নানা। লোকেতো বলবেই। একটা কথা জান—হাতী ধরবার আগে  
হাতী রাখবাব আস্তানা তৈরী করা হয় খুব জাঁক করে। রাজ্যচ্যুত  
পেশোয়া দেখলেন, বিলাতী আসাব-পত্রে সাজানো খাসা ঘরবাড়ী,  
আরামের অজস্র উপাদান, বহর শালিখানা আটলাখ টাকা বৃত্তি! কোন  
বন্ধ্যাট নেই, নিরুপদ্রব জীবন-যাত্রার সর্বোৎসাহের আয়োজন। লোকে ত  
বলবেই—কি আরামেই রয়েছে মানুষটী!

আদিল। আমি কিন্তু অবাক হবে ভাবি—সাতাশটী বছর ধরে  
এই একটানা আরাম কি করে তিনি ভোগ করলেন?

নানা। ইংরেজ বণিকের টাকা আর তোয়াজের এমনি ঝাঁজ যে  
নেশার মতন অতি বড় স্বাধীনচেতাকেও বৃন্দ করে রাখে। সেই নেশার  
ঘোরে তিনি হিসেব করেছিলেন—ইংরেজের সঙ্গে দৃষ্টিতে যেমন লাভ,  
দৃষ্যনিতে ভেমনি লোকসান। তাই না, পর পর দুই দস্তক নিরে—এই  
আমাদের ছতাইকে, সর্বদাই বলতেন—হঁসিয়ার, আমরা যেন ইংরেজকে  
ভুল না য়ি! হ্যাঁ, তারপর যত্নকালেও কি সহপাশে দান করে যান  
তা জান?

আদিল। কৈ তুমি নি তো—

নানা । আমাদের ছুভাইকে বললেন—রাজা হরও তোমাদের জন্য রাজপাট রেখে যেতে পারছি না ; কিন্তু যে ধনসম্পদ আর বাঁধা বৃত্তি রেখে বাঁচি, রাজার হালে নির্জ্ঞাতে তোমাদের জীবন-যাত্রা চলবে । অবিশ্রি, ইংরাজের সঙ্গে বরাবরই যদি আমার মত সন্তাব ও সম্প্রীতি রেখে চলো । তাইতো, নিত্য ঐ ভসবীরের সাংনে বসে স্বর্গত আত্মাকে উদ্দেশ করে বলি—দেখ পিতাজী—দেখ, তোমার কথার একচুলও এদিক ওদিক হইনি ; ইংরেজকে তোয়াজ করতে পাণ থেকে চুণটুকুও খসতে দিইনি কোনদিন । কিন্তু ইংরেজ তার সন্ধি-সর্ত্ত তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়ে ফেলে কি করে স্রাব্য বৃত্তি থেকে আমাদের ছুভাইকে উৎখাত করলে—সেটাও ভাল করে দেখ ! যে ভুল করে গেছ তুমি, তার বোঝা-পড়া করবে তোমার তরফ থেকে তোমার ছেলে এই নানা—আর তার মামুল দিতে হবে ঐ বে-ইমান ইংরেজকে স্তূদে আসলে ।

আদিলা । আর এমনি তাজ্জব যে, সেই আপনিই শেষ পর্য্যন্ত আজি পাঠালেন বিলেতে ইংরেজ সরকারের কাছে ।

নানা । পাঠাবোনা ? কেরাণীর কলমই যে মোক্ষম অস্ত্র ! ইংরেজের কলম চলেছে ভারতের দিকে দিকে লাল দাগ কেটে—আর নানাসাহেবের কলম থেকে অদৃশ্য হরকে স্তুটে বেরুচ্ছে অনাগত লাল দিনের কথা—সব লাল হো বায়েগা ।

আদিলা । আবার হেঁয়ালী শুরু করলেন !

নানা । হেঁয়ালী ! তাই কি ? ভাল, আর এক সমজদার ত হাজীর, জিজ্ঞাসা করতে পার ।

আদিলা । কে ? কার কথা বলছেন ?

নানা । শিখণ্ডী—এখানে অবিশ্রি, আজিম ।

পরদার আড়াল হইতে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে আজিমউল্লার প্রবেশ

আদিলা । এই যে আজিমসাহেব ! কখন এলেন ?

নানা। অনেকক্ষণ। তুমি লক্ষ্য করনি—কিন্তু পরদার আড়ালে থেকেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারেননি।

আজিম। ম্যাপখানা সামনেই আছে দেখছি। সিকির মত ঐ ছোট জায়গাটির গায়েও লাল দাগ টেনে দিন গুরুজী!

নানা। ঝাঙ্গীর কথা বলছো?

আজিম। ঝাঙ্গীও লাল হবে গেছে। পাঁচীল-ঘেরা পুরোনো প্রাসাদটুকু এখন রাণীর সম্বল। বাহাল-তব্বিতে থাকতে পাবেন, তার জন্ত কেঁরবা অধিশ্রুতি দিতে হবে না—এই অমুগ্রহটুকুই ইংরেজ-সরকার করেছেন।

নানা। ঝাঙ্গীও লাল হো গিয়া! কিন্তু তোমার বলার আগেই ওটাকে লাল করে দিয়েছি নিজে—এই দেখ। ইংরেজও যাতে বাহাল-তব্বিতে অবাধে ঝাঙ্গীর উপর লাল কালির দাগ টানতে পারে—তার জন্তই ত, নানাসাহেবের চিন্তাই বলা, আর ডান হাতই বলা—শিখণ্ডী হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনাগত ঘটনার সামনে। আশ্চর্য্য হচ্ছেো? হাঃ হাঃ হাঃ।

আজিম। নিশ্চয় নয়। অন্ততঃ আমার জানা আছে, চিন্তার গুরুজী এক যুগ এগিয়ে থাকেন।

নানা। আরে—আমি যে ইংরেজ জাতটাকে আত্মোপাস্ত কেতাবের মত পড়ে ফেলেছি।

আমিলা। একটা জাতকে পড়েছেন কেতাবের মতন করে?

নানা। না পড়লে কি কখনো জ্ঞানোদয় হয় আমিলা দেবী!

আমিলা। কিন্তু মাহুব যে মাহুবকে পড়ে, এই তা প্রথম স্তন্যাম।

নানা। মাহুবকে নয়, একটা জাতকে বল। পৃথিবীর মধ্যে যে জাত সবচেয়ে চতুর, নির্ভীক, সাহসী, সহিষ্ণু—আর একদিকে আবার, ধান্নাবান্ন, মিথ্যাচারী, শঠ, প্রতারক এবং সুবিধাবাদী। সে জাতটাকে আগাগোড়া আমি পড়েছি জীবনের মূল্যবান দুটি যুগ দিয়ে। কিন্তু এর

সন্ধান বাইরের কেউ জানেনা। তবে একথাও বলি, এই পড়ার ব্যাপারে একজনের কাছে আমি ঋণি।

কথাটা বলিয়াই তিনি আজিমের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিলেন

আদিল। তাই নাকি! সত্যি—

নানা। আরে, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! বসো—

আজিম। গুরুজী খালি খালি আমাকেই বাড়াচ্ছেন। বসছি তাহ'লে মুখ ফিরিয়ে।

নানা। কেন লজ্জায়? ইউরোপের সমস্ত রাজদরবার মন্বন কবে যে রত্ন সংগ্রহ করে এনে আমার উপহার দিয়েছো তুমি, সে যে অমূল্য আজিম ভাই। তারপর—ঝাঙ্গীর ব্যাপারেও শেষ পর্য্যন্ত শান্তিজন্য ছড়িয়ে তুমি রাণীর ধর্ম্মপুত্রের কাজই করেছ। নৈলে আমার সঙ্কে মুন্না বরাবর যে ভুল করে এসেছে, নিজের সঙ্কেও সেই ভুল করে—অস্বাভাবিক শহীদ হয়ে, নানাসাংসেবের তেইশ বছরের স্বপ্নটা এক দিনেই ভেঙ্গে দিত! তোমারই কোশলে ইংরেজের সিদ্ধান্তের আর প্রতিবাদ না করে মুন্না আমাকে সভাই আশ্রয় করেছে আজিম! ওকি—

দূরগত অশ্রুতবর—ভাইজী

মুন্না—মুন্না আমাকে ডাকলে না—

আজিম। কই—কে?

আদিল। কিছু শুনিনি তো—

নানা। কিন্তু আমি শুনিছি—এক যুগ আগে শোনা স্বর—  
আমার মুন্নার স্বর!

পূর্ব্বস্মৃত স্বর—ভাইজী

শোন আজিম, শোন আদিল, শুনতে পাচ্ছ—রণবাস্তব আজিয়ে আসছে স্বর! আজিম, আদিল, দেখো দেখো, চেয়ে দেখো—মহাশক্তি এলেন

বিঠুরের শিব-মন্দিরে শক্তির তরঙ্গ তুলে ! শাঁক বাজাও, বাজনা  
বাজাও, জয়ধ্বনি তোলা—

চন্দ্রবেশে রাণীর প্রবেশ

রাণী । না না না—দুর্ভাগা এসেছে কান্নার রোল তুলে, বাজ  
খামাও, খামাও শব্দ ঘন্টা—পারতো কঁাদ, কঁাদ আমার হুঃখে । উৎসব-  
মুখবিত এই বিঠুর থেকেই গিয়েছিলাম একদিন হাসিমুখে, আজ ফিরে  
এসেছি সর্বহারা হয়ে কান্না নিয়ে—শুধু কঁাদতে—

নানা । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

রাণী । নানা ভাই ! তুমি হাসছো ? কোথায় এসেছি আমি ?  
এরা তবে কে ? পথ হারিয়ে কোথায় এসেছি আমি ?

নানা । পথ হারাওনি বোন, মন হারিয়েছ ।

রাণী । সর্বহারার হুঃখে তুমি বাজাতে চাও বাজনা—তোমার মুখ  
চোখ ছাপিয়ে উঠেছে হাসির বস্মা !

নানা । হাঃ হাঃ হাঃ ! সেই মুন্না, সেই মুন্না ! হাস মুন্না—হাস, মুছে  
ফেল চোখের জল । আমরা এসেছি হাসতে, বুক ফুলিয়ে হাসবো । আমরা  
যে বিপ্লবী, আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী । আমাদের কঁাদতে নেই—তাই হাসি । এ  
হাসির রূপ আমার মুন্নাও চেনেনি—ঝাজীর রাণীও নয় !

রাণী । হয়ত তাই ! কিন্তু জানো ত তোমার মুন্নার মুখের কথা—  
উঃ ! ঝাজীকে রক্ষা করতে পারেনি সে ! এখন দেখছ তার পরিণাম ?  
প্রাসাদ থেকে বেরুতে হোলে ইংরেজের অহমতি নিতে হবে—তাই এই  
বেশে নিজেকে লুকিয়ে—ও ! এখন ভাবছি কি তুলিই করেছিলাম !

নানা । মিছে কথা—ভুল তুমি করনি । তুমি নয়, আমি নয়, আমরা  
কেউ নয়—ভুল করে গেছেন আমাদের পূজনীয় পূর্ববর্তীরা । সে ভুলের  
প্রায়শ্চিত্ত করব আমরা—তৈরী হচ্ছে তার ক্ষেত্র ; উত্তরাধিকারস্বজ্ঞে



আমরা ক্ষেত্রপাল হলধর—বোঝাপড়ার পালা এসেছে বোন ! জিতিত বহুৎ  
আচ্ছা, না পারি—রেখে যাব স্বাক্ষর—আমাদের পরবর্তী দুর্গালদের জন্তে !

রানী । কিন্তু আমার ভুলের বেড়ি যে আমি নিজের হাতেই পরে  
তোমাকেও চরম লজ্জা দিয়েছি নানাভাই !

নানা । আর—তোমার ভাইটি যে তাকেই করেছে মুক্তির পরম  
প্রতীক বোন !

রানী । মুক্তির প্রতীক !

নানা । মনে নেই—ইংরেজের বৃত্তিভোগী পিতার কেরানীপুত্রকে  
অপদার্থ জেনে—তার এক জন্মদিনে ভেট পাঠিয়েছিলে প্রকাণ্ড এক  
কলম—কেরানী জীবনের একান্ত অবলম্বন—

রানী । আর, মুন্নার সেই ভুলের বিষ সানন্দে গ্রহণ করে তুমি হযেছ  
নীলকণ্ঠ—

নানা । ভাগ্যহারা কেরানীর জীবনকে ধ্বংস করেছে বোন তোমার  
সেই কলম—যার রক্ত-ক্ষরা আঁধারে ফুটে উঠেছে ধ্যানের প্রতিমার  
এক অপক্লপ রণচণ্ডী রূপ । দেখবে মুন্না আমার কল্পনার মুন্না—  
আমার স্বপ্নের রানীকে—

পর্দা সরাইতেই অবপৃষ্ঠাসীনা খজাপানী রানী লক্ষ্মীবাদিকে দেখা গেল

রানী । একি ! ভাইজী ?

নানা । কেরানীর স্বপ্ন । হরতো চিন্তা, কল্পনার অহুতুতি ; কিন্তু হবে  
বাস্তব—হতেই হবে । এই রূপলেখা একদিন বিদ্যাতের চমক জাগাবে মূঢ়  
সূর্য হবির জাতির প্রাণে । ঐ রণচণ্ডীর প্রতিমার রূপ কল্পনা করে—  
সব ছেড়ে, সব ভুলে, সব তার এই ভাইটীকে দিয়ে বসো তুমি তপস্রায়  
বোন—জাগিয়ে তোলা মহাশক্তিকে তোমার শুদ্ধ চিন্তের আলোকে ।  
দিন এলেই দেবী, দেবেন সাড়া, বেজে উঠবে মহাকাশের বিবাণ—সেই  
পরম দিনে সর্বহারা হবেন সর্বকর্তা ।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

ব্যারাকপুর সেনা-ব্যারাকের প্রাঙ্গণ

হিন্দু মুসলিম সিপাহীরা একটি বটগাছের চৌতারায় সমবেত হইয়া  
কথোপকথন করিতেছে

১ম। তাহলে সত্যই সর্ব্বনেশে ব্যাপার ?

২য়। পণ্টনের হিন্দু মুসলমান সবাইকে ক্রুশান বানাবার ফিকির  
করেছে ঐ ইংরেজ কোম্পানী—

৩য়। নয় তো কি ? এই যে নতুন টোটা এসেচে, গরু আর গুয়ারের  
ছাল চব্বি দিয়ে তৈরী—

শ্রোতার্য্য যুগায় মুখ বিকৃত করিল

৪র্থ। শুধু তাই নয়—আবার সেই টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে ভর্ত্তে  
হবে শুনেছি।

মজলের প্রবেশ

মজল। ব্যাপার কি ভাই সব ! সকালেই গাছতলার জমায়েৎ হয়ে  
আসর সরগরম করেছ যে—

সকলে। আস্থন আস্থন, পাঁড়েজী আস্থন—বস্থন—

১ম। শলা তো দেন পাঁড়েজী ! আমরা বড় ধোঁকার পড়েছি—

মজল। কিসের ধোঁকা শুনি ?

২য়। আরে ভাই, ঐ নয়া বিলাতী টোটা—

মজল। হঁ ! ও তো ভায়াম হিন্দু মুসলমান লোককে ফিরেস্তান  
বানাবার কন্দি—

৪র্থ। শোন কথা।

৩য়। যা বলেছি, বাজিয়ে নাও—

মঙ্গল। তা হলে এক তাজ্জবেব কথা বলি শোন। কেল্লাব বড়-সাহেবের খোদ চাপবাশী গফু ব মিঞা সেদিন আড়াল থেকে সব শুনে ছুটী নিয়ে একবারে দেশে ছুট! যাবার সময় আমার কানে কানে সব বলে গেছে—

সকলে। কি কি—কি বলে গেছে?

মঙ্গল। বলবে আর কি, জানা কথা, সবাই যা শুনছি—এক খুঁরে তামাম সিপাইদের মাথা মুড়িয়ে দিতে চায় ঐ আংরেজ কোম্পানী। বলে কিনা—বার জাতিব তের হাঁড়ী! তারপব—নানান বাবনাক্তা ওদের খানাপিনা নিয়ে। হিন্দু যা খাবে মুসলমান তা ছোঁবে না, মুসলমানের খানাপিনার ত্রিসিমানার হিন্দু যাবে না—সব আলাদা কাণ্ড। ইনি করবেন নেমাজ, ঔরা গাইবেন ভজন। এসব চলবে না। একবার এই টোটা চালু হোলেই—ব্যাস। তখন হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে দেবে সরকার। বলবে—জাত-ধর্ম তো গেছেই, আর কেন? এখন এক সাথে খ্রিস্টানী খানা খেতে বসে যাও—পন্টনের সুরাহা হোক—বুঝলে?

সকলে। বেইমানী—বেইমানী—

মঙ্গল। তা নয় তো কি? সাতশো বছর ধরে হিন্দু মুসলিম পন্টনে রয়েছে, কৈ এ কথা তো কোনকালে ওঠেনি! পাঠান আমলে নয়, মোঘল আমলেও নয়। তাদের জাত মারতে কোন সরকার হাত বাড়াইনি! আজ আংরেজ দেখছে—কিসে তাদের পয়সার স্ফার হয়। এ হারানী সরকারের পেট আর ভরছেনা—

১ম। ঐ পেট আমরা কাঁসিয়ে দেব।

সকলে। আলবৎ—

মঙ্গল। চুপ, চুঁচিওনা। সেই গণকঠাকুরের কথা মনে আছে?

এইখানে বসে বলেছিলেন—ইংরেজ রাজত্বের পরমায়ু একশো বছর !  
১৭৫৭ সালে হয় পত্তন, আর এই হাল ১৮৫৭ সালে হবে খতম ।

২৪ । হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তীর কথা মিথ্যে হয় না ।

মঙ্গল । জানতো, যত্ববংশ ধ্বংস করেছিল তাদেরই হাতে গড়া মুশল ।  
এখন আংরেজকে মারবে তারই তৈরী এই সর্ব্বনেশে টোটা ।

সকলে । ঠিক কথা—খাঁটি কথা—

মঙ্গল । এখন হিন্দুর তামাম সিপাইদের এক কথা—ফিরিকী-রাজ  
খতম হয়ে আসছে—সাবাড় কব ফিরিকীকে ।

উকার এবেশ

উদ্ধা । এখানেও ঐ কথা ।

সকলে । আরে-আরে বাঈজী যে—আজিজান বাঈজী—ওরফে  
উদ্ধাজী—আরে এসোজী, এসো—

উদ্ধা । এসেই ত শুনছি ঐ এক কথা—সারা হিন্দুর সিপাইদের  
মুখে দোসরা কথা আব নেই—

মঙ্গল । সত্যি বলছো উদ্ধা—

উদ্ধা । কম জায়গা কি ঘুরে আসছি ? এই—দিল্লী, মিরাট,  
রোহিলখণ্ড, আগ্রা, কাশী, এলাহাবাদ, আজমীর, কানপুর, ঝাঙ্গী,  
ছোটনাগপুর, পাটনা, আর, সারা হিন্দুর বড় বড় কেম্বাণ্ডনোর টহল  
দিতে গিয়ে ঐ একই কথা শুনছি—ফিরিকী-রাজ খতম হবে আসছে,  
সাবাড় কর বেইমান ফিরিকীকে ।

সকলে । বল কি বাঈজী—বল কি ?

উদ্ধা । কি নাকি—শোর গোরুর চর্বি দিয়ে টোটা বানিয়েছে,  
ভাত্তেই সিপাইদের মাথায় খুন চেপে গেছে । আবার শুনতে পাচ্ছি,  
দৈবিক্তিরা নাকি গণে বলেছেন, ফিরিকীরাজ একশো বছরে পড়েছে এই

সাগেই খতম হবে। তাই ইরানের শা-সুলতান দিল্লীর সিপাইদের জানিয়েছেন—‘কুচুপরোয়া নেই হিন্দুর আজাদী আগিবা!’ ক্রমের বাদশা খবর পাঠিয়েছেন ‘ম্যায় মদং দেউকা, ডেরোমাং’।

হিন্দুগণ। র্যা তাই নাকি—জয় শিব শঙ্কু—

মুঃ গণ। ইয়া আল্লা—এয়ারসা—

উকা। তাজ্জ-কি-বাং! তোমরা একবারে আঁধাবে পড়ে আছ, কিচ্ছু খবর রাখ না?

মঙ্গল। রাখবো কি করে বান্ধিজী? জানতো, বাঙলা পণ্টনের উপর সাহেবদের কি তথ্য! শেকল দিবে যেন বেঁধে রেখেছে—একটুও স্বাধীনতা নেই, ফুরসদ নেই! খালি এই সকাল বেলাটাই ব্যারাকের বাইরে একটু আড্ডা জমাই—তাও সাহেবদের নজর পড়েনা তাই—

উকা। সকালে ওরা কোথায় যার?

মঙ্গল। রাত ছুটো পর্যন্ত ব্যাটাদের চলে নাচগানের হররা, মদের ভাঁটী বসে; দশটা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে ঘুমোব। তাই, এই সময়টাই আমাদের ফুরসদ।

১ম। এখন এই ফুরসদের সময়টাতে কুর্ভি এনে দাও বান্ধিজী, অনেক দিন পর আসা হয়েছে।

২য়। নূতন কথা শোনাও বান্ধিজী, তামাম মুগুকের কথা, আমাদের ভাই বেরদারদের কথা শোনাও।

উকা। সেই কথাই ভাল। তামাম হিন্দুর ভাই-দব! কেমন করে ইংরেজ আমাদের দেশে এলো, আর শেকড় গেড়ে বসলো—সেই ব্যাপারটাই বলি শোন—

### জারী গান

জাবতে গেলে দেশের কথা ব্যাখ্যার পরায় ভরবে

আপন ঘোষে ভারতবাসী জ্যাতে যে আত্ম রয়েছে!

দূর অতীতে করতে ব্যাসাত এলো বর্ষিক দলরে  
 হাঁটু গেড়ে জাহাঙ্গীরে সেলামের কি ছলরে ;  
 তারাই শেষে সাজলো রাজা তোমাদেরি বলেরে  
 সেই ফেরজে খতম্ কর সকল সিপাই মিলেরে ॥  
 ভায়ে ভায়ে বাধিরে বিবাদ অবাধে সব লোটেরে  
 একতা নাই তাইতো মোদের ভাগ্যে লাখিই জোটেরে ॥  
 দেশের তরে সিরাজ, টিপু বুকের রক্ত ঢালেরে  
 নন্দকুমার বীর পেশোয়ার বড় করে হায় মারেরে  
 লুটেরা আজ সাজলো রাজা তোমাদেরি বলেরে ॥  
 এবার এলো নূতন টোটা হৃদয় বিলত হ'তেরে  
 শোরের চকি গল্পের চকি তার ভেতরে ভ'রেরে,  
 দাঁতে কেটে ভ'রতে হবে সেই সে নূতন টোটারে  
 থাকবে না আর জাতির বড়াই হিন্দুমুসলমানরে ,  
 ধর্ম বলে হয়ে বলি জালাও আঙুন দেশেরে  
 ধর্ম রাখতে জীবন দিতে ভয় করা কি চলেরে ॥

২য়। কথাগুলো আমাদের খুন তাকিয়ে দিলে ।

মজল । তা'হলে মনে রাখ—কথা মত কাজ করতে হবে ।

১ম । সকাল বেলা কি দিবে খাতির করবো বাঈজী—হুটো পাণই  
 নাও ।

মজল । আর নয়—এখন ব্যা'রাকে বাও সকলে, আমি বাঈজীর  
 খানাপিনার বন্দোবস্ত করি । তোমরাও বাও আমার ঘরে—এস উজা—

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্যারাকের পথ

মঙ্গল পাঁড়ে ও উকার প্রবেশ

মঙ্গল। তারপর—আসল খবর কি ?

উকা। খবর খুব জবর। ২৩শে জুন হিন্দুর রক্ত-রাক্ষা-দিন ! ঐ দিন বেলা ঠিক বারোটায় এক সঙ্গে সমস্ত ব্যারাক থেকে জলবে আগুন ! এই হচ্ছে নানাসাহেবের হুকুম—

মঙ্গল। থোস খবর ! আজ হচ্ছে মার্চের ২৮ তারিখ ; মাঝে এখনো প্রায় তিন মাস—এর মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে—চুপ—

উকা। কে ও ?

মঙ্গল। কমাণ্ডিং অফিসার জেনারেল হিয়ারসের পুষ্টিপুতুর শশধর—পয়লা নম্বরের এক শয়তান। সবাই বলে—লোকটা নাকি তলে তলে গোয়েন্দাগিরিও করে—

শশধরের প্রবেশ

শশধর। এই যে পাঁড়েজী ! কেমন আছেন ? এটা—কে ?

মঙ্গল। আরে, সেই উকাবাজী—

শশধর। ওঃ হো ! গেল বছরেও তো এসেছিল। হঁ, জানা আছে। নাচগানে ব্যারাকটাকে খুব সরগরম করেছিল। হঁ—ঘন ঘন বাতায়াত চলেছে যে ! ব্যাপার কি বলতো ? বুঝেছ পাঁড়েজী, বাজীজীর গানে কি আঁজ, আর কথায় কি ধার—বেন নাজা তলোয়ার !

উকা। বলি—তার চোটেটা কোনখানে খেয়েছিলেন ? দিলে বোধ হয় ?

শশধর। আমার দিলে নয়—ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুরের সম্মানে।

উদ্ধা। ওঃ! মোসাহেবীর সঙ্গে সরকারী সম্মানের চৌকিদারীও  
চলে বুঝি! আজকাল উন্নতি হয়েছে তাহলে!

শশধর। বেসক! যখন সরকারের ছুন খেয়েছি—

উদ্ধা। তা'হলে উচিত মুখখানাও চূণকাম করা—সহজে  
চেনা যাবে।

সিপাহীপ্রদত্ত পাণের সঙ্গে যে চূণ ছিল, তাহা সহসা শশধরের গালে লাগাইয়া দিল

শশধর। য্যা! তুমি আমার গালে চূণ মাখিয়ে দিলে! এত  
বড় স্পর্ধা—

উদ্ধা। আহা চটছেন কেন? একটা নিশানা থাক না।

মঙ্গল। চলে এসো উদ্ধা—

মঙ্গল ও উদ্ধার প্রস্থান

শশধর। দেখাচ্ছি মজা, সব লেখা আছে! যদি তোমাদের টিট না  
করতে পারি—আমার নাম মিছে, পেশা মিছে, আর হিয়ারসে সাহেবকে  
বাবা বলাও মিছে, ঐ যে সাহেব এই দিকেই আসছে।

হিয়ারসের প্রবেশ

হিয়ারসে। Hallow Sasadhar টোমার কালা বদন এমন করিয়া  
কোন্ ব্যক্তি white-wash করিয়া দিল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

শশধর। My Patron father sir এক আওরং তার—আমার  
মুখে চূণ মাখিয়ে দিয়েছে তার!

হিয়ারসে। ভাল হইয়াছে। চূণের সহিত কালী লেপন করিয়া  
দেয় নাই সেই আওরং? Who is that আওরং? ব্যারাক মধ্যে  
কি নিমিত্ত সেই আওরং আসিয়াছে? কোন্ আছে?

শশধর। Spy আছে My father sir—spy আছে! আমার মুখে  
চূণ দিয়ে কোল্লানী বাহাদুরের সুনামে কালী মাখিয়ে দিয়েছে তার—



হিয়ারসে। what ! what do you mean you swine ? জানে টুমি—কি বলিটেছে।

শশধর। Yes sir, my patron father sir ঐ আওরাং স্তার—কোম্পানীর বদনাম করছে। সেপাইলোকদের ক্যাপাচ্ছে—ঐ বিগিতি নতুন টোটার কথা নিয়ে স্তার।

হিয়ারসে। I see একুপ information হামি লোক কিছু কিছু পাইয়াছে। উহা টামাসার বিষয় নহে ! শশধর, টুমার কথা সট্য হইলে সরকার টুমাকে বহুট Reward দিবে।

শশধর। You my father patron sir ! আমার খবর বিলকুল True sir ! সব খবর আমি লিখে রেখেছি স্তার—আমার খাতায়।

হিয়ারসে। I see ! খাটার মধ্যে টুমি খবর লিখিয়া রাখিয়াছে কিতাব বানাইবার নিমিত্ত ? কেন অগ্রে আমাকে Report কর নাই—you idiot !

শশধর। Yes my father sir—But my patron sir ! আপনি বলেছিলেন, শোনবার ফুরলন নেই ; তাই খাতায় লিখে রেখেছি, পাছে ভুলে যাই father sir ! Poor man sir—মাইনে পাই মোটে দশটাকা স্তার, একটাকা দিয়ে খাতা কিনেছি স্তার !

হিয়ারসে। সেদিন হামি ভুল করিয়াছিল, এখন আমি শুনিবে। আজ Evening time এ টুমি খাটা লইয়া আমিদের Private chamber এ আসিবে ; আমি গর্ডন সাহেবকে খবর দিয়া আনিবে—Understand ?

শশধর। All right my father patron sir ! কিন্তু poor বেচারার একটা আঞ্জি স্তার—

হিয়ারসে। কি কোহিটে চাহ ?

শশধর। My name sir.—আমার নামটা বেন স্তার, কেউ না জানতে পারে—

হিয়ারসে । আমি বুঝিয়াছে—ঐ লেডি টুমির বডনে কালী মাথাইয়া দিবে—হাঃ হাঃ হাঃ ! উত্তম টাহাই হইবে । Good bye—

প্রস্থান

শশধর । আর কি—মার দিয়া কেজা । দেখাছি মজা । আমার গালে দিবেছে চূণ—আমি দেব জোঁকের মুখে নুন ; তারপর চূণের বদলে চাকরী পাবো—তাকডুমা ডুম ডুম ।

প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

বারাকপুর—নাচঘর

হিয়ারসে, গর্জন, ডনলাপ ও উচ্চা

উচ্চা । হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হি হিঃ হিঃ—

হিয়ারসে । এই সকল কথা শুনিয়া টুমি ভয় পাইতেছে না—হাসিতেছ ?

উচ্চা । সাহেব ! খবর বিলকুল খুট আছে—সব মিছে । টোটোর কথা তোমাদের কাছেই এই প্রথম আমি শুনিছি । সাহেবরা আমাকে পেয়ার করে, তাই কেলায় কেলায়, ব্যারাকে ব্যারাকে, আমি খুঁরে বেড়াই । দেখলে তো—আমার পাশ আছে । আমার মনে হচ্ছে কি জান সাহেব, একটু আসনাই করবার জেগেই তোমরা আমাকে এখানে এনেছ—তাই হাসছি ।

ডানলাপ । What ! আসনাই করিবার নিমিত্ত টুমিকে আমিরা আনিয়াছে ?

গর্জন । টুমার কালা বডন দেখিয়া আসনাই করিবে হামিলোক !  
You mad girl !

উদ্ধা। টুমি লোকতো চুনা পুঁটী আছে—বড় বড় রুই কাতলা এই কালা বদন দেখে ছটকট করছে গো! ঐ তোমাদের স্তার হিউরোজ—আমিকে লইয়া সেদিন তিন ঘণ্টা প্রেম করিল।

ডানলপ। what! what!

উদ্ধা। লভ করলো গো—লভ করলো! তাইতো বলছিলুম সাহেব, তোমাদের গোবেন্দার খবর টবর সব বাজে কথা। লভ করতে চাওতো মুখ ফুটে বলেই ফেলনা সাহেব! আর না হয়তো বল, একটা বিলিতি নাচ নেচে দেখাই। নাচঘরে এসে অবধি পা দুখানা নাচবার জন্ত ঝড়ঝড় করছে।

বলিতেই বলিতে সহসা নাচিতে শুরু করিল

হিয়ারসে। Stop—stop you silly girl. কোম্পানীর সিপাই-দিগকে ক্লিপ্ত করিয়া নাচাইবার নিমিত্ত টুমিরা যাহা বাহা করিতেছ, তাহা জানিতে পারিয়া আমাদের মনের মধ্যে যে টুকান উঠিয়াছে, তাহার টুলনায় টুমির নৃত্য nothing.

উদ্ধা। বল কি সাহেব, টুকান উঠেছে তাহ'লে! একথা তো বলনি একটা বারও। একটা মিথ্যে খবর পেয়ে তোমাদের মতন বীরপুরুষের মনে তুকান উঠলো! সত্যি সত্যি তুকান যখন উঠবে, তখন যে বানচাল হয়ে বাবে।

গর্ডন। বুট বাৎ বলিয়া হামিলোককে cheat করিতে পারিবে না। Lister! টুমি, Reward পাইবে, উট্টন বকশিস পাইবে if you admit,—please explain.

হিয়ারসে। আমাদের Report বেশব নেটিভদিগের নাম করিল, টুমিকে বলিটে হইবে—এই সকল লোক পটনের সিপাইদিগকে ক্লিপ্ত করিবার নিমিত্ত টুমিকে এখানে আনিয়াছে।

উদ্ধা। বটে! তোমরা কি ঠাওরেছ বলতো শুনি?

হিয়াঃ। টুমিকে গভর্ণরের নিকট লইয়া যাইবে; বহৎ বহৎ বকশিস পাইবে—লাটপ্যাণেসে টুমি ড্যান্স করিবে। টুমির নাম টোমার দেশের লোক কেহ জানিবেনা। আর, ঐ সব দুষ্ট ব্যক্তি সাজা পাইবে—তাহাদের হ্যাং কবা হইবে—ফাঁসি হইবে।

উদ্ধা। ফাঁসি হইবে! ফাঁসী হওয়া উচিত সেই পাজী গোবেন্দার, আর সেই সঙ্গে তোমাদেরও। যারা এক নাচওয়ালাকে ধরে এনে মিছিমিছি হযরাত করছে।

হিয়ারসে। টুমি ভাবিটেছে—হামিলোক কিছু জানেন না? হামিলোক সব জানিয়াছে। টুমি দেখিবে? One minute.

হিয়ারসে পিছনকার ঘর হইতে মঙ্গলপাঁডেকে নইয়া আসিল

উদ্ধা। এ কি?

গর্ডন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ চিনিতে পারিতেছ না? সিপাইদিগকে বাহারী ক্ষিপ্ত করিতেছে, এই কহিলে তাহাদের নেম আছে। প্রধান হইতেছে এই মঙ্গলপাঁড়ে। ঝাঙ্গীর কেরাণী ব্যারাকে টুমিও ইহাদিগের মধ্যে ছিলে, নাচ করিয়াছিলে—স্মরণ হইটেছে?

উদ্ধা। আমি তো কত জারগাভেই নাচি। হয়তো ঝাঙ্গীতেও নাচতে গিয়াছিলাম। তা তুমি ওকে ধরে আনলে কেন?

মঙ্গল। সাহেবের পুস্তিপুস্তুর ওকে লাগিয়েছে, আমি নাকি এখানকার সিপাইদের ক্ষেপাছি...তোমার সঙ্গে আমার বড় আছে।

হিয়ারসে। Shut up you swine—otherwise I shall kill you ( রিভলবার দেখাইল )

মঙ্গল। গরীবের উপর গোসা করবেন না হুজুর! আমার কি দোষ বলুন—ডেকে আনলেন, জাই এসেছি।

গর্জন। কুত্তাকা মাফিক খাড়া রহো, ইউ সোয়াইন।

উদ্ধা। সাহেব! পাঁড়েজী ব্রাহ্মণের ছেলে। ব্রাহ্মণকে আমরা ভক্তি করি। একজন মানী লোককে এভাবে তোমরা অপমান করবে, আর আমি তাই দেখবো? আমি এখানে থাকবো না—

এস্থানোত্তত

হিয়ারসে। খাড়া রহো। তিন মিনিট টাইম আমি টুমিদিগকে সলা করিবার নিমিষ্ট দিতেছি। সব কবুল করিলে টুমিরা বাচিয়া যাইবে, বহুট reward মিলিবে; otherwise টুমিলোক হ্যাং হইবে—ফাঁসী—ফাঁসী হইবে—সমজ গিয়া?

সাহেবদের এস্থান

মজল। অকালবোধন উদ্ধা! সাহেবের হাতের ঐ ফাইল আমাদের মৃত্যুবাণ। ওর পুস্তিপুস্তুর যে ভিতরে ভিতরে এত ধবর ষোগাড় করেছে তা ভাবিনি—

উদ্ধা। বোধহয় সত্যি মিথ্যায় সাজান অনেক কিছু ঐ ফাইলের মধ্যে আছে। নানা সাহেবের ইস্তাহার, চিঠি—বিপ্লবীদের নাম—কি করা যার মজল ভাই?

মজল। আমার মাথায় একটা কলি জেগেছে—সেই কাজ করা ছাড়া নিষ্কৃতির আর পথ নেই।

উদ্ধা। কি কলি?

মজল। এখানকার দেওয়ালকেও বিশ্বাস নেই—কানে কানে বলি শোন।

কানে কানে কথা বলিল

উদ্ধা। তাহলে যে আজ থেকেই বিপ্লব সুরু হবে মজল ভাই!

মজল। সেই জগ্নই তো বলছিলাম বোন—অকাল বোধন।

চারিধার লক্ষ্য করিয়া

মজল। প্রায় দুই মিনিট হয়ে গেছে, আর এক মিনিট পরে—

উদ্ধা। কিন্তু ভাইজী, নানা সাহেব যে দিন বেঁধে দিয়েছেন ২৩শে জুন। আজ হচ্ছে মার্চের ২৯শে—

মজল। আজকের এই ২৯শে মার্চই ভারতের মাটি হবে লাল ইংরেজের রক্তে, সুরু হবে স্বাধীনতার লড়াই। তবু এ মন্দের ভাল। এর পর খড় পাকড় সুরু হলে বিপ্লবীদের সমস্ত মনোবল ভেঙ্গে যাবে— ২৩শে জুনের অপেক্ষা করবে না।

উদ্ধা। ওঃ! এক দেশদ্রোহী শয়তানের জন্তে—

কাগড়ে মুখ ঢাকিল

মজল। হি উদ্ধা! শুভকণে চোখের জল ফেল না। দেশের মুক্তির-সংগ্রাম সুরু হচ্ছে এই বাংলা দেশের মাটি থেকে—এ সময় কি চোখের জল ফেলতে আছে বোন! প্রথম বলি হবো আমি—প্রথম শহীদ হব আমি। কেঁদনা—এখন সব কিছু নির্ভর করছে তোমার উপর। মনে রেখো বোন, আমার চেয়েও তোমার দায়িত্ব ঢের বেশী। শক্ত হও, তুলে যেওনা—আমরা বিপ্লবী, মৃত্যুকে আমরা হাসিমুখে বরণ করি—ঐ আসছে—

সাহেবদের পুনঃ প্রবেশ

হিয়ারসে। তিন মিনিট অতীত হইয়াছে। বিদ্রোহী শয়তানদের নাম বলবে কি না? Say yes, or no.

উদ্ধা নীরবে ষাড় নাড়িয়া আপত্তি জানাইল

মজল। ও না বলুক, আমি বলবো সাহেব।

হিয়ারসে। টোমার দিল এই কথা বলিল, ইহাতে আমি খুসী হইল।

মঙ্গল। আমার দিল আর একটা কথা বলছে সাহেব—  
হিয়ারসে। কি কথা বলো, হামি শুনিবে—আলবাৎ শুনিবে।

সাহেবদের কাছে গিয়া

মঙ্গল। কথাটা এই—কিরিজি-রাজ খতম হবে এসেছে, সাবাড  
কর কিরিজিকে!

কথার সঙ্গে সঙ্গেই হিয়ারসের নিকট হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইয়া প্রথমে তাহাকে,  
পরে ডানলপকে গুলি করিল। অফ্ট আর্ডনাদ করিয়া সাহেবদ্বয় পড়িয়া গেল।  
উক! ডানলপের কটিবন্ধ হইতে পিস্তল ও বাইল ছিনাইয়া লইল।

উক। এখন কি করবে ভাইজী?

মঙ্গল। আমি শুরু করেছি, আমাকেই মওড়া নিতে হবে। কিন্তু  
তোমাকে পালাতে হবে বোন, নানা সাহেবকে খবর দিতে—নইলে সর্বনাশ।

উক। কি করে পালাব? গোরাগুলো যে এখন এসে পড়বে।

মঙ্গল। ঐ জানালা দিয়ে—পিছনে ঘোরাণো লোহার সিঁড়ি  
আছে। ওদিকে কেউ নেই। পালাও—আমি ওদের রুখছি।

দুইজন গোরার প্রবেশ মঙ্গল তাহাদের প্রতি গুলি করিল। গোরাদ্বয় পড়িয়া গেল।

আর টোটা নেই—

উক। টোটা ভরা পিস্তল আছে এই নাও।

মঙ্গল। বহৎ আচ্ছা—মনেই ছিলনা এর কথা, কিন্তু আর তোমার  
খাকা হবে না। যাও যাও, আর দেবী নয়—যাও। ঐ ওদিকেও দরজা  
বা দিচ্ছে। শিগগীর যাও, নইলে এ গুলি আমি নিজের উপর ছুঁড়বো।

উক। যেতে যে পা উঠছে না ভাইজী—তোমাকে কেলো।

মঙ্গল। তবুও যেতে হবে। তোমার অনেক কাজ উক। আমি  
গাইবো মরণের গান, আমি বাজাব বিপ্লবের বিযাণ। যাও বোন যাও,

যাও—উদ্ধার বেগে চলে যাও নানাসাহেবের কাছে ; তাঁকে সতর্ক করে দাও ; নইলে সর্বনাশ হবে, মল শুদ্ধ ধরা পড়ে যাবে ।

উদ্ধার প্রস্থান । পরপর কতিপয় গোরার প্রবেশ । মঙ্গল তাহাদের প্রত্যেককে গুলি করিল, পরে উপরের জানলায় বাইরা কহিল—

মঙ্গল । ভাই সব ! আজাদীর পথ খুলে দিলাম আমি মঙ্গল পাঁড়ে—  
৩৪নং বাংলা পল্টনের সিপাহী স্বেদার । বাঙ্গলার মাটি থেকে  
সুরু হলো হিন্দের বীর সিপাহিদের আগ্রাদীর লড়াই । ফিরিজি-রাজ  
খতম হয়েছে, সাবাড় কর ফিরিজিকে ।

গর্ডনের প্রবেশ

গর্ডন । Hands up—come down, come down I say.

মঙ্গলপাড়ে পিস্তলের ঘোড়া টিপিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কিন্তু টোটা ফুরাইয়া বাওরায়  
আওয়াজ হইল না । গর্ডনের আহ্বানে সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে দুই হাত তুলিয়া তাহার  
দিকে নামিতে লাগিল এবং নিকটে আসিয়া গর্ডনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—গর্ডন  
গুলি ছুঁড়িল । চারিদিক হইতে গোরার সৈন্তগণ কক্ষে প্রবেশ করিল । বাহিরে ভীষণ  
কোলাহল উঠিল ।

## চতুর্থ দৃশ্য

বারাকপুর—পথ

খুড়ো তল্লা তল্লা কীধে লইয়া ক্ষিপ্ৰপদে চলিয়াছে

খুড়ো । এখন বালর বালর নৌকায় গিয়া ওঠতে পারলেই বাঁচি ।  
আর কাম নাই—গান বাইন্দা—টাকা রোজগার কইর্যা । নাম ভ  
বদলাইছি, কিন্তু চেহারারে বদলানু কেনে ? এখন কেওই না  
আইস্তা পড়ে !



বাহিরে কোলাহল। খুড়ো—খুড়ো! শশধর খুড়ো—

খুড়ো। এইরে—সারছে! মাথাডা একেকালে খাইছে। এইবারেই  
কয়—বাগের পেছনে ফেঁট লাগছে। আরে, এগুলাইন্ আখড়ার সেই  
ছেমরাগুলাইন্ না? যাই—আসাব আগেই পলাই।

কোলাহল করিতে করিতে সাধন, বেচু ও গোপাল প্রভৃতি তকণদের প্রবেশ

সকলে। ধন্ন ধন্ন—খুড়ো শশধরকে ধন্ন—

সাধন। বলি, বোচকা বুচকি নিষে—আমাদের না বলে কষে—

বেচু। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে—

গোপাল। কোথায় চলেছ শশধর খুড়ো?

খুড়ো। হালার পো হালারা—তোগো শশধর খুড়ো কেবে? আমি  
অইলাম তুষ্টিধর, আমারে শশধর ক'স ক্যান? আমি যাইতে লাগছি  
ত্যাশে। হালার পো হালারা ফেঁট লাগছে পিছে।

সাধন। যা! খুড়ো বলে কি?

বেচু। বলি, অ শশধর খুড়ো—

খুড়ো। আরে বেটারা শুধা খুড়াই ক না—শশধর খুড়া ক'স ক্যান?

গোপাল। সেকি খুড়ো—তুমি যে আমাদের বারোবারী শশধর-  
খুড়ো—

খুড়ো। কোন্ হালার পো হালাষ কয় আমি শশধর? আমার নাম  
অইলো তুষ্টিধর; ফরিদপুর জিলায় আমার গর। আমার বাপের নাম  
অইলো গিয়া—গদাধর। আমার ঠাকুরদাদা অইল গিয়া জলধর। আমি  
অইলাম গিয়া তাগো বংশধর। আব, তোরা আমারে ক'স কিনা শশধর?

সাধন। তুমি কি দিন কে রাত করতে চাও শশধর খুড়ো?

খুড়ো। আরে, আবারো কয় শশধর! মইলি, মইলি কইলাম।  
আমারে রাগাইন্ না—

বেচু। তাইত, শশধর খুড়ো যে—

খুড়ো। তুই শশধর, তোঁর বাপে শশধর, তোঁর চৌদ্দ পুরুষ শশধর।  
আমি অইলাম—সৃষ্টিদর, সৃষ্টিদর, সৃষ্টিদর।

গোপাল। বলি, তোমার মতলব কি বলত খুড়ো? কোনো দুষ্কর্ম  
করেছ নাকি, যে নাম ভাঁড়িয়ে তল্লি তল্লা নিয়ে চুপি চুপি দেশে  
পাড়ি দিচ্ছ?

সাধন। ভাল চাওত, সব কথা খুলে বল; নৈলে তোমার পিছনে  
পিছনে আমরা হাততালি দিতে দিতে যাবো—

বেচু। আর বলবো—শশধর খুড়ো নাম ভাঁড়িয়ে হযেছে—সৃষ্টিধর  
সৃষ্টিধর—

গোপাল। কিন্তু আসলে খুড়ো—শশধর, শশধর, শশধর।

খুড়ো। নাঃ, অরা আমারে একেবারেই সারল! আর আমারে  
বাঁচতে দিল না! ওরে আমারে কাইটা না ফেলাইলে কি ভোগো শাস্তি  
হইব না? তাখ, তার থিকা তোরাই আমারে মাইরা ফ্যাল।

সাধন। এসব কি বলছ খুড়ো? আরে হয়েছ কি, তাই কও না।

খুড়ো। ( ভ্যাংচাইয়া ) অইছে কি তাই কও না!...ক্যান, তোরা  
শোনোস্ নাই—সেইদিন সিপাই মজল পাঁড়ের ধমকানি? ফাঁসি কাঠে  
খাড়াইয়া জোর গলায় চৈচাইয়া চৈচাইয়া সিপাইগো কইলো—তাইসব,  
তোমরা ঐ ফিরিকী লোকগুলাইনরে শেষ করো; আর, সিপাইগো  
দুহমণ, জাশের বিভীষণ—ঐ শশধরগোও সেই সাথে মাইরা ফেলো।

বেচু। বটে! তাই বুঝি খুড়ো তুমি ‘শশধর’ নাম পালটে ‘সৃষ্টিধর’  
হরে বারাকপুর অরুকার করে দেশে পালাচ্ছ?

খুড়ো। পলাইই ত! এইখানে থাইকা খাড়াইয়া খাড়াইয়া মরম্?   
তোরা ক’স্ কি? শোনস্ নাই—সিপাইরা সারা সहरটা বেড়া জালে  
ছাইয়া ক্যাললো শশধরগো খোঁজে?

গোপাল। বলি, তোমার কি বুদ্ধি খুড়ো। খুড়ী বেঁচে থাকলে তোমার ঐ বুদ্ধির বো গলে ছিপি এঁটে চেপে বাধতেন।

সাধন। আরে—ব্যারাকের গোয়েন্দা শশধরকেই মজল পাঁড়ে ফাঁসি কাঠে দাঁড়িয়ে নিশানা করে গেছে—তার জন্তে তোমার ভয় কি ?

খুড়ো। আহাহা—তুই ও কইলি, ডব কি ! তবে গুনলি কি, আমি কইলাম কি ? কানে ডেকে নাই ? আবে, মজল পাঁড়ে যে কইবা গেছে শশধরবগো শ্রাব করতে !

বেচু। তাব মানে হচ্ছে—ঐ শশধরের মতন ওদের দুঃমন গোয়েন্দা-গুলোকে খতম করতে। তুমিত আব গোয়েন্দাগিরি কর না খুড়ো, তবে কেন ভাবছ, আর পালাবেই বা কেন ?

খুড়ো। শোন কথা—

গোপাল। বেশ ত, নাম পালটে স্ফিথর হয়েই এখানে থাক না। তুমি চলে গেলে যে আমাদের আখড়া আঁধার হয়ে বাবে খুড়ো—এর পর ভরজা গানের খেউড় ধরবে কে ?

খুড়ো। আরে বাই, আমি কি তোগো ছাইড়া নিজের ইচ্ছাব যাই ? প্রাণ বড় ধন ! তাখ্, আমারে আইস্তা যদি ধরে, তখন তোরা কি আমারে বাঁচাইতে পারবি ?

সাধন। নিশ্চব পারবো। আমরা আখড়া শুদ্ধ সবাই মিলে বলবো—তুমি শশধর নও, স্ফিথর।

বেচু। এখন এস খুড়ো—কেরো, ডরো মৎ। আজ থেকে তুমি হলে—স্ফিথর, স্ফিথর, স্ফিথর। চলো, তোমাকে নিয়ে মিছিল করে আখড়ায় বাই।

খুড়ো। তাখ্, একটা কথাবে বাবা ! আইজ থিকা তোমরা আমারে শশধর খুড়া কইছ কি আমি তাশের দিকে পা বাড়াইছি—এইটো

মনে রাইখো। বাপ মায়ের দেওয়া শশধর আইজ মইল, আমার নাম আইল—সৃষ্টিধর।

সাধন, গোপাল, বেচু। সৃষ্টিধর, তুমি খুড়ো—সৃষ্টিধর ! \*

### পঞ্চম দৃশ্য

কলিকাতার লাট ভবনের অলিন্দ

লিলি চেয়ারে বসিয়া ক্রুশ-কাটিতে মফলার বুনিতে বুনিতে  
শশধরের সহিত আলাপ করিতেছিলেন

লিলি। দাঁড়িয়ে কেন শশধর, বসো—

শশধর। বাগরে বাপ ! কি বলছেন আপনি ? চোদ্দগুরুবের ভাগ্যের দৌলতে বড়লাট বাহাদুরের বাড়ীতে ঢুকেছি। তারপর সুবাদটার জোরে আপনার সামনে এসেছি। দয়া করে আপনি কথা বলছেন দিদিমণি, এতেই ধস্তি হয়ে গেছি—আবার বসবো ? যে চেয়ারে আপনারা বসেন, সেই চেয়ারে বসবে কোথাকার কে একটা দণ্ডটাকা মাইনের চাকর ?

লিলি। কিন্তু কোথাকার কে হয়েতো তুমি এখানে আসনি শশধর ! আমার বাবার বংশের সুবাদে যখন ভাই হচ্ছে, তখন তো আর যে সে নও ! তুমি এখন নতুন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিংএর বন্ধু স্তার হিউ হুইলারের শালা। তারপর মজল পাড়ের ব্যাপারে তুমিও বিখ্যাত হয়ে গেছ ! অত কুষ্ঠার কিছু নেই। বসো, বসো—

শশধর। অনেকদিন হতেই ইচ্ছা ছিল আপনার চরণ তলে এসে

---

\* এই দৃশ্যটি—সময় সংক্ষেপের জন্য অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু সৌখীন নাট্যসমাজের অভিনয়ে দৃশ্য সংস্থানের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দাঁটকে রাখা গিয়াছে।

সুপারিশ ধরি। কিন্তু কাণপুর পর্য্যন্ত যেতে আর ভরসা হয়নি। তারপর, যেই সুনলাম কলকাতায়—দিদিমণির আসা হয়েছে, অমনি দড়ি ছেঁড়া বাছুরের মত এসে পড়েছি।

লিলি। হ্যাঁ, জঙ্গীলাট স্যার হেনরী বার্নার্ড (( Sir Henry Bernard ) নেমস্তম্ভ করে ঠুকে কলকাতায় এনেছেন।

শশধর। দিদিমণি তাহলে কিছুদিন এখানে থাকছেন ?

লিলি। কিছুই ঠিক নেই—চারিদিকে যা গোলমাল আরম্ভ হয়েছে ! লর্ড ক্যানিংএর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন তোমার জামাইবাবু। এসেই হয়তো বলবেন—নাওগো, তল্লি গোটাও—চল।

শশধর। আহা দিদিমণির তো বড় কষ্ট। এই শরীরে এত টানা পোড়েন সহ্য হবে কেন ? জামাইবাবু না হয় একলাই যান। আপনি দিদিমণি, এখানে কিছুদিন থেকে বিশ্রাম করুন।

লিলি। তা কি কখন হয় শশধর। উনি যে একদণ্ডও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।

শশধর। একথা সুনলেও বুঝানো দশহাত হয় দিদিমণি ! জামাইবাবু কত জয় তপস্বী করেছেন, তাই দিদিমণির মত ইজ্তী পেয়েছেন।

লিলি। তোমার জামাইবাবু তপস্বী করেননি শশধর—তপস্বী করেছিলাম আমি, তাই এমন স্বামী পেয়েছি। সাহেবকে যখন বিয়ে করি, তখন কি বলেছিলাম জান ? আমাদের বংশের স্রবাদের যে বেধানে বেকার আছে সবাইকে কোন না কোন সরকারী কাজে লাগিয়ে দিতেই হবে। বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে বড় দরের এক সাহেবকেই যখন বিয়ে করলুম, তখন আমার আপনায়জনদেরও বড় মালুম না করে দিই কেন !

শশধর। তা যা বলেছিলেন দিদিমণি, তাই করেছেন। শুধু বংশ বলে নয়, জানাশোনাদের মধ্যে বেকার বলে কেউ আর নেই। সার্থক

বিচ্ছে শিখেছিলেন, সার্থক বিয়ে করেছিলেন। কলি যুগ না হলে স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি হতো আপনার মাথায়।

লিলি। কলেজে যখন পড়ি, আপনার জনদের কি তব্বী! তারপর, এই বিয়ে নিয়ে কত কথা—কত নিন্দে। আর, এখন তাদের মুখে আর আমার প্রশংসা ধরে না। সামনে এলে, এই তোমার মতই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ বুঝি সাহেব আসছেন।

স্তার হিউ হইলারের প্রবেশ। শশধর ছুটিয়া গিয়া

সাহেবের পা দুটী জড়াইয়া ধরিল

হইলার। একি—পা ছাড়, পা ছাড়। কে এ? চিনিতে পারিতেছি না তো?

লিলি। তোমার এক শালা। এর নাম শশধর। মঙ্গল পাঁড়ের কেসের বিখ্যাত (informar) ইনফরমার।

হইলার। I see!

শশধর। You my father, fore-most father, father-in-law sir!

হইলার। সর্বনাশ! তুমি বলিটেছ শালা I. mean, brother-in-law. আর উনি হইটে চান জামাই—কিন্তু কেমন করিয়া এক ব্যক্তি শালা এবং জামাই দুই হইটে পারেন!

লিলি। তা' শশধর তোমার শালাই হচ্ছে। সাহেব খুব ভাল বাংলা বলতে জানেন শশধর। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাংলাতেই কথাবার্তা বলেন। তুমি নির্ভয়ে বাংলাতেই কথাবার্তা বল!

শশধর। সাহেবের সঙ্গে বাংলাতে কথাবার্তা বলব?

হইলার। হাঁ, হাঁ—নিশ্চয়ই বলিবে। তা লিলি, শশধর তোমার কি রকম ভাই আছেন?

লিলি। বংশ অনুযায়ী ভাই।

হুইলার। তোমার পিতৃকুল দেখিতেছি যত্নকূল। সরকারী সেরেস্ভায় বারোআনাই তো তাহারা দখল করিয়া আছেন—এখনও আসার শেষ নেই।

লিলি। তা হলেও শশধরের কথা আলাদা। তোমরা তো ওর জন্তই অতবড় plotটার খবর গেলে।

হুইলার। That's true—এই শশধর জাতীয় লোকগুলি থাকিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ইংরেজ কোম্পানীর কোন চিন্তা নাই।

লিলি। শুনলে তো শশধর, সাহেব তোমার কত সুখ্যাতি করছেন।

শশধর। very very glad sir. God save the sarker sir. God save you sir.

হুইলার। মঙ্গল পাঁড়ে তোমার দলিল দস্তাবেজ সব পুড়াইয়া দিয়াও তোমাকে রেহাই দেয় নাই শশধর। ফাঁসী কাঠে উঠিয়া তোমার নামে একটা ফতোয়া দিয়া গিয়াছে শুনিয়াছ তো? সে তাহার দেশবাসীকে বলিয়া গিয়াছে—ফিরকি সরকারকে নিকাশ করিবার আগেই দেশের শশধরদিগকে নিকাশ করা চাই।

শশধর। you save me sir, save me father.

লিলি। ফের বলে father. তুমি যে স্রাবের brother-in-law—শালা। বাংলায় লোকে শুঁকে কি বলে জান? জামাইবাবু। তুমিও স্রাবকে জামাইবাবু বলবে।

শশধর। But আমার যে shame করে স্রাব, shame—লজ্জা—স্রাব!

হুইলার। না না, লজ্জা কিসের আছে! আমার কোন আপত্তি নাই। এখন আমাদের সহিত কাণপুর বাইতে তোমার আপত্তি আছে কিনা সেইটা বল। এখানে কিন্তু তোমার জীবন নিরাপদ নয় শশধর।

শশধর। Yes sir—জামাইবাবু স্ত্রীর। I know sir—সেবার গালে চুণ দিয়েছিল, এবার খুন করবে স্ত্রীর! আমি যাবো জামাইবাবু স্ত্রীর, যাবো। কাণপুরেই যাবো—

লিলি। সে কিগো? কলকাতায় আসতে না আসতেই কাণপুরে ফিরে যেতে হবে নাকি!

হুইলার। এখনি রওনা হইতে হইবে। সেই কথাই তো এতক্ষণ লর্ড ক্যানিংএর সহিত হইতেছিল। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাড়ে যে আশুন জালাইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে দিল্লী পর্য্যন্ত তাহা spread করিয়াছে। কাণপুর হইতেছে ওদিককার বড় ঘাঁটি; না গিন্না উপায় নাই। যাহা কেহ কোনদিন চিন্তা করে নাই, সেই হরিব্যাল সিপাই মিউটিনির বিভূগ্যাল বাজিল ইণ্ডিয়ায়। জানি না ইহার শেষ কোথায়!

সকলের প্রস্থান

## ষষ্ঠ দৃশ্য

বিঠুর। নানাসাহেবের বিশ্রাম কক্ষ

আনন্দ স্বামী ও আদিল

আদিল। আপনার গান আজ লোকের মুখে মুখে। আমিও সে গান গেয়ে তৃপ্তি পাই।

স্বামীজী। তৃপ্তি পাও? তাহলে তোমার সুখা কণ্ঠে একখানি গান শুনিয়া আমাকেও তৃপ্তি দাও মা!

আদিল। আমি। আপনি উপস্থিত থাকতে আপনার সামনে আমি গাইবো গান? না, স্বামীজী, নতুন গান একখানি শোনান; আজকের হাওরার সঙ্গে সঙ্গে যার বেশ মিশে যায়—এমনি গান।



স্বামীজী । এমনি গান !  
 আদিলা । হ্যাঁ স্বামীজী ।  
 স্বামীজী । শোন মা, আমি গাইছি—

### গান

আজ ডাক এসছে আশরে সবাই  
 একলা গেলে চলবে না ।  
 অত্যাচারীর অটল আসন  
 না টলালে টলবে না ॥  
 জাগুক মজুর জাগুক চাষী  
 ধনি বণিক ভারতবাসী  
 মাযর ডাক মিনুক আসি  
 ( যারা ) বাণী বাধন মানবে না ।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা । জাগুক মজুর, জাগুক চাষী, ধনি বণিক ভারতবাসী—একি  
 মন্ত্র শোনালেন স্বামীজী ?

স্বামীজী । এই মন্ত্রই আনবে দেশের স্বাধীনতা—নানা ধুক্‌পহু, এই  
 মন্ত্রের প্রভাবেই জেগে উঠবে দেশের আবাগবুকবনিতা ।

নানা । তারা জেগে উঠে করবে লড়াই ? ইংরেজের শোষণ-নীতির  
 ফলে বাদেব হাতিয়ার ধরবার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়েছে ?

স্বামীজী । হ্যাঁ—নানা ধুক্‌পহু, অনশনে অর্জিত যারা—তরাই  
 অসুরের বলে বলীবান হয়ে জেগে উঠবে এই মন্ত্রের প্রভাবে । তরাই  
 যোগাবে তোমার সৈন্তদেব জন্ত হাতিয়ার—যোগাবে ক্ষুধার আহ্বার ।  
 দেশের স্বাধীনতা যদি আনতে চাও নানা ধুক্‌পহু, দেশকে আগাও আগে ,  
 নইলে তোমার সব প্রচেষ্টা বিফল হবে ।

নানা । আমি কি তাহলে ভুল পথে চলছি ? তরাই যোগাবে

আহার—তারাই যোগাবে হাতিয়ার ? তবে কি,—ভুল পথে চলেছি—ভুল পথে চলেছি !

উদ্ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান

স্বামীজী । আজ তাহলে উঠি মা ?

আদিলা । তা হয় না স্বামীজী—মুক্তি মন্ত্রের গান শেষ না করে যাওয়া কিছুতেই হয় না ।

স্বামীজী । আচ্ছা মা, তাহলে গান শেষ করেই যাই ।

স্বামীজী পুনরায় গাহিতে লাগিলেন

গান

চল আগে চল—এগিয়ে চল

( ওরে ) কেরাণী ভাই, ডাক্-দে' বস্—

সবার মনে বজ্র ঠাঁকে

তোদের কি ঘুম ভাঙবে না ॥

গানের শেষ ভাগে ধীরে ধীরে তাস্তিয়া তোপী প্রবেশ করিলেন—

নিবিষ্ট মনে স্বামীজীর গান শুনিতে লাগিলেন

তাস্তিয়া । বা—বা ! সময়ের তালে তালে চলেছে স্বামীজীর গান ।  
নির্জিত মহাকাল জেগেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশও জেগে উঠেছে, তার নমুনা  
আমি ।

তাস্তিয়া স্বামীজীর পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম জানাইলেন

স্বামীজী । তাস্তিয়া তোপী ?

তাস্তিয়া । হ্যা—গুরুজী !

আদিলা । তোপী! সাহেব এলেন এত দিন পরে ? আপনার বন্ধু  
বে ছটফট করছেন আপনার জন্ত । বসুন আপনি, আমি তাঁকে খবর  
দিচ্ছি । আহুন স্বামীজী ।

স্বামীজীকে লইয়া প্রস্থান

তাস্তিয়া। সময় হয়েছে—আমিও এসেছি। আরো সব আসছে ; সবাইকে আসতে হবে।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা। কিন্তু আমি যে দেখছি অকালবোধন হয়েছে তোণী— সময়ের ভুলে!

তাস্তিয়া। সময়ের ভুলে? সেকি! না না, সময় ঠিক হয়েছে নানাসাহেব। নৈলে আমাব কৌলিক দড়ির গিঁটে যে ফাঁক থেকে যেত।

নানা। দড়ির গিঁট? সে আবার কি হে?

তাস্তিয়া। ইংরেজ কোম্পানীর চক্রান্তে আর চাতুরীতে যেদিন মারাঠা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়, আমার বাবা এই সিদ্ধ দাড়িটা দেবীর পারের পরশ নিয়ে মন্ত্র পড়ে গিঁট দিতে থাকেন। আর, গিঁটের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়েন “কোম্পানীর রাজত্ব ধ্বংস হোক!” এমন করে মৃত্যুদিন পর্যন্ত গিঁট দিয়েছিলেন তিনি। তারপর, স্মৃক করি গিঁট দিতে আমি—একই মন্ত্র পড়ি—“কোম্পানীর রাজত্ব ধ্বংস হোক!” মানত ছিল, গিঁটের পর গিঁট পড়ে দড়িও শেষ হবে, আর কোম্পানীর রাজত্বের উপর ঘনিষে আসবে বিলুপ্তির মেঘ। এই দেখ, কত গিঁট—গিঁটে গিঁটে দড়ির কি হাল হয়েছে—আর জায়গা নেই গিঁট দেবার। আমিও তাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছুটে এসেছি ক্রজের কাছে। আসতে আসতে সারাপথে দেখেছি, জাগরণীর মেলা—বীর মারাঠাদের রণনৃত্য—মন্দিরে চুকেই শুনলাম বোধনের গান। দিন এসেছে, বোধন বসেছে, বিষণ উঠেছে বেজে। মুখের মুখোস এবার খুলে ফেল নানা ধুকুপহ।

আদিলার প্রবেশ

নানা। সব আরোজন শেষ করে সবার সামনে মুখোস খুলে মুখর হব ভেবেছিলাম। ঠিক ছিল ২৩শে জুন বেলা বারোটায় ইংরেজ

কোম্পানীর প্রতিটি কেল্লা—প্রতিটি ব্যারাক থেকে সিপাইরা এক সঙ্গে অতর্কিত আক্রমণে গোরা পল্টনকে স্তব্ধ করে দুর্গশিরে উড়িয়ে দেবে জয়পতাকা। তিন বছরের এ প্রচেষ্টা, এ পরিকল্পনা, এ সাধনা—সব ব্যর্থ হয়ে গেল তোপী। এখন প্রতিটি স্থান,—প্রত্যেক লক্ষ্যবস্তুর জন্ত করতে হবে সংগ্রাম।

তাস্তিয়া। সংগ্রাম ছাড়া সিদ্ধি কোথায় হয়েছে বলতে পার বন্ধু ?

নানা। পরাধীন নিরস্ত্র অসহায় জাতির জীবনে সংগ্রামের সামর্থ্য-ই বা কতটুকু তোপী ভাই ? তাই চেষ্টা করেছি শুধু ভারতীয় সেনাদের জাগিয়ে তুলতে—আজাদীর নামে তাদের প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করতে ; কিন্তু ঐ যে ভারত জোড়া জাতি অনড় অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে কুস্তকর্ণের মত—তাদের দিকে যে ফিরেও চাইনি, তাদের জাগাবার কোন চেষ্টাই যে করিনি, কোন মন্তাই যে দিইনি তাদের কানে—পাছে ইংরেজ জানতে পেরে ব্যর্থ করে দেয় অন্ধুরেই সে উত্তম ! আজ স্বামীজীর কথার মনে হচ্ছে—বোধহয় ভুল পথে যাচ্ছি।

তাস্তিয়া। বুঝতে পারছি তোমার কথা। ভারতের গৃহগুলির শাস্তি তুমি ভাঙতে চাওনি—নির্ভর করেছিলে শুধু সৈনিকদের উপর। তাঁদের সাহায্যে একদিনেই ইংরেজ রাজত্ব খতম করবার স্বপ্ন তুমি দেখেছিলে বন্ধু ! কিন্তু সে স্বপ্ন সিদ্ধ হয়নি বলে আফশোষ করবার কি আছে ? এখনও তো আমরা ওদের নিয়ে ইংরেজের কেল্লা, কোষাগার, বন্দিশালা সব এই কজির মধ্যে আনতে পারি নানাভাই !

নানা। পারতেই হবে। কিন্তু তার জন্ত দিতে হবে অনেক খেসারৎ। ইংরেজের শেখান বিজ্ঞার জলুসেই ইংরেজকে মাং করতে চেয়েছিলাম। কেরাণীর সে হিসেব ভুল হয়ে গেল বন্ধু।

তাস্তিয়া। তা হলে কি আমার গিঁটেও ভুল হয়েছে বলতে চাও ?

আমিলা। তা কি কখন হতে পারে তোপীসাহেব ? দিনের পর

দিন ধরে আপনি গুণছেন জাতির মুক্তির দিন, চাইছেন ইংরেজ কোম্পানীর অবসান; আর গুরুজী করছেন কাগজে কলমে তার হিসেব। সে কি কখনো তুল হতে পারে? তুল আপনাদের কাজের নয়—তুল হবেছে বোঝবার।

নানা। বোঝবার?

আদিল। হ্যাঁ, গুরুজী বোঝবার। রণচণ্ডীকে জাগিয়েছেন—আয়োজন করেছেন পূজার, কিন্তু প্রয়োজন যে বলির সে কথা তুলে গিয়েছিলেন। পিপাসিতা মাতার মুক্তি-পূজায় চাই প্রাণবন্ত জীবন বলি।

নানা। ঠিক বলেছ আদিল, বোঝবার তুলই বটে; সত্যই—রণচণ্ডীকে জাগ্রত করেছি, বলির ব্যবস্থা করতে তুলে গেছি। এ পূজায় আগে চাই বলি। সন্তায় কিস্তী মাং করতে চেয়েছিলাম, তা ঠ্য না—চাই বলি। তাই বীর মঙ্গল পাঁড়ে দিলে তুলের মাংস। সাধু—সাধু মঙ্গল বীর, এ মুক্তি-সংগ্রামে তুমিই হলে সর্ববরেন্য প্রথম শহীদ। নিজের প্রাণ-পুষ্প দিলে রণচণ্ডীর চরণে অঞ্জলি। আব ধন্য বাংলা! এ যুদ্ধের বহি প্রজ্জ্বলিত হলো প্রথম তোমারই আদিনায়।

তান্তিয়া। আর আমি দেখছি—ভারতের দিকে দিকে বহি শিখা প্রসারিত হচ্ছে। শহীদ ব্রাহ্মণ মঙ্গলজীর অতৃপ্ত আত্মা হাতছানি দিয়ে সিপাইদের ডাকছে—ওরে আয় আয় আয়, কিরিজিরাজ খতম হয়ে এসেছে, সাবাড় কর কিরিজিকে—সাগর পার করে দে দেশের শত্রুকে।

উদ্ধার প্রবেশ

উদ্ধা। সংহার—সংহার। আমার কাণে দিনরাত ভাসছে তার কর্তব্য। আমি দেখছি—ব্যারাকে ব্যারাকে ছাবার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে মঙ্গলভাই। মরেও সে দেশকে ভোলেনি—সিপাইদের ছাউনি ছাড়েনি। সবার মুখে শুনি মঙ্গল পাঁড়ে—মঙ্গল পাঁড়ে। খুনের বদলে খুন নেবাব জন্ত সবাই কেপে উঠেছে। সবাই হতে চায় এক এক মঙ্গল পাঁড়ে।

নানা। সত্যকথা উদ্ধা ! সত্য কথা বহিন্ !

উদ্ধা। সব ছাউনিই টলমল। গোরা দেখছে আর মারছে। সিপাইরা কারুর তোয়াক্কা রাখছে না, তাদের চালাচ্ছে মজল পাড়ে। সারা হিন্দুস্থান জলে উঠেছে আজ—বাংলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত প্রত্যেক ছাউনী অগ্নিক্ষেত্র।

নানা। তাইত ! ব্যারাকপুর, আরা, পাটনা, লক্ষৌ, মীরট, দিল্লী,—সারা হিন্দুস্থান—সারা হিন্দুস্থান অগ্নিক্ষেত্র। জয় মা রণচণ্ডী, জয় মা ভবানী। সব লাল হো যায়েগা। বোম্বার ভুলই হয়েছিল আমাদের। খেসারৎ এক তরফা হয় না—হুতরফকেই দিতে হয়। বেইমান ইংরেজের রক্তে সব লাল হয়ে যাবে—কিন্তু রক্ত দিতে হবে আমাদেরও।

আজিমউল্লার প্রবেশ

নানা। আজিম ! কি খবর ?

আজিম। স্তার হইলার এসেছেন।

নানা। বটে !

আজিম। নানা সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করতে চান।

নানা। হঁ, সাহেব নিজেই আসবেন ছুটে এতখানি আশা করিনি !  
কেল্লার কি খবর জান ?

আজিম। ঝড় ঝড়বার পূর্বলক্ষণ। স্তার হিউ হইলার এসে না পড়লে কাণপুরে আগুন এতক্ষণে জলে উঠতো। উনি আসতেই সব শুম হয়ে আছে।

নানা। আচ্ছা, সাহেবকে এইখানে নিয়ে এসো।

আজিমউল্লার প্রস্থান

তান্তিরা। তোমার কাছে এ সময়ে ছুটে আসবার কারণ ?

নানা । স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন । কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার । তুমি মুখোস খোলবার কথা বলেছিলে না বন্ধু, এইবার দেখবে তামাসা ।

আদিল । আমরা কি করবো ? থাকবো, না সরে যাবো ?

নানা । থাকবে । তার উপর সাহেবকে পড়বার চেষ্টা করবে । মানুষ পড়ার বিড়োও তো তোমাকে শিখিয়েছি আদিল ।

স্তার হইলারকে লইয়া আজিমের প্রবেশ । পিছনে চাপরাশীর ছদ্মবেশে  
শশধর । তাহার হাতে একটা কাইল ও একগোছা চাবি

নানা । আসুন—আসুন, অনায়েবল স্তার হিউ হইলার । আমার গরীবখানা আজ ধুজ্ব হল আপনার আগমনে । বসুন—বসুন ।

হইলার । তিন তিনবার ডাকিয়াও যখন আপনার দর্শন মিলিলো না—তখন বাধ্য হইয়া হইলারকেই আসিতে হইল আপনার দৌলতখানায় । নানা ধুকুপন্থকে এ প্রকার গাফিলতি করিতে তো দেখি নাই ! তবিয়ে তো ভালই দেখিতেছি ।

নানা । মানুষের তবিয়েতের সঙ্গে প্রকৃতির তবিয়েতের যোগাযোগ আছে, এটা মানেন তো ?

হইলার । নিশ্চয়ই মানিয়া থাকি ; কিন্তু তাহার জন্তে নানাসাহেবের পিছাইয়া থাকিবার ত কোন কারণ দেখি না । যদি বলি, আবহাওয়া খারাপ হইতেছে দেখিয়াই আমরা নানাসাহেবকে স্মরণ করিয়াছিলাম ? হাঁ, ইহারা—?

নানা । অতি আপনার জন । ইনি হচ্ছেন আমার পরম বন্ধু তান্ত্রিয়া তোপী । ভারী হিসেবী মানুষ । এই শত্রু বলছিলেন আমাদের—কোম্পানীর রাজস্ব একশো বছর পূর্ণ হয়েছে ! এখন কোম্পানীর তরফ থেকে স্তার হিউ হইলারের উচিত—ভারতবাসীকে একটা মস্ত ভোজ দেওয়া ।

হইলার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা উনি বলিতে পারেন। আর ইঁহার।

নানা। ইনি আমার সেক্রেটারী আজিম—আপনারা তো জানেনই একে!

হইলার। খুব জানি।

নানা। আর উনি?

আদিনাকে নির্দেশ

আজিম। আমাকে বলতে দিন গুরুজী! জানেন স্ত্রীর হিউ হইলার, এঁর বাবা ছিলেন একজন মস্ত কালোয়াং। এ অঞ্চলের সবাই তাঁর নাম শুনলে শ্রদ্ধায় শির নত করেন। মাতৃহীনা শিশু কন্তাটিকে নিয়ে সামান্য একটা কুঠীতে বাস করতেন তিনি। সবসময় হাঙ্গামার সময় জেনারেল আউটরাম যখন ইরপুরে ছাউনি করেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের ঘর আলিয়ে দেয়, তার গোরা হাবিলদার কিরকে সাহেব। পথে এসে দাঁড়ায় পিতৃহীনা সর্বহারা এই বালিকা। আমার গুরু নানা ধুন্ধুপহুজী সেই থেকে এই বালিকাটিকে নিজের কন্তার মত পালন করেন। সেই অল্পবয়সেই এই বালিকা ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে—

নানা। থাক থাক, ও সব অবাস্তব কথার আর প্রয়োজন নেই আজিম। এখন বলতে হকুম হোক, এমন কি প্রয়োজন পড়লো বার জন্ত অনারেবল স্ত্রীর হিউ হইলারের মতন মানী ব্যক্তির শুভাগমন হয়েছে নানাসাহেবের গরীবখানায়?

হইলার। প্রয়োজন পড়িয়াছে নানাসাহেব। সবাই বলে—আপনার মত হিসাব-নবীশ ইন্টিয়ায় আর ছুইটা নাই।

নানা। সে পরিচয় পেয়েছেন নাকি এমি মধ্যে?

হইলার। বহুং। সেরেস্তার সবাই বলে—হিসাব লইয়া যখনই গোলমাল বাধিয়াছে নানাসাহেবকে তখনই হইতে হইয়াছে মুন্সি আসান।



নানা। এবারের মুন্সিগটা কি ?

হুইলার। ঐ হিসাব আর কি ? মুন্সিগ হইয়াছে—কোম্পানীর বিস্তার টাকা কানপুরের ট্রেজারিতে জমিয়া গিয়াছে। এখন ঠিক করিতে হইবে কোন province-এর টাকা কি কি বাবদে জমা হইয়াছে। আব গুনিয়াছেন ত কতকগুলো বেইমান সিপাইদিগকে ক্ষাপাইতে সূচ করিয়াছে। ঐ বদমাসগুলোকে শাস্ত না করা পর্যন্ত ট্রেজারীর চার্জ এখন মিলিটারীকে লইতে হইয়াছে। বুঝিতেই পারিতেছেন আমাব দাবিত্ত কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে—তাহা এখন আপনার উপরে আমি চাপাইতে চাই।

নানা। অর্থাৎ—

হুইলার। আমি জব্বলী-মাহুষ। আমার কারবার তলোয়ার লইয়া। তাই আপনার মতন পাকা কলমবাজের হাতে ট্রেজারীর সহিত সমস্ত মালখানার চার্জ দিতে চাই। Hallow you—you—

শশধর চাবির তোড়াটি হুইলারের হাতে দিল

নানা। বুঝেছি, কলমবাজের হাতে দায়ে পড়ে তলোয়ার তুলে দিতে চান।

হুইলার। না না, তা কেন—

নানা। তা, নয় বা কেন—বলুন স্ত্রীর হিউ হুইলার! মালখানার ভার তো দিচ্ছেন, কিন্তু রক্ষা করবার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

হুইলার। ভার যখন দিতেছি, আপনিই রক্ষা করিবেন। আপনার তাঁবে বহু বিখ্যাসী লোক আছে গুনিয়াছি। কোম্পানীর এই বিপদের সময় আপনার উচিত নয় কি সর্ব্বতোভাবে আনাদিগকে সাহায্য করা ?

নানা। জানেন তো আমি কেরাণী—কলম চালাই, মুসাবিদা করি। লড়াই বাঁধলে কি করে সামলাব ? বিজোহী সিপাইরা যদি মালখানা লুট করতে আসে তখন আমি কি করবো ?

হইলার। বিদ্রোহীরা আপনার দেশবাসী ভাই আছে। আপনি মালখানার ভার লইয়াছেন তুনিলেই তাহারা মালখানা এ্যাটাক্ (attack) করিবে না।

নানা। হুঁ! কলমবাজের হাতে দিচ্ছেন আজ তলোয়ার। বেশ নিলাম চাবি। মালখানা এখন আমার।

( সাহেবের হাত হইতে চাবির গোছাটি লইয়া )

হইলার। ফাইলে একরারনামা আছে তাহাতে আপনার স্বাক্ষর—  
নানা। স্বাক্ষর! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ( তলোয়ার খুলিয়া ) এখন এই নানাসাহেবের স্বাক্ষর—স্ত্রার হইলার।

হইলার। আপনি কি সহসা অসুস্থ হইলেন নানাসাহেব ?

নানা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এ হাসি কি সুস্থতার লক্ষণ নয় স্ত্রার হিউ হইলার ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গেছি—ভারতবাসীর প্রাণখোলা হাসিটাও আপনারা সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু হাসিয়ে দিলেন উপরের ঐ রহস্তময় অদেখা একটা শক্তি—যাকে আমরা ঈশ্বর বলি। আমরা তাঁকে দেখি না, কিন্তু কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। নানাসাহেবের আজ্ঞা ভারত-সরকার শোনেন নি, ব্রিটিশ সরকার গ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু ওখান থেকে হয়েছে ডিক্রিজারী। তাই না, অনারেবল স্ত্রার হিউ হইলার স্ফু-স্ফু করে কানপুর থেকে বিঠুরে এলেন—তারই হাতে ইংরেজ কোম্পানীর মালখানার চাবি ভুলে দিতে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

হইলার। নানাসাহেব ? নানা ধুচ্চুপছ!

নানা। সেই মিষ্টভাবী প্রিয়দর্শন নিরীহ কেরাণীটির চেহারার পরিবর্তন দেখে চমকে গেলেন দেখছি। সত্যই আজ মুখের মুখোস খুলে ফেলেছি স্ত্রার হিউ হইলার! এতকাল কলম চালিয়ে এসেছি—এবার চালাব তলোয়ার, চালাব কামান; দেখাব ভারতীয় কেরাণীর এক অভিনব রূপ!

হইলার। সে রূপ দেখিয়াছি। আমার গুপ্তচরের মুখে শুনিয়াছিলাম  
আপনার নাম—কিন্তু বিসওয়াস করি নাই।

উদ্ধা। সে গুপ্তচর ঐ শয়তান—আমি ওকে—

ছুরী লইয়া আক্রমণ করিতে ছুটিল। হইলার পিস্তল বাহির করিলেন।

তাগিয়া ও আজিমউল্লা তলোয়ার খুলিয়া দুই দিক দিয়া হইলারকে

বাধা দিলেন। নানাসাহেবও সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধাকে নিরস্ত করিলেন

নানা। ছি—উদ্ধা! শত্রু শয়তান হলেও গৃহাগত অতিথি।  
এখানে অবধ্য।

হইলার। I warn you for the last time Nanasaheb—  
সাবধান—

নানা। সাবধান! এখন নানাসাহেবের সাবধান-বাণী শুহুন স্তার  
হইলার। আজ যে ভাবে মালখানার চাবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন—  
সেইভাবেই হিন্দুস্থান ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে সরে পড়বার জন্ত বলুন আপনার  
কোম্পানীকে। ভারতবাসীর পক্ষ হতে নানা ধুন্ধুপহের এই এখন মূল  
কথা—ভারত ছাড়—ইংরেজ বেনিয়া, হিন্দুস্থান ছোড়দো!

## সপ্তম দৃশ্য

### ঝাজীর পথ

#### গান

ছাড় হিন্দুস্থান ছাড় হিন্দুস্থান ছাড় হিন্দুস্থান—

শাসনের নামে শোষণ তোমার হোক হোক অবমান।

রাজ্যের পর রাজ্য গ্রাসিলে বিভেদের কোশলে

প্রতারণা করি সিরাজের সাথে বাংলা লইলে ছলে ;

এবার এসেছে যাবার সময় ভেদনীতি অবমান

জন-গণ-মম-মথিত এ ধ্বনি—ছাড় হিন্দুস্থান।

বাংলার বীর নন্দকুমারে মিথ্যার ফাঁদে কেলি  
 সত্যেরে দলি করিলে হত্যা ফাঁসীর মধ্যে তুলি,  
 নিজের রচিত সন্ধি পত্রে নিজে কর পদাঘাত  
 নারী ও শিশুর অধিকার গ্রাসে বাড়ালে লুক্ক হাত  
 এবার এসেছে যাবার সময় ভেদনীতি অবসান—  
 জন-গণ-মন-মণ্ডিত এ ধ্বনি ছাড় হিন্দুস্থান ॥

## অষ্টম দৃশ্য

### রাজা মহল

রাণী তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছিলেন, এমন সময় সীতা প্রবেশ করিল

রাণী। এ কি নূতন গান শুনিছি সীতা ?

সীতা। সর্বক্ষণ মন্দিরেই যে পড়ে থাক দিদি ! বাইরের তো  
 খবর রাখ না ? সবার মুখে আজ এই গান—হিন্দুস্থান ছোড়নো—

রাণী। আমার স্বপ্ন যে মিলে যাচ্ছে সীতা। দেবীর কাছে কেবলই  
 জিজ্ঞাসা করি—কবে পড়বে ভারতে মুক্তির আলো ? এ গান উঠেছে  
 কোথা হতে—কোথায় সে তীর্থ ?

সীতা। বিঠুর। তোমার সেই কেরানীই এই গান বেঁধেছে দিদি।

রাণী। নানা ভাই ? তবে কি দিন এসেছে সীতা ! আমি যে  
 তিনটি বছর ধরে তার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করছি। আশ্বাস দিয়েছিলেন  
 সেদিন, সব ভুলে সব ছেড়ে সব তার আমার উপর দিয়ে তুমি শুধু  
 ডাকো বোন মহাশক্তিকে ; জাগিয়ে তোল তাকে তোমার গুহ-চিহ্নের  
 আলোকে—দিন এলেই দেবী দেবেন সাড়া। দিন কি তবে এসেছে রে !  
 মহাকালের বিবাণ কি তাহলে বেজেছে সীতা ?

সীতা। তুমিই তো বলতে দিদি—দেবতার কথা মাহুকের মুখ দিয়েই

বেরিয়ে আসে। বিঠুরের মন্দিরে কলম ছেড়ে তলোয়ার ধরেছেন নানা সাহেব। হুমকী দিয়েছেন ইংরেজ কোম্পানীকে—ভারত ছাড়, হিন্দুস্থান ছোড়দো!

রাণী। সত্যি! সত্যি! দেখ দেখ সীতা, আমার সর্বাত্মক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। মনে পড়ছে ভাইজীর কথা—দিন আসছে বোন, দিন আসছে—সুদে আসলে সমস্ত 'লাহনার মাগুল সেদিন দিতে হবে ইংরেজকে। ভাইজীর কথা যাতে সত্য হয়—তারি জন্ত আমি বসেছিলাম মহাশক্তির চরণতলে।

সীতা। সে তপস্যা তোমার সার্থক হয়েছে দিদি। সারা ভারত-জুড়ে ফুটে উঠেছে আগুনের ফুলকী। বীর সিপাইদের হুঙ্কার উঠেছে—ভারত ছাড়, হিন্দুস্থান ছোড়দো—

রাণী। ঝাঙ্গীর কি অবস্থা জানিস?

সীতা। গোরাদের দুরাবস্থার একশেষ। সমস্ত সিপাইরা একজোট হয়ে স্কোন সাহেবের কাণে তাল ধরাচ্ছে; চীৎকার তুলেছে—আমাদের ঝাঙ্গী ছেড়ে দে—আমাদের ঝাঙ্গী আমাদের রাণীকে ফিরিয়ে দে।

রাণী। বলছে! বলছে তারা—ঝাঙ্গী আমাদের রাণীকে ফিরিয়ে দে? ভোলেনি তারা আমাকে?

সীতা। আজ তোমার জন্ত তাদের আহাৰ নিদ্রা নেই। সমস্ত কামান গোলাবারুদ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ইংরেজরা কেলায় আর ক্যান্টনমেন্টে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়াচ্ছে—এদিকে সারা সহর জুড়ে সিপাইরা তোমার নামে জয়ধ্বনি তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে।

লক্ষ্মণরাওয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। রাজ-রাজেশ্বরীর মন্দিরে আজ রাজ্যেশ্বরীর জয়জয়কার। আমিও বলি—জয় রাণী লক্ষ্মীবাঈজীর জয়!

রাণী। তিন বছর পর রাওকাকা এসেছেন রাজ্যহারা রাণীর জয়ধ্বনি তুলে ! ওরে, তোরা আসন আন, পাখা আন, বাতাস কর—

লক্ষ্মণ। তুমি আর লজ্জা দিওনা মা ! আমি নিজের এসেছি সাজা নিতে—রাজরাজেশ্বরী মহালক্ষ্মীর মন্দিরে—যেখানে তাঁরই অংশে অবতংশ হয়ে মা-লক্ষ্মী বিরাজ করছেন ।

রাণী। আপনার কথা শুনে এই আমি প্রথম ভয় পাচ্ছি রাওকাকা ! আমার সামনে দাঁড়ান তো—আমি একবার ভাল করে আপনাকে দেখি ।

লক্ষ্মণ। কি দেখলে মা ? বলো—বলো—

রাণী। রাওকাকা—একি আশ্চর্য্য ! আপনার চোখের কোণে জল ? সত্যি আজ যে একটা নূতন রূপ দেখছি ।

লক্ষ্মণ। নূতন রূপ দেখছো ? সত্যি বলছো মা ? আগের রূপ পালটে গেছে ? পালটাতেই হবে মা, পালটাতেই হবে । আমি যে আজ মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি সন্তানের মত ।

রাণী। কি হয়েছে রাওকাকা খুলে বলুন—আমি আপনার অতীতের সব কথা ভুলে যাচ্ছি । আমার মনে আপনার সম্বন্ধে কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, শ্বেদ নেই—

লক্ষ্মণ। এতো তুমি বলবেই মা—তুমিই বলবে । কিন্তু ইংরেজ কি বলে জান মা ? আমাদেরই নিয়ে নাকি তাদের ষত ভাবনা । আমি নাকি তলে তলে তোমার সঙ্গে যোগসাজস করে সিপাইদের ক্ষেপিয়েছি । সাহেবরা আমাদের কুত্তা বলেছে মা ।

রাণী। রাওকাকা ! কি বললেন ? ইংরেজ আপনাকে...ওঃ ! আর—আপনি চুপ করে শুনলেন সেই কথা ?

লক্ষ্মণ। না মা না—তখনই ইংরেজ জেনারেলের মুখের ওপর জবাব দিয়েছি—ভুলে গেছ সাহেব, ঝান্সীর বাঘকে তোমরাই কুত্তা বানিয়েছিলে,

—এখন থেকে দেখবে—আবার সে বদলে গেছে ; সে কুত্তা নয়—বাঘ ।  
তার সত্যিকার পরিচয় এবার পাবে ।

রাণী । এইতো আমার কাকাজীর কথা । তাইতো বলেছি,  
আপনার আগের রূপ পালটে গেছে ।

লক্ষণ । শুধু আমার রূপ পালটালে তো হবে না মা—সারা ঝাঙ্গীকে  
পালটাতে হবে । তার অযোগ্য অবিধা ইংবজেই করে দিয়েছে মা ! ওদের  
রেসিডেন্সী আজ দস্ত আর পাপের ভারে টলমল করছে ।

রাণী । সিপাইরা নাকি বিগড়ে গেছে ?

লক্ষণ । তুঘড়ীবাজীর মত তাবা আঙুনের ফোয়ারা তুলছে ।  
প্রত্যেক সিপাই—রাজ্যের প্রতিটি প্রজা এক বাক্যে চায়—তোমার ।  
সবাই বলছে—আমাদের রাণীকে চাই—রাণীকে চাই ।

নানাসাহেব, তান্তিয়া তোপী, গোসখাঁ, আজিমউল্লা ও সৈনিকদের প্রবেশ

নানা । সারা ভারতের আজ এই এক বাণী—আমাদের রাণীকে  
চাই । ঝাঙ্গী বলতে আমরা বুঝি—আমাদের রাণী, ঝাঙ্গীর রাণী !

রাণী । একি ভাইজী ! সত্যই তুমি এলে ?

লক্ষণ । আসতেই হবে মা আসতেই হবে । এ যে মহামারী  
রাজরাজেশ্বরী মহালক্ষ্মীর ইচ্ছা মা !

নানা । বলেছিলাম তো বোন, সর্বভার আমার ওপর দিয়ে তুমি  
শুধু জাগ্রত কর মহাশক্তিকে । দেবী জেগেছেন বলেই বৃদ্ধ দেওয়ান  
এসেছেন ভুলের মাশুল দিতে ; দেবীর ইচ্ছাতেই আজ কলম-সঞ্চল  
কেরানী সেনানীর সাজে ছুটে এসেছে তোমার সেদিনের লাঞ্ছনাকে  
সম্মানিত করতে । তুমিও বোন তাপসীর বেশ ত্যাগ করে রণচণ্ডীর  
রূপ ধরে তোমার তপস্বীকে কর সার্থক—সফল হোক কেরানীর স্বপ্ন ।

রাণী । সীতা ! শুনহিস্ তাইজীর কথা—

সীতা রাণীর দিকে একটবার চাহিয়াই সবেগে প্রস্থান করিল

নানা । আসবার সময় দেখে এসেছি, ঝাঙ্গীর দুর্গ-শিরে উড়ছে ইংরেজ কোম্পানীর পতাকা । ইংরেজ তার তোপখানা সুরক্ষিত করেছে ঐ কেল্লার । যে কোন মুহূর্তে দুর্গ থেকে তোপ দেগে ইংরেজ ঝাঙ্গীর প্রাসাদ চূর্ণ করতে পারে ।

লক্ষ্মণ । আর আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে একটাও কামান নেই ।

গোসখাঁ । একটা কামান আজ যদি পেতাম মা ?

রাণী । চারটে কামান যদি আমি তোমাকে এনে দিতে পারি গোসখাঁ—

গোসখাঁ । ইয়া আল্লা ! তা যদি পার মা, তাগলে ইংরেজের সঙ্গে ভাল করে বোঝাপড়া করে দেখি । ইংরেজকে একবার ঝাঙ্গীর ঝাঁজ বুঝিয়ে দিই ।

লক্ষ্মণ । কিন্তু কামান তুমি কোথায় পাবে মা ? সমস্ত কামানগুলোই যে ইংরেজ ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে ।

রাণী । আমার এই ভাইজী তার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন অনেক আগেই ।

সকলে । জয় নানাসাহেব কী জয় ?

নানা । না না না—জয়ধ্বনি তোল ঝাঙ্গীর রাণীর ! এ ধ্বনিকে সার্থক করতে হবে—বুটীশ-কেতন-লাহিত ঝাঙ্গীর ঐ দুর্ভেদ্য দুর্গ বাহুবলে উদ্ধার করে, তার শিখরে সগৌরবে রাণীর বিজয়-কেতন তুলে ; বিজিত দুর্গেই হবে রাণীর রাজ্যাভিষেক ।

রাণীর শিরোজ্ঞাণ ও কুপাঙ্গলইয়া সীতার প্রবেশ । নানাসাহেব কুপাঙ্গ রাণীর হাতে দিলেন । সীতা শিরোজ্ঞাণ রাণীর মাথায় পরাইয়া দিল

নানা । ধর—ধর সুম্মা, আবার ধর তোমার পরিত্যক্ত কুপাঙ্গ—দাঁড়াও আমার সম্মুখে আমার কল্পনার মূর্তিতে—সার্থক কর কেরাণীর স্বপ্ন ।



রাণী। তাই হোক, ভাইজী ! তোমার পরম তেজে জেগে উঠুক  
আমার রূপাণ ; লক্ষ্য হোক—ঝাল্লার মুক্তি ! ঝাল্লী—ঝাল্লী—ঝাল্লার  
জন্তু লক্ষ্মীর মৃত্যুপণ !

নানা। বল সকলে—রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয় !

সকলে। জয়, রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়। জয়, রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

রানী । প্রাসাদ—অলিন্দ

রানী লক্ষ্মীবাঈ সুসজ্জিত কক্ষের অলিন্দে দাঁড়াইয়া রাজপথবাহী মিছিলের জয়ধ্বনি শুনিতোছেন । স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসরনকারী বীর নেতাদের উদ্দেশে বহুকণ্ঠের মিলিত ধ্বনি উঠিয়াছে—

বীর তান্ত্রিয়া তোপি জিন্দাবাদ ! পেশোয়া নানাসাহেব জিন্দাবাদ !  
বীর আজিমউল্লা জিন্দাবাদ ! রাজা নৃপৎসিং জিন্দাবাদ ! রাণা বেণী সিং  
সাধু জিন্দাবাদ ! নবাব বাহাদুর খাঁ জিন্দাবাদ ! আলেম আহম্মদ শা  
জিন্দাবাদ ! স্বামীজী জিন্দাবাদ ! মহাশয়ী লক্ষ্মীবাঈজী জিন্দাবাদ !  
মহারানী লক্ষ্মীবাঈজী জিন্দাবাদ ! মহারানী লক্ষ্মীবাঈজী জিন্দাবাদ !

লক্ষণরাও প্রবেশ করিলেন । রানী অলিন্দ হইতে কক্ষমধ্যে

আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ।

রানী । আহুন কাকাজি—বসুন ।

লক্ষণ । দেখছ মা—জাতির প্রাণে কি রকম দেশাত্মবোধ জেগেছে !  
বিপ্লবী বীর তান্ত্রিয়া তোপি ইংরেজ জেনারেল উইণ্ডহামকে হারিয়ে  
দিয়ে—তার বিশাল ফৌজ বিধ্বস্ত করেছেন, এরজন্মে স্বাধীনতার  
কি আনন্দ !

রানী । তাই দেখছিলাম কাকাজি । আর উৎফুল্ল হয়ে তাবছিলাম—  
অন্ত অকালের এক জনী লোকের শৌর্যে সারা দেশের কি আনন্দ ! এক

ব্যক্তি, আর একটি অঞ্চলের জন্ত সার্বজনীন এই দরদ বুঝি এই প্রথম এসেছে—জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবলম্বন করে।

লক্ষণ। সত্যি মা—ঠিক অনুমান তুমি করেছ। কিন্তু এর উপলক্ষ হচ্ছেন—অযোধ্যার বেগম এবং বাস্তব রানী। আর, সারা-ভারতের মধ্যে দেশাত্মবোধেব এই দরদ জাগিয়েছেন মা সর্বপ্রথম তোমার সেই কেরানী ভাইজী—ধুন্ধুপস্থ নানাসাহেব।

রানী। তাই, তু নিতাই আমি তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করি কাকাজি। আর, এও জানি, কেরানীর সেই স্বপ্নকে সার্থক করেছেন আরও গুটিকয়েক খেয়ালী—লোকের কাছে যারা পেয়েছেন বরাবর উপেক্ষা। তাঁদের একজন ভাবুক—ভাবের আবেগে কবিতা বাধেন, একজন ভবঘুরে—বহুঙ্গণীর মত ঘুরে বেড়ান নানা দেশে, একজন নাচওয়ালী, গানে নাচে লোককে আনন্দ দেন।

লক্ষণ। বুঝিছ মা, তুমি বাঙ্গালী কবি আনন্দ স্বামী, তোমার সেই ধর্মপুত্র শিখণ্ডী অর্থাৎ আজিমউল্লাহ, আর আজিজান ওরফে উদ্ধার বাক্সের কথা বলছ। সত্যি মা—স্বাধীনতার এই যুদ্ধ এদের দানও যে কি বিরাট তার বুঝি নিরিখ হয়না।

রানী। জাতির কাছে এঁরাও চিরদিন নমস্ত হয়ে থাকবেন কাকাজি! এঁদের জন্তই আমরা পেয়েছি—বীর তান্ত্রিবা প্রমুখ বিপ্লবী বীরদের। অলিন্দে দাঁড়িয়ে সৈনিকদের উল্লাসধ্বনি শুনতে শুনতে আমি এদের কথাই ভাবছিলাম কাকাজী। যাক—এখন এদিককার খবর বলুন। এর পর ইংরেজ কি চাল চালাবে কিছু জেনেছেন?

লক্ষণ। ইংরেজ এখন শ্রোনের মতন তাকিয়ে আছে মা, আমাদের বিপ্লবী বীর নেতাদের দিকে।

রানী। তার মানে?

লক্ষণ। মানে এই—কতক্ষণে কমতা হাতে নেবার অঙ্কে নেতাদের

মধ্যে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়, আর তাই নিয়ে সুন-উপসুন্দের লড়াই বেধে যায়। ইংরেজ সেট সুযোগটির প্রতীক্ষা করছে।

রাণী। তাই নাকি ?

লক্ষণ। কিন্তু নানাসাহেব যে ভাবে ইংরেজ জাতটাকে আগাগোড়া পড়েছেন, তাতে মনে হয় না—ইংরেজের এই দুরাশাকে কিছুতেই তিনি সফল হতে দেবেন না। দিল্লীর সভায় এ সম্বন্ধে একটা হেতুনেস্ত নিশ্চয়ই তিনি করবেন। হ্যাঁ, বিপ্লবী নায়কদের একান্ত ইচ্ছা যে, দিল্লীর সভায় উপস্থিত হয়ে, তুমিও মা—

রাণী। না—কাকাজি! ঝাঙ্গী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আপনিই ঝাঙ্গীর প্রতিনিধি হয়ে বরং দিল্লীর সভায় যোগ দেবেন। সে সভার সিদ্ধান্ত আমি নতমস্তকে মেনে নেব।

লক্ষণ। মাথের যদি সেই ইচ্ছা হয়—তাই হবে। হ্যাঁ, কদিন ধরেই একটা কথা বলি বলি করেও তোমাকে বলা হয়নি মা, কিন্তু আর না বলেও পারছি—

রাণী। এমন কি কথা রাওকাকা—যে, বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন ?

লক্ষণ। কথাটা ঐ ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ গোরাকুলোকে নিয়ে মা ! সেবার তোমার দাপটে কেলা থেকে হটে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ওবা যখন আশ্রয় নিলে—তোমার দখাতেই সে যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু তার পর চারদিকে কামান বসিয়ে ক্যান্টনমেন্টকে যখন কেল্লার মত দুর্ভেদ্য করে তুলল—তখনো তুমি কিছু বললে না। শুধু তাই নয়—আর কেউ না জাহুক, কিন্তু আমার ত জানতে বাকি নেই মা—সিপাইদের অজ্ঞাতে চুপি চুপি তুমি ওদের দানাপানি পর্য্যন্ত যোগাচ্ছ, নৈলে এতদিনে ওরা অনাহারে মরে যেত !

রাণী। ওনিহি, রসদ বন্ধ করে শত্রুকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা এম্বুগের যুদ্ধের একটা মন্ত কৌশল। তা সত্ত্বেও যখন সুনলাস—অবরুদ্ধ

গোরাবের মধ্যে অর্ধেকেরও অধিক নাবী, রোগী আর দুঃখপোস্ত শিশু, তখন নারীব অন্তর দিবে আমি তাদের অবস্থাটা উপলব্ধি করেই রক্ষাব দাখিল নিয়েছি কাকাজি।

লক্ষণ। কিন্তু শত্রুই ব্যবস্থা দিয়েছে মা, ঋণ বহি ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। নিঃশেষ না করলে পরে ক্ষতিকর হবে থাকে।

রাণী। যোদ্ধাদের সঙ্গেই আমাদের যুদ্ধ রাওকাকা; সে যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার শৌর্য্যোব উগ্রতা কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। কিন্তু যখন দেখব—সেই যোদ্ধারা নারীর মত অসহায়, রুগ্ন, মুগ্ধ, তখনই সেই উগ্র নারীত্ব মমতাব পরশে শত্রুকে নেমে আসতে বাধ্য। তখন ভুলে যাব শত্রুতা—মনে হবে, আমি মা—শুধু মা।

লক্ষণ। কিন্তু তোমার এ মহত্বের কি মান ওরা রেখেছে বলতে পারো? তুমিই ভেবে দেখ মা—কি স্পর্ধা ঐ মুষ্টিমেব গোরাগুলোর, আর—ওদের সরদার ঐ কর্ণেল স্কীনের! তলে তলে তোমার মত করুণাময়ীর করুণা নিতে হাত পাতবে, তবুও আত্মসমর্পণ করতে মাথা নিচু করবে না। এর ওপর আর এক কথা মা, তোমার কাছে লাহোর প্রতিশোধ নেবার জন্তে টংরেজরা ভবরু রকমের তোড়জোড় করেছে—ওদের বিখ্যাত জেনারেল হিউ বোজ নাকি মধ্যভারতের সমস্ত গোরাপন্টন একত্র করেছে ঝালদী আক্রমণ করবার মতলবে। স্ত্রার হিউ জইলার পাঞ্জাবীদের দলে টানছেন। আমি অবজ্ঞা চর পাঠিয়েছি সঠিক খবর নেবার জন্তে। যদি এ খবর সত্যি হয়, তখন কিন্তু তোমাকে শক্ত হতে হবে মা—নতুবা, রাজধানীর বুকের উপর শত্রুর ঐ ঘাঁটি তখন কিন্তু মহা বিপত্তির কারণ হবে।

রাণী। সে তখন দেখা যাবে রাওকাকা। যে পর্যন্ত তেমন কোন সঙ্কট না আসছে, ওরা যেমন আছে তেমনি থাকুক। আপনিনী বলুন কাকাজি! ঝালদীর দশ হাজার বোদ্ধা যদি ঐ শ-কয়েক বিদেশীর উপর

রাণীষে পড়ে একটা কলঙ্কময় হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি করে, তাতে কি রাজার রাণীর মুখ উজ্জ্বল হবে ? রাজ্যভার হাতে নিয়ে রাজ্যবাসী সকলকেই যে, সন্তানের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি রাও কাকা ! আমার রাজ্যমধ্যে এরাও আমার একদল সন্তান । উদ্ধত চরিত্রীনীত সন্তান ভেবেই আমি ওদের উচ্ছেদেব চেষ্টা করিনি । সন্তান দুই হোলেও মা কি কখনো তাদের অনাহারে রেখে নিজের মুখে আহার্য্য তুলতে পারি রাও কাকা ?

লক্ষণ । কমা কর মা—কমা কর । সার্থক তুমি মা হয়েছিলে । অত লাঞ্ছনার পরেও রাজ্যভার পেয়ে তুমি লাঞ্ছনাকারীদের সন্তান সাবাস্ত করে আশ্রিত আছ ! আর—ওরা আমাকে কুস্তা বলেছিল বলে সে অপমানের জালা আজও তুলতে পারিনি—প্রতিশোধ নেবার জন্য ছটফট করে বেড়াচ্ছি ! মাতৃহের এক অপূর্ব্ব আদর্শ তোমার মধ্যেই দেখে মা, নিজেও আজ ধন্য হলাম ।

রঘুর প্রবেশ

রাণী । এই যে, রঘু—কি খবর বাবা ?

রঘু সশ্লিষ্ট দৃষ্টিতে দেওয়ানজীর দিকে তাকাইল

রাণী । দেওয়ান-কাকাকে দেখে কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই বাবা, উনি সব শুনেছেন ।

রঘু । ক্যান্টনমেন্টে গোপনে আহাৰ্য্য পাঠাবার কথাটা সিপাহী মহলে জানাজানি হয়ে গেছে মা !

রাণী । তাই নাকি ? তাহলে সিপাহীরা আমার ওপর খুব চটে গেছে বল ?

রঘু । আমার ভয় হচ্ছে মা, তোপি সাহেবের বিজয় ব্যাপারে সহরে যে উত্তেজনার ঢেউ ছুটেছে—তাতে ক্যান্টনমেন্ট ভুবে না যার !

রাণী । বল কি ! আমার অজ্ঞাতেই তারা অভদ্র অগ্রসর হবে ? না—না—সে সাহস তাদের হবে না ; রাণীর আজ্ঞাবহনে তারা পশব্দ ।

লক্ষণ। রঘুবাবু বথার্থ অহুমানই করেছেন। তোমার এ করুণার মর্ম্ম তারা বুঝবে না মা! ক্যান্টনমেন্টে হামলা যদি বাধাব—আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বাণী। তাহলে আপনি এখনি ঘোষণা প্রচার করুন রাওকাকা—ক্যান্টনমেন্টের ইংরেজরা আমার আশ্রিত, আমি ওদের প্রত্যেককে অভয় দিযেছি।

শত্ৰুর প্রবেশ

শত্ৰু। সে সময় আর নেই রাণী মা! ওদিকে সর্বনাশ শুরু হয়েছে—

লক্ষণ। সে কি শত্ৰুবাবু!

বাণী। কি বলছ শত্ৰু! তবে কি—

শত্ৰু। আব কি বলবো মা—তোপি সাহেবের বিরাট জবের খবর নিয়ে কাণপুৰ থেকে যে সিপাইরা এসেছিল, তাবা ঝাঙ্গীর সিপাইদের ক্ষেপিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ইংরেজ ব্যারাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

রাণী। রাও কাকা! কে আঁছিস্—আমার ঘোড়া বার কর শীগ্গীর—

শত্ৰু। কোথায যাবে মা, কি দেখতে যাবে! গোরাদের গুলী বারুদ সব ফুরিয়ে গেছে—খবর রেখেছিল! তার পর মা—‘ম্যাসাকার’ কাণ্ড! সবাইকে কোতল করেছে—পুরুষ নারী শিশু রুগ্ন—কাউকে বাঁচ দেযনি মা—রক্তের নদী বহে চলেছে ইংরেজ-ব্যারাকে; আর সেই রক্তের উপরে হজা তুলে রাক্ষসের মত নৃত্য করছে হাজার হাজার সেপাই!

রাণী। ও! একি হলো! একি মর্মান্তিক ছর্ঘ্যোগ এলো আমার জীবনে—আমার ঝাঙ্গীর বুকে! তুনছেন রাও কাকা—তুনছেন? আমার সব চেষ্টা—উ!

লক্ষ্মণ। তাই ত মা ! এত শীঘ্র বে ওরা এমন করে—

রাণী। আমার ঝাল্মীর বৃকে আজ নৃশংস অনাচারের অগ্নি শত শিখা মেলে জ্বলে উঠেছে।

রঘু। দয়াময়ী রাণীমার অপার দয়া এতদিন যাদের বক্ষা করেছে—

রাণী। আজ তাকে রাক্ষসী-মায়া বলে সারা দেশ রাণীকে অভিশাপ দেবে। হ্যাঁ—তার আগেই আমাকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত—

লক্ষ্মণ। একি, উন্মত্তের মত কোথা চলেছ মা—

রাণী। আমার স্বদেশী সন্তানদের উত্তম অস্ত্র মুখে নিজেকে সমর্পণ করে—আমার বিদেশী সন্তানদের আত্মাগুলোকে তৃপ্তি দিতে চলেছি বাও কাকা !

সীতার প্রবেশ

সীতা। দিদি, দিদি। স্বীন সাহেবের বিবি এসেছেন তোমার কাছে—বোঁরখার সর্কান্স ঢেকে। দেখা করতে চান।

বাণী। কর্ণেল স্বীনের বিবি ! উ ! কোথায় তিনি—নিষে এসো।

সীতা। ঐ যে, এসেছেন।

বোঁরখা পরিভূতা এমিলি প্রবেশ করিয়াই মুখের আবরণ খুলিয়া কেলিল

এমিলি। হ্যালো রাণী সাহেবা—ঝাল্মীর রাণী সাহেবা—সাবাস ! টুমির কীর্তির কথা শুনিয়াছে ? ভামীদের রেসিডেন্সী ভট্যাশালা ভইয়াছে—সমস্ত কিনিস্ করিখা দিয়াছে টুমির টুপস্ ! ভামি আসিবাছে টুমিকে বহৎ বহৎ থ্যাঙ্কস্—ধন্যবাদ দিবার নিমিত্ত—

রাণী। আমাকে কমা কর মেম সাহেব—কমা কর ! না, না, কমা চাইবারও মুখ আমার নেই। তুমি শুধু আমাকে বোঝবার চেষ্টা কর—এই অহরোধ, শুধু বোঝবার চেষ্টা কর।



এমিলি। টুমিকে বহুট অগ্রে হামি বুঝিয়াছে—উটম করিয়া বুঝিয়াছে—যে দিবস হইতে টুমির প্রেবিত দুই ব্যক্তি রসদ লইয়া, মিষ্ট লইয়া, বহুৎ বহুৎ খাণ্ডবস্ত্র লইয়া হামিদের রেসিডেন্সীকে ছেল্ল করিতে গিয়াছিল, সেই দিবস হামির হজব্যাণ্ড কর্ণেল স্কোন কহিয়াছিল—ইহা চটুরা রাণীর চাটুরী আছে। কিন্তু হামি কহিয়াছিল—নো, নো, ইহা চইটে পারে না—হামি রাণীকে জানে! But now—অগ্ন হামি কি বলবে—কি বলিবে? Oh my poor husband—

রাণী। তোমার যা চছা হয়, তাই বল মেম সাহেব! রাক্ষসী পিশাচী সয়তানী—যে আখ্যাই দেবে, আমি নীরবে শুনব—সহ্য করব। আমার রাজ্যে—আমার সৈন্তদের এই পাশবতার জন্তে নিজেকেই আমি দায় মনে কার—মাথা নিচু করাছি তোমার কাছে মেম সাহেব, তুমি আমাকে শাস্তি দাও। যদি তোমার কাছে পিশুল থাকে—ছুরিকা থাকে—ব্যবহার কর অবাধে; প্রায়শ্চিত্ত মনে করে আমি তাতেই তৃপ্ত পাব।

এমিলি। নো নো নো—টুমিই হামিকে ক্ষমা কর রাণী সাহেব! টুমিকে দেখিয়া—টুমির বাক্য শুনিয়া হামি বুঝিতেছে—হামি যে ধারণা করিয়াছিল, তাহা ভুল আছে—You have shoken me from head to foot. হামি বুঝিতেছে—এই অপকীর্তির কারণ টুমি না আছে, টুমিদের জাতি না আছে, ইহা হইতেছে হামিদের জাতির পাপের পানিশমেন্ট! উপর হইতে গড দিয়াছেন এই শাস্তি। ইহা Nemesis retributive justice! এখন হামি এক প্রেয়ার—ভিক্ষা আনিবাছে রাণী সাহেবার কাছে—কিছু... ..

রাণী। ভিক্ষা নয় যেম সাহেব! বল—হুকুম। এতে কিছু করবার কিছু নেই; বল তুমি—বল।

এমিলি। But I afred—বলিটে হামি...

রাণী। নির্ভয়ে বল মেম সাহেব—যদি আমাকে প্রভাষ করে থাক, তাহলে এঁদের কারুব ওপব কোন সন্দেহ রেখ না—মা।

এমিলি। মা! তুমি আমাকে mother कहিলে রাণী সাহেবা! টবে—টবে—আমি ডর কবিবে না—টবে—আমি ভরসা করিবে—হামির স্বামী টমির নিকট বিষ্টব অপবাধ করিলেও—টুমী টাটাকে father ভাবিয়া save করিবে—রকসা করিবে।

রাণী। সেকি মা—তোমার স্বামী কর্ণেল স্কীন—

এমিলি। still he alive; কিন্তু অধিক সময় বাঁচিবে না—যদি টিনিকে টুমি.....

রাণী। তোমার স্বামী কর্ণেল স্কীন তাহলে বেঁচে আছেন? কোথায় তিনি—বল মা, স্পষ্ট করে বল—কোন ভয় নেই—

এমিলি। He is seriously wounded. মৃতদিগের সতিত মৃটের মটন পড়িয়া আছেন—টুমি ইচ্ছা করিলে টিনিকে—আমার স্বামীকে—Oh mother! mercy, mercy—হামির স্বামীকে উট্‌ধার কর—রকসা কর—my poor husband—the hope of my life—

রাণী। নিশ্চিন্ত হও মা—এই হোক আমার সাধনা। রাও কাকা—

লক্ষণ। এ ভার আমি নিছি মা! তুমি নিশ্চিন্ত হও—

রাণী। আমি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না রাও কাকা—জাতির শৌর্য্য আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তাকে ফেরাতে হবে—নারীত্বের আলো দেখিবে। ওদের কৃত অনাচারের অধিকূণ্ডে অশ্রুর অঞ্জলি দেবে রাণীর সংগে ঝাঙ্গীর প্রত্যেক মেয়ে! এসো না আমার সঙ্গে।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

এলাগাবাদ ইংরেজ ছাউনি । তার ছইলারের শিবির-কক্ষ

তার ছইলার ও মিসেস ছইলার ( লিলি )

লিলি । আশ্চর্য ! ইংরেজের কাছে যার বিদ্যা-বুদ্ধির হাতে খড়ি—  
এমন একটা কেরাণী মাথা খেলিয়ে সারা ভারতবর্ষকে মাতিয়ে তুললে !

ছইলার । হ্যা—ইংরাজের নিকট শিক্ষিত এলেম ইংরাজ জাতিকে  
খেলাইয়া অবাক করিলেন নানাসাহেব—কেবল তাঁহার মাথার বুদ্ধি  
খেলাইয়া । ইংরাজের শিক্ষিত সিপাহীদিগকে হস্তে আনিয়া ইংরাজ-  
দিগকে ‘ফুল’ বানাইয়া দিলেন ।

লিলি । একেই বলে—যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙলো  
দাঁতের গোড়া ।

ছইলার । যহ পূর্ব হইতেহ নানাসাহেব কেরাণীর কলম চালাইবার  
সহিত হাসিতে হাসিতে মাথা খেলাইবার অনেক কথাই বলিতেন ! তখন  
মনে হইত কোতুক—I mean jock করিতেছেন ; এখন বুঝিয়াছি, অন্তরের  
কথাই কহিতেন—সত্য কথাই বলিতেন ; আজিকার—এই প্রেক্ষেপ্ত  
মিউটিনীর প্রায় তাঁহার মাথার ভিতরে যহ পূর্বেই রেডি হইতেছিল ।

লিলি । তার পর সুখোস খুলেই ক’টা মাসের মধ্যে যে দিক্‌বিজয়  
কাণ্ড করলে—বা মালুকের সাধা নয় । কেরাণী হলো পেথোয়া—  
এবার বাদশা এবার লালশায় দিল্লীতে ছুটেছে ।

ছইলার । কোম্পানীর চাক্ষ এক্ষণে উহার উপরেই নির্ভর  
করিতেছে—মাই ডার্লিং !

লিলি । তার মানে ?

ছইলার । দিল্লী জয় করিয়া সিপাহীদিগের মধ্যে এখন এই সমস্ত

উঠিয়াছে—দিল্লীর তক্তের উপর কাহাকে বাদশা করিয়া বসাইবে! মুসলীম লোক চাহিতেছে—উপযুক্ত কোন মুসলীম নীডারকে তক্তে বসাইয়া বাদশা বানাইবে। And other side হিন্দুরাও জিদ ধরিবে নানাসাহেব অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁহাকেই তক্ত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এখন সকল প্রতিজ্ঞ হহতে নীডারগণ তাকাইয়া আছেন—দিল্লীতে কি কবলা হয় তাহার দিকে।

লিলি। বুঝিয়াছি—তোমরাও শকুনের মতন চেয়ে আছ—কখন এই বাদশাহী নিয়ে হিন্দু মুসলমানের ঘবোয়া লড়াই বাধে—আপনা-আপনি কাটাকাটি করে হংরেজের চাম্বা আবার ফিবিবে দেয়!

হইলার। যতপি বিলাত হইতে নিউ এনফিল্ড গান, গ্র্যাণ্ড ক্রেস টুপস্ না আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পাঞ্জাবী টুপস্ হামাদিগকে help না কবে—তাগ হইলে নানাসাহেব সেহ যে সাংঘাতিক কথা কহিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইবে—তল্লা-তল্লা লইয়া ইংবাজকে ভারতবর্ষ ছাড়িতে হইবে।

লিলি। ভাগ্যিস্—আমরা কানপূব থেকে এলাহাবাদে এসে পড়েছিলুম!

হইলার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি ডালিং যে আমি পলাইয়া আসি নাই—আসিয়াছিলাম এলাহাবাদকে বক্সা করিতে। কিন্তু জেনারেল উইণ্ডহাম টোপীর নিকট ডিফিট হইয়া বৃটিশ প্রেস্টিজ ডুবাইয়া দিল—সেভেন হান্‌ড্রেডস্ ইউরোপীয়ানস্ আটক পড়িল! সেই দিবস হইতে রাতে ঘুম ছিল না চোখে। এতগুলি ইংরেজ—men women and boys অবরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুর দিন গণিতেছিল! যে দুর্ভাগ্যেব কল্লনাও কোনদিন ইংরাজ করে নাই! কিন্তু আজ আমি ঘুমাইতে পারিব—নানাসাহেব আমাকে নিশ্চিন্ত কথিয়াছেন তাহাদিগের সম্বন্ধে।

লিলি। কি করেছেন নানাসাহেব?

হইলার। আমি নানাসাহেবকে অহরোধ করিয়াছিলাম,—অবরুদ্ধ

ইংরাজদিগকে তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অভয় দেন; তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে সারেণ্ডার কবিরার নিমিত্ত অর্ডার দিব। সদাশয় নানা এক সন্তে আমার সে অনুবোধ রক্ষা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—ইংরাজদিগকে নৌকাযোগে এলাহাবাদে পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়াছেন।

লিলি। কি সন্তে নানাসাহেব এতটা সদয় হলেন?

হুইলার। সিপাহীদিগের নিকট একান্ত অপরাধী এক ব্যক্তিকে নানাসাহেবের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে—তিনি তাহার বিচার করিবেন।

লিলি। কে সেই ব্যক্তি?

হুইলার। লেফটেন্যান্ট কিংকে।

লিলি। ও! কিন্তু বিজ্রোহাদের খাতিরে তাকে ত্যাগ করা মানে, ব্রিটিশ প্রেস্টিজকে জাহারমে দেওয়া—বিজ্রোহীদের কাছে পরাজয়ের চেয়ে ব্রিটিশজাতির এ হীনতা আরো মর্মান্তিক!

হুইলার। কিন্তু সাত শত ব্যক্তির জীবনের অনুরোধে এ পরাজয়কে স্বীকার করা ব্যতীত আর কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই।

শশধরের প্রবেশ

শশধর। Good news জামাইবাবু স্তার—very very good news স্তার!

হুইলার। কি হইয়াছে?

শশধর। কিরক সাহেব এনিমিদের প্ল্যানটেন শো করে পালিয়ে এসেছে স্তার!

হুইলার। what—what—

লিলি। পালিয়ে এসেছে? কেমন করে পালিয়ে এলো সে?

শশধর। মাথা খেলিয়ে দিদিমণি—বোঁথা পরে মুসলমানী নেজে তোফা পালিয়ে এসেছ কিরকে সাহেব।

হুইলার। what! আপনকার লাইফ সেভ করিবার নিমিত্ত কানপুবে hundred-fold life—men, women and child দিগের future চিন্তা করিল না that selfish fool!

শশধর। চিন্তা করবার কিছু নেই জামাইবাবু আর! কিবকে সাহেবের বদলে একটা মড়াকে—dead whiteman আর—কিরকে বলে সেখানকার সাহেবরা চালিয়ে দেবে স্থিৰ হয়েছ জামাইবাবু আর! সার্জ করলেও কিরকে সাহেবকে সেখানে পাবে না আর!

লিলি। তাহলে একটা মতলব খেলেই এসেছে—

হুইলার। সে মতলব আমি বানচাল করিয়া দিবে—টাহাকে কানপুবে ফিরিয়া গিয়া সাবেগার করিতে হইবে atonce—

লিলি। বল কি?

হুইলার। ইহা ব্যতীত হামার প্রেষ্টিজ রক্ষা করিবার দ্বিতীয় পথ না আছে—there is no other way. সেই বন্দোবস্ত হামি এখন করিবে।

হুইলারের প্রস্থান

শশধর। র্যা—তাহলে যে উলটো উৎপাত হলো দিদিমণি! আসতে না আসতেই কিরকে সাহেবকে ধুল পায়ে ফিরে যেতে হবে?

লিলি। হবেই ত—ঐ হতভাগা যে সত্যিই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্তে সাত শ প্রাণীকে ডুবিয়ে এসেছে। চল—দেখি গে।

উভয়ের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী আম-দরবার—উচ্চ মহলের উপর শূন্য সিংহাসন

মহলের নিম্নে উভয় পার্শ্বে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ আসীন। যথা : নানাসাহেব, লক্ষ্মণরাও, তাস্তিয়া ভোপী, আরার বুদ্ধ রাজা কুমার সিংহ, রম্মার খল্ল রাজা নৃপৎ সিংহ, শঙ্করপুরের তরুণ রাণী বেণীসাহু, রোহিলখণ্ডের যুবক নবাব বাহাদুরখাঁ, কন্নড়াবাদের আলেক আহম্মদ শা প্রভৃতি।

মঞ্চস্থ সকলে ও নেপথ্যে। হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ ! বিপ্লব জিন্দাবাদ !  
লক্ষ্মণ। এই বিপুল জয়ধ্বনির সংগে আমি আর একটা ধ্বনি মিলিয়ে দিতে চাই—যে ধ্বনি প্রথম নির্গত হয়েছে এই মহাবিপ্লবের মহানেতা নানা সাহেব ধুকুপহুজীর কণ্ঠ থেকে—হিন্দুস্থান ছোড় দো !  
আংরেজ বেগিয়া—হিন্দুস্থান ছোড় দো।

মঞ্চ ও নেপথ্যে। হিন্দুস্থান ছোড় দো—আংরেজ বেগিয়া !  
নানাসাহেব জিন্দাবাদ ! দেওয়ান লক্ষ্মণরাও জিন্দাবাদ।

লক্ষ্মণ। দেওয়ান লক্ষ্মণরাও অতি ক্ষুদ্র প্রাণী—ঝালার মতীয়সী বীরাক্ষণ—রাণী লক্ষ্মীবাদেজীর সেবায় শেষ জীবন উৎসর্গ করেছি বলেই আজ দিল্লীর সিপাহী-দরবারে এই দীনের শিরে এভাবে সম্মান-পুষ্প বর্ষিত হচ্ছে।

কুমার সিং। বন্ধুগণ ! এ পর্যন্ত একমুখী হয়ে চলেছে বীর সিপাহীদের বিজয় পর্ব। গত দেড় বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষে এক লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশী জমি আমাদের দখলে এসেছে ; কঁলে, সাড়ে চার কোটি ভারতবাসী পেয়েছে আজাদী ; বহু বহু নগর, কেল্লা, বন্দীশালা আমাদের হাতে এসেছে। এখন এ সমস্ত শৃংখলার সংগে রক্ষা—অর্থাৎ শাসন-পালনের ব্যবস্থা করা চাই। তাই প্রয়োজন হয়েছে—বাদশাহের মন-মর্ষাদার সঙ্গে বাদশাহী থানদানি দিয়ে এমন এক যোগ্য

ব্যক্তিকে ঐ গদীতে বসাতে হবে—আমরা সবাই ঠাঁকে বাদশাহ-নামদার ভেবে তাঁর হুকুমৎ মেনে চলি। আমাদের মধ্যে দেওয়ান লক্ষণরাওই হচ্ছেন সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি ; কাজেই—সেই নামী ও মানী ব্যক্তির নামটি আপনিই প্রস্তাব করুন দেওয়ান সাহেব !

লক্ষণ। সমস্তার সমাধান করতে বসে আপনারা যে দেখছি আমাদেরও এক গুরুতর সমস্তার মধ্যে ফেললেন। তাহলে অসকোচেই বলি, ঠিক যেমনটি আপনারা চান, অর্থাৎ—যাঁর নির্দেশে সারা দেশের গতি চলবে, সবাই ঠাঁকে সত্যিই মানবেন—তিনি হচ্ছেন, ঝাঙ্গীর রাণীসাহেবা। যাঁর নামে সৈনিকের হাতের তলোয়ার নাচতে থাকে, পাথর জেগে ওঠে যাঁর ডাকে,—সেই বীরাক্ষণা লক্ষ্মীবাদ্জি—ঝাঙ্গীর রাণী।

মঞ্চ থেকে ও নেপথ্যে। সাধু, সাধু! রাণী লক্ষ্মীবাদ্জিকি জিন্দাবাদ !  
ঝাঙ্গীর রাণী হোন হিন্দুস্থানের মহারাণী।

লক্ষণ। কিন্তু বন্ধুগণ! রাণী প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রয়োজন হলে সৈনিকের মত তিনি যুদ্ধ করবেন, কিন্তু ঝাঙ্গীর বাইরে কোন কর্তৃত্বই তিনি নেবেন না। আপনারদের নির্দাচিত বাদশাহকেই তিনি বাদশাহ নামদারের সম্মান দেবেন। যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে আমি রাণীর নাম উল্লেখ করেছিলাম মাত্র। এর পর আমি প্রক্কার সংগে এমন এক নাম করছি, এ মহাবিপ্লবের মূল উৎস যিনি—ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে যাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, সারা ভারতে দীর্ঘকাল ধরে যিনি বিপ্লবের বীজ বপন করে এসেছেন—ঝাঙ্গীর রাণীর পরেই যিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা—আমি করছি সেই মহাবিপ্লবীর নাম ; তিনি ধুন্ধুগছ নানাসাহেব।

মঞ্চ থেকে ও নেপথ্যে। সাধু, সাধু! নানাসাহেবজীকি জিন্দাবাদ!

নূপৎসিং। দেহটা আমার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা—আধখানা পড়ে গেছে। আর—এই যে বাকী আধখানা দেখছেন, এটাও



ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্তে আগে থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছি। তাই দেশের ডাকে এই আধখানা দেহ নিয়েই ছুটে এসেছি। দেওয়ান লক্ষণরাওজীর কথা খুবই সঙ্গত। নানাসাহেবের মত উপযুক্ত ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আর কে আছেন জানা নেই। এঁর মুখ থেকেই প্রথম বিপ্লবী হুমকি বজ্রনাদে নির্গত হয়ে আংরেজকে চমকিত করেছে— হিন্দুস্থান ছোড়ো। স্তুরাং হিন্দুস্থানের বাদশাহী-তক্তে নানা ধ্বংস-পঙ্কে নির্বাচিত কবা হোলে তাঁর বোঁগাতা ও দেশপ্রীতিকেই সম্মান দেওয়া হবে।

মঞ্চ থেকে ও নেপথ্যে। সাধু, সাধু, সাধু! রাজা নৃপৎসিং জিন্দাবাদ! নানাসাহেব জিন্দাবাদ।

আহাম্মদশাহ। নানাসাহেব, নানাসাহেব, নানাসাহেব—আজাদী লড়াই শুরু হবার সাথে সাথে এই নাম আজ হিন্দু মুসলীম সবার মুখে মুখে উঠেছে। একদিনে এ বিপ্লব শুরু হয় নি। আমি জানি— আংরেজের সাথে দোষ্টি রেখে তলে তলে সারা ভারতবর্ষে নানাজী কি ভাবে বিপ্লবের এই বীজ ছড়িয়েছিলেন! শহরে শহরে গাঁয়ে গাঁয়ে কেল্লার কেল্লায় ব্যারাকে ব্যারাকে নানাসাহেবের ফুল আর রুটি আজাদীর বয়েদ জারী করেছে হিন্দু মুসলিম সিপাইদের দিলে। তাই আজ তামাম মুলুক থেকে এক সাথে উঠবে আওয়াজ—নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ!

মঞ্চ ও নেপথ্যে। নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ! নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ! নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ!

নানা। বন্ধুগণ! আমার একান্ত ইচ্ছা—আমাদের সংঘবদ্ধ বিপ্লব যেমন পররাষ্ট্রলোলুপ মণ্ডিত ইংরেজকে স্তম্ভিত করেছে, তেমনি আমাদের প্রীতিপূর্ণ ঐক্যের সৌরভেও তারা চমৎকৃত হয়। শত্রুনের মত তাকিয়ে আছে ইংরেজ—আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ কতকণে আত্মপ্রাণান্তের মোহে

সাম্প্রদায়িক বিরোধের বারুদখানায় পরিণত হয়, আর সুবিধাবাদী ইংরেজও অমনি তাতে অগ্নিসংযোগ করবার ফুরসদ পায়! এখন—  
দিল্লীর এই দরবার থেকে হিন্দু-মুসলিম বিপ্লবীদের মিলিত ধ্বনির প্রচণ্ড আঘাতে ইংরেজদের ঐ হীন প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। আমি প্রথমেই এই স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের পক্ষ থেকে অভিবাদন করছি এই দরবারে সমবেত জনবরেণ্য দেশনায়ক বীরবৃন্দকে। অভিবাদন জানাচ্ছি ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমবেত ভারতীয় নির্ভীক সৈনিকবৃন্দকে!

মঞ্চ ও বাহিরে। সাধু, সাধু—নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ!

নানা। বন্ধুগণ! অতীতের অতুল প্রতাপশালী মোগল বাদশাহদের বহুবন্দিত সিংহাসন ভারতীয় সৈনিকদের বাহুবলে আজ মুক্ত। ঐ সিংহাসনে বসে প্রাতঃস্মরণীয় বাদশাহ আকবর শাহ অপূর্ণ এক সাম্য-নীতিতে ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত করেছিলেন মহান এক সাম্রাজ্য, হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি তুলেছিল—দিল্লীখরোবা জগদী-খরোবা! সেই দিন আজ আবার আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই—তেমনি আর এক অপরূপাতী জায়নিষ্ঠ সমদর্শী বিপ্লবীকে ঐ সিংহাসনে অভিষিক্ত করে;—যাঁকে অভিনন্দন দেবে আমাদের মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি—দিল্লীখরোবা জগদীখরোবা!

লক্ষণ। তিনি কে নানাসাহেব?

নানা। বন্ধুগণ! আপনাদের অহুমোদন পাব আশা করেই—সেই প্রজ্ঞাতাজনকে আমি উপস্থিত করছি আপনাদের সামনে।

সবেগে স্তম্ভের পার্শ্ব দিয়া ভিতরে গেলেন এবং পবনবর্ণেই অতিবৃদ্ধ পুরুষপ্রপঞ্চধারী—বাদশাহ পরিচ্ছদে সজ্জিত বাহাদুর সাহের হাত ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

লক্ষণ। এ কি!

কুমার সিং। বাদশাহ বংশধর—বাহাদুর শাহ!

সকলে অভিবাদন করিলেন এবং বাহাদুর শাহও প্রত্যভিবাদন করিলেন

নানা। বজ্রগণ, নেতৃবর্গ, বীর সৈনিকগণ ! মহান্ বাদশাহ আক-  
বর শাহের বংশধর বাহাদুর শাহকে আমি উপস্থিত করেছি এই দরবারে  
আপনাদের সামনে। চেয়ে দেখুন এই মহামনীষীর পানে—পৈতৃক  
সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে ইংরেজ দস্যু লুণ্ঠন করেছিল এঁর রাজপাট,  
ঝুঁচে ফেলেছিল বাদশাহী আলামত, ইজ্জত, সম্মান খান্দান—মুঘল  
সাম্রাজ্যের যা কিছু ছিল গর্বের বস্তু। যে শৌর্য্যে আপনারা মোগল  
সাম্রাজ্যের গৌরব দিল্লী মহানগরী উদ্ধার করেছেন, সেই মহান শৌর্য্যে  
মোগল বাদশাহের বংশধরকে প্রতিষ্ঠিত করুন ভারতের বাদশাহী তক্তে।  
সমস্তেরে বলুন সকলে—বাদশাহ বাহাদুর শাহ জিন্দাবাদ !

মঞ্চে ও বাহিরে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ জিন্দাবাদ !

বাহাদুরশাহ। এ কি ! এ কি করলেন নানাসাহেব, এ ভাবে  
আমাকে দরবারে এনে ! এ সব কি বলছেন ! আমি ত কল্লনাও  
করিনি যে—

নানা। কিন্তু এ ভিন্ন সমস্তা সমাধানের আর উপায় যে নেই  
শাহান শাহ ! আসুন—ঐ শূন্য বাদশাহী তক্তকে অলংকৃত করুন—

বাহাদুরশাহ। অতিবুদ্ধ আমি, ভগ্নদেহ, অক্ষম ; এ কঠোর দায়িত্ব  
কি করে আমি বহন করব নানা সাহেব !

নানা। আমরা সকলেই প্রস্তুত থাকব শাহানশাহর আজ্ঞা বহন  
করতে। আপনি আসুন সাহানশাহ—

বাহাদুরশাহের হাত ধরিয়৷ মঞ্চে উঠিলেন—ঠাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া মাথায়  
মুকুট পরাইয়া দিলেন। বাহিরে ভোপ ধ্বনি হইল, রণবাত্ত বাজিল।

বাহাদুরশাহ। আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত, চমৎকৃত ! আমি জ্ঞানতাম,  
দিল্লীর এই মসনদ অলংকৃত করবার এক মাত্র অধিকারী—এ বিপ্রবের  
মহানায়ক, বীর ধুজুপুহ নানাসাহেব। কিন্তু নিজের স্থান তিনি বরস ও  
বংশের খাতিরে আমাকেই ছেড়ে দিলেন—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য

স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে। অতএব, এখন এই বাদশাহী তক্ত থেকে আপনাদের বিপ্লবী বাদশাহের প্রথম কতোরা—হিন্দু মুসলিম এক হোক; স্বাধীন ভারতে এই ঐক্যের যে সব অন্তরায়, আজ থেকে ভাঙা হোক।

মঞ্চে ও বাহিরে। সাধু, সাধু! বাদশাহ সাহানশা বাহাদুর শা কি জিন্দাবাদ!

আজিম উল্লাহ প্রবেশ

আজিম। ( দুই হাত তুলিয়া ) জননির্বাচিত বাদশাহকে সম্মুখে কুনিশ করে—ভারতের বীর নেতৃবৃন্দকে সশ্রদ্ধ অভিবাदन জানিয়ে ক্ষুদ্র কণ্ঠে আমাকে বলতে হচ্ছে—ভারতকে সর্বতোভাবে বিদেশীর প্রভাবমুক্ত করবার আগে এ উৎসব যেন ভারতের আত্মাকে ব্যঙ্গ করছে।

কুমার সিং। উজীর আজিম উল্লা!

বাহাদুর শা। কি তোমার বক্তব্য আজিম?

আজিম। সাহানশা! বাস্তববাদী এ বান্দার আজি হচ্ছে—আমাদের উৎসব করবার দিন এখনো আসেনি। ঋণ বহি শত্রুর শেষ থাকতে আনন্দ করবার অবসর কোথায়? এ মহাবিপ্লবের নেতা নানা ধুকুগছজী ইংরেজ কোম্পানীকে ভারত ছেড়ে দেবার জন্যে যে কতোরা দিবেছিলেন, তার ফরসলা হতে না হতেই ভারতের বাদশাহী নিয়ে এ সব কামেলার কোন মানে হয় না।

বাহাদুরশাহ। সাবাস্! আমি তোমার কথার সমর্থন করছি আজিমউল্লা! সত্যই ইংরেজ কোম্পানী এখনো ভারত ছাড়েনি—ভারতবর্ষের অর্ধেকও আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। এ অবস্থায় বাদশাহীর সেই পুরাতন খানদানি তামাসার মতই মনে হচ্ছে বটে!

বাহাদুর খাঁ। আংরেজ কিন্তু দিল্লীর এই খানদানিকে তামাশা ভাববে না শাহানশা! ইঁহরের মত আংরেজ এখন গর্তের মধ্যে ঢুকেছে—  
সম্বল শুধু তোপখানা।

আজিম। দুঃখের কথা, নবাব বাহাদুরের এ ধারণা পালটে দেবার জন্তে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ইংরেজ আপনাদের দিল্লী আসবার ফুরসদে। ইংরেজ-সেনাপতি হাভলক নবাব সাহেবের রোহিলখণ্ড এলাকার দিকে কুচ করেছে নয়া গোরা পল্টন নিয়ে।

নানাসাহেব প্রভৃতি। সে কি!

বাহাদুর খাঁ। বলছ কি আজিমউল্লা! ইংরেজ পল্টন রোহিলখণ্ডে কুচ করেছে!

আজিম। তার পর—জেনারেল রোজ মধ্য ভারতের সমস্ত ইংরেজ ফৌজ নিয়ে ঝাঙ্গী অবরোধ করেছে।

লক্ষ্মণ। বল কি—

নানা। ঝাঙ্গী অবরুদ্ধ হয়েছে! রাণীর প্রচণ্ড শৌর্বে পর্য্যদন্ত অপদন্ত ইংরেজ—কোন ভবসায় এমন দুঃসাহস করল?

আজিম। রাণী সাহেবা কৃপা করে যে স্বীনসাহেবকে উন্নত সিপাহী-দেয় কোপ থেকে বাঁচিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন—তিনিই হয়েছেন এর উপলক্ষ! তাঁরই সহায়তায় শ্রার হিউরোজ এবার বেড়াজালে ঝাঙ্গী ঘিরে ফেলেছেন। বিলেত থেকে এনেছেন নয়া ফৌজ, আর সাংঘাতিক এনফিল্ রাইফেল। শ্রার হইলার কৌশল করে পাজ্রাবের শিখদের দলে টেনেছেন। বিপদ চারিদিকে আমাদের। ঝাঙ্গীর লাহনার প্রতিশোধ নিতে ইংরেজ সর্ব্বশ্রম পণ করেছে।

নানা। অসুযোগ তোমার নিরর্থক নয় আজিম। আমরা সকলে দিল্লীর আম-দরবারে মিলিত হয়ে শৌর্ধ্য নিয়ে গবেষণা করছি, আর পরম সুবিধাবাদী ইংরেজ এই সুযোগে আমাদের অধিকৃত অঞ্চলের

দুটো প্রান্তে যুগপৎ হানা দিয়েছে। রোহিলখণ্ডে হাভলক, ঝাল্লীতে জেনারেল রোজ ; নেপথ্যে রয়েছেন স্ত্রীর ছইলার--সহায় দুর্জয় শিখ।  
এখনি এর প্রতিকার প্রয়োজন শাহান শা !

বাহাদুরশাহ । এর উপযুক্ত ব্যবহার জন্ত আমি নানা সাহেবকে  
অনুরোধ করছি।

নানা । শাহানশাহর আদেশ শিরোধার্য্য করে আমি তাহলে যুক্তি  
দিচ্ছি—নবাব বাহাদুর খাঁ, এখনি রোহিলখণ্ডে যাত্রা করুন। রাজা  
নৃপৎসিং, রাণা বেগীরাও সাধু, এ সঙ্কটকালে পূর্ণ শক্তি নিয়ে খাঁ  
বাহাদুরকে সাহায্য করুন।

বাহাদুর  
নৃপৎ  
বেগীরাও } আমরা প্রস্তুত।

লক্ষ্মণ । তাহলে ঝাল্লী—

নানা । মহাবিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র যে ঝাল্লী ! ঝাল্লীর রাণীর মর্যাদার  
সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে ভারতমাতার অতুল মর্যাদা।

তাস্তিয়া । সে মর্যাদা রক্ষার জন্ত আমি সর্বাত্মে আদেশ ভিক্ষা  
করছি নানাসাহেব !

নানা । এ ভার বহনের ভূমিই সর্বাধিক যোগ্য পাত্র তাস্তিয়া ।  
তোমার শৌর্য্যে ইংরেজ স্তম্ভিত, কাণপুরে জেনারেল উইণ্ডহামের  
বিরাট বাহিনী ধ্বংস করে তুমি অপরাধের সেনাপতির মর্যাদা পেয়েছ।  
রণকুশল দুর্জয় বিঠুরবাহিনী আমি তোমার হাতে সমর্পণ করছি তাস্তিয়া—  
ঝাল্লীর জন্ত। স্পর্দিত ইংরেজের অনুরোধ চূর্ণ করে ঝাল্লীর মর্যাদা  
ভূমিই রক্ষা কর।

তাস্তিয়া । ঝাল্লী ! ঝাল্লী ! মহাবিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র ঝাল্লী !

বেগে প্রস্থান

নানা। বন্ধুগণ! বীরগণ! স্মরণ কর আমাদের পণ—স্বাধীনতার  
জন্তু আমরা আমাদের সংগ্রাম চলবে। এর বিরাম নেই—বিশ্রাম  
নেই। আমাদের পণ—হয় মৃত্যু, নয় সিদ্ধি। কোষযুক্ত কর তরবারি—  
সম্মুখে তার পরীক্ষা।

সকলে তরবারি নিক্ষেপিত করিলেন

## চতুর্থ দৃশ্য

কাণপুর প্রাসাদ কক্ষ

টিকা সিং। আদিল। আজিমউল্লা গভীর ভাবে পদচারণা করিতেছেন।

টিকাসিং। মেঘেগুলোকে ত মারা হয়নি—জল থেকে তুলে বাঁচানো  
হয়েছে। কম নয়—তিন তিন শো মেম সাহেব। এ গুলো যদি খাবি  
থেতে থেতে মরত—কিষা তীর থেকে গুলি চালাতুম—তাহলে বরং দোষের  
কথা হতো। কিন্তু গোরা সাপগুলোকে মেরে কি অন্তায় করেছি বলুন?

আজিম। কি অন্তায় করেছ জানিনা; তবে এই ঘটনায় নানা  
সাহেবের সম্মান সন্মান আখের সব কিছু গভীর জলে ডুবিয়ে দিয়েছ।

টিকাসিং। বা! অমনি বললেই হলো! নানা সাহেবের দুঃসমনসা  
জাহান্নমে গেছে বলে,—তঁার মান সম্রম ডুবে যাবে কেন?

আজিম। স্ত্রীর হইলারকে নানা সাহেব কথা দিয়েছিলেন—  
লেফটন্যান্ট কিরকে ছাড়া—ইংরেজ ব্যারাকের সবাইকে নৌকাযোগে  
অক্ষত ভাবে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই আদেশ জানিয়ে  
নানা সাহেব দিল্লী যান—কিরে এসে এই দুঃসংবাদ শুনে একবারে ভেঙে  
পড়েছেন তিনি, খানা পিনা পর্যন্ত বন্ধ করেছেন।

টিকাসিং। কেন, আপনি কি তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলেন

নি ? বলেন নি—যে, ঐ কিরকে সাহেবকে না দিয়ে চাতুরী করে ওরা নোকা ছেড়ে দেয়, আমাদের কথায় কান দেয় নি—তাই আমরা নোকোর ওপর তোপ দেগেছিলাম।

আজিম। কিন্তু জানো—সেই কিরকে ফিরে এসেছে নানা সাহেবের কাছে ?

টিকাসিং। ফিরে এসেছে !

আজিম। প্রাণভয়ে এলাহাবাদে পালিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু আর হইলার তখনি তাকে দুজন পাঞ্জাবীর হেফাজতে নানা সাহেবের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজ জাতির ঐ মহত্বের কাছে নিজেকে অনেক ছোট ভেবে নানা সাহেব তাঁর উচু মাথা এমনি হেঁট করেছেন যে—বুঝি আর তা উঠবে না।

টিকাসিং। য্যা—তাহলে ত, সত্যিই ভাবনার কথা ! আমার জন্তে, আমার হঠকারিতায়—

আজিম। দোষ তোমার নয় টিকা সিং—দোষী আমি, সতীচোরার হত্যাকাণ্ডের জন্তে সব দোষ, সব দায়িত্ব আমার ! আমি যদি দিল্লীতে না যেতাম—

আদিল। তাহলে দোষ আমারই আজিমসাহেব ! যাবার সময় আমার উপরেই তুমি সে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু সবস্তুবাদী হাক্কামার হত্যাকাণ্ডের নায়ক—কিরকে ছিল আমাদের লক্ষ্য ; তাকে না পেয়ে—আমিও ত কম উত্তেজিত হইনি। টিকা সিং যখন গোরাবাদের নোকা আক্রমণ করতে হুকুম চালায়—বাধা ত দিইনি, বরং...

আজিম। হ্যাঁ আদিল, উত্তেজনার আবেগে শৈশবের একটা পণ রাখতে গিয়ে এমনি ভুল তুমি করে বসেছিলে—শোধরাবার কোন উপায়ই বার নেই। আর, এই ভুলই আজ দেশের এই চরম ক্ষণে—হুতীকৃত ভুলের মত মহান নানা সাহেবের মর্মস্থলে বিদ্ধ করেছে। ভেঙে গেছে



স্বর, শুক্ল হযেছে আশা, গুহরে কঁদছে সাবা কানপুব, আর টিটকিরি দিয়ে হাসছে ভারতবর্ষের নিযতি ।

আদীলা । কিন্তু আজিম সাহেব, সতীচৌবা ঘাটের সমস্ত অপবাদ আমি যদি বহন করি—দেওবান্দা সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে প্রচার করে বেড়াই—ওগো, দোষ করেছে আমি ; ইরপুরের অধিবাসীদের উপর একদিন ইংরেজ যে অত্যাচার করেছিল, তারই প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি কানপুরে গঙ্গার বুকে গোলাতে ইংরেজদের নোকে ডুবিয়ে দিখেছি—এর জন্যে দায়ী আমি—একা আমি, এ অপরাধ আমার—তবুও কি তাতে গুরুজীর মিথ্যা অপবাদ ঘুচবে না ?

আজিম । না আদীলা—না । ইংরেজ জাতটাকে তুমি জান না । সতীচৌরার ঘটনাকে উপলক্ষ করে ওরা তৈরী করবে এক উপাখ্যান—সারা পৃথিবীতে ঘটা করে করবে প্রচার, বার ভিতর দিখে ফুটে উঠবে মহান নানা সাহেবের একটা কল্পিত অতি কদম্ব রূপ ; আর মুছে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে সবস্ববাদী হাদ্জামায় ইরপুর হত্যাকাণ্ডের রক্তময় কাহিনী ।

টিকাসিং । তাহলো চলো বাড়ীসাহেবা, চলো আজিম সাহেব, আমরা তিন জনে এক সঙ্গে নানাসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে ভুলেব শাস্তি নিজের হাতে নিই—শহীদ হয়ে ।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা । এ উন্মাদের বৃদ্ধি টিকাসিং । এভাবে মৃত্যুবরণের আখ্যা হবে—অপমৃত্যু ; আর ঐ সাত শো ইংরেজ—ভাগীরথী বক্ষে বাদেব হয়েছে সলিল সমাধি, তারাই পাবে শহীদের খ্যাতি । সমস্ত ইংরেজ জাতি তাদের প্রণাম করবে, ইতিহাস কীর্ষি গাইবে ; আর সেই সঙ্গে জগতে প্রচার করবে—নানাসাহেবের কপটাচার, নৃশংখতা ।

টিকাসিং । কিন্তু এ যে মিথ্যা—

নানা । কে বলে মিথ্যা ! আমি যে রটনার প্রত্যক্ষ পরশ পাচ্ছি । সাত শত নিরস্ত্র নরনারী অসহায় শিশুর রক্তে কাণপুর তলবাহিনী ভাগিরথী পর্যন্ত কলুষিত হয়েছে—সেই সব হতাহত হতভাগ্যদের আর্ন্তধ্বনি অস্তিম অভিশাপ ভারতের আত্মাকে কল্পিত করেছে ! মিথ্যা নয়—আমি, আমি, উপলব্ধি করছি টিকাসিং ।

আলিলা । কিন্তু দিনের পর দিন ধরে যিনি একটা জাতকে শুধু পড়েছেন, সে জাতের শঠতা হিংসা শক্তি সব ডুবিয়ে দেবার ঙ্গে করেছেন রক্তের সাধনা—রক্ত রেখায় ঐঁকেছেন ভারতের নতুন মানচিত্র, বিপ্লবের সাধনায় বসেই—সেই জাতের হাজার খানেক লোকের রক্ত দেখেই তিনি যদি শিউরে ওঠেন—গঙ্গার জলে রক্তের খেলা দেখে তাঁর মনে যদি অশুশোচনা জাগে—মোর্ঘাসভ্রাট অশোকের মত তিনিও যদি অহিংসার গানে ভারতের আকাশ ভরাতে চান, তাহলে বলব—এ তাঁর এক নতুনতম ভণ্ডামা, কিংবা অশুশোচনামূলক একটা ভয় ।

নানা । ভণ্ডামী ! ভয় ! আলিলা, শেষে তুমিও...না, না, হয় ত তুমি সত্যই বলেছ ; রক্তের সাধনা করেছে যে লোক, সাধনাসিদ্ধ চিন্তের বানী যে মুখ দিয়ে হয়েছে উচ্চারিত—সব লাল হোয়ে বাবে লাল রক্তে,—আজ অসহায় সহস্র ইংরেজ নরনারীর বক্ষ-রক্তে আরক্ত গঙ্গার জল দেখে তার চোখে কেন নেমেছিল বর্ষার বাদল—কেন তার এ বৈরাগ্য ? সত্যই ভাববার কথা, ভাববার কথা ; কর্মহীন জীবনের অলস চিন্তা উদ্ভেজিত মস্তিষ্কে সিক্ত করেছিল যে বীজ কথা, তাই উগ্ধ হয়ে ফুটে বেরিয়েছিল মুখ দিয়ে—লাল হো যায়েগা সব, লাল কালিতে নয়—লাল রক্তে ! তাই ত, তবে, তবে,—আজিম কি বল ? তুমিও ত নানাসাহেবের চিন্তার একটা রূপ ! তুমি কি বল ?

অহির ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন

আজিম । বিহ্বল হবেন না গুরুজী ; জিজ্ঞাসা বখন করলেন—

সত্যই বলব। আঙ্গিলার যুক্তি এখানে খাটে না গুরু! প্রচেষ্টা একটা করিছি বলে কি ভুলও করতে হবে! ইংরেজের খুনে ভারতের জমিন লাল করবাব সাধনা করেছিলেন বলেই—মনে কখনো এমন সংকল্পকে স্থানও দেননি যে, হাতের কজ্জিব মধ্যে ঐ জাতটাকে পেলেই নির্বিচারে কশাইষেব মতন কোতল করেই যাবেন—যেমন সেদিন হয়েছে।

নানা। তুমি জানতে আজিম—সত্যই জানতে যে, সে ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে নেই? জানতে তুমি—ইংরেজের খুনে ভারতের মানচিত্র রাঙিয়ে দেবো বলে—এ ধারণা কোনদিনই করিনি যে, অজ্ঞহীন অসহায় অসামরিক ইংরেজদেব বুকে এক ধার থেকে ছুরি চালিয়ে যাবো জহ্লাদেব নীচ মনোবৃত্তি নিয়ে? বল—বল—তুমি জানতে আজিম, সত্যই জানতে?

আজিম। নৈলে সতীচোরা ঘাটে কামানের গোলায় নৌকারোহী ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডের জন্তে অহুশোচনা আজ কি তুবানলের মত গুরুজীর অন্তরের অন্তস্তলকে দগ্ধ কবত! তাই এখন ভাবি, আজন্ম সৈনিকের যে স্থান, গুরুজী সেখানে সাধনার উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন।

নানা। তাই কি—আজিম, তাই কি?

আজিম। একই সঙ্গে দুটো বড় কাজ হয় না গুরুজি! অগ্নিকাণ্ড করে সারা দেশের চোখে চমক লাগিয়ে দেবেন—আর সে অগুনে লক্ষ্য বস্তু ছাড়া আর কেউ পড়লেই চোখের জলে তৎক্ষণাৎ সে আগুন নেবাতে যাবেন—তা হয় না। এই দুর্বলতাকে মনে স্থান দেয়নি বলেই জেজিষ খাঁ তৈমুরলঙ্গ নাদিরশাহ হতে পেরেছিলেন দিগ্বিজয়ী—এগিয়ে গেছেন একমুখী হয়ে; মুখের বাণী ছিল—মাম্‌ মাম্‌ শত্রু মাম্‌, সংহার কাম্‌! তার মাঝে গো ব্রাহ্মণ, মন্দির মসজিদ, অসহায় অসামরিক, বৃদ্ধ নারী, শিশু পশু—এ সবের ছিল না কোন বাচ-বিচার।

নানাসাহেব। এইখানেই জেজিষ খাঁ তৈমুরলঙ্গ নাদির শাহ সঙ্গে

তোমার নানাসাহেবের তকাৎ যে আজিম। তারা যেমন কোন দিন নানাসাহেব হতে পারতো না, নানাসাহেবও তাদের অমাহুষিক এলাকায় কখনো পৌঁছাতে পারবে না। এখানে মস্ত বাধা হচ্ছে—মানবতা। কিন্তু ভাবছি, আদিলাও ত এরই পুঞ্জারী ছিল, মাহুষের সহজাত সংস্কার—যে-দয়া আর মায়া, তার কোন অভাব ত ওর মধ্যে লক্ষ্য করিনি; তবে হঠাৎ কেন এত উগ্র ও হলো? কেন, ওর উপরে আমার কৃত্ত বিশ্বাস—নিবিড় নির্ভরতা এভাবে চূর্ণ করলো? ভারতের ইতিহাসে হতভাগ্য নানাসাহেবকে চিরনিন্দিত করবার জন্তে ঐ ঘৃণ্য হিংসাচারকে কেন অক্ষয় উপাদানের মর্যাদা দিলো—কেন, কেন, কেন এ সর্বনাশ করলো?

আদিল। তা' জানতে হলে অতীতের আর এক হত্যাশালার যবনিকা তুলে ধরতে হয় গুরুজী! কুরবানি চাইছিল শৈশব থেকে আদিলার মনের দ্বারে ইরপুরের হত্যাচিহ্নিত বহু আত্মা। বিশ্বাস করুন গুরুজী, তারা সেদিন রাক্ষসের মত এসে মনে জাগিয়েছিল উত্তেজনা; চোখের সামনে জাগিয়ে দেয়—কিরকের সাথী তার গোরা জহ্লাদদের সংহারলীলা—অনাথ অসহায় নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর নির্কিচরে অস্ত্রচালনার স্মৃতি! অমনি বুঝি জেঙ্গিস খাঁ তৈমুরলঙ্গ নামিরসার রক্তের ছোয়াছ লাগল আদিলার রক্তে—তার পর কি করেছিল, মনে নেই—তার মানবতা তখন মরে গিয়েছিল, তার ওপরে চেপে বসেছিল এক রাক্ষস—

আজিম। নানাসাহেবের বাবাকে ইংরেজ মেরেছিল তোমাজ করে; সে মার ছিল অন্তরের। কিন্তু আদিলার বাবা—যান মান দিবেছিলেন ইংরেজের তলোয়ারে। তাই গঙ্গার বুকে ইংরেজ নর-নারী ভরা নৌকোর উপরে যখন গোলা লাগছিল টিকা সিং—বারণ করতে হাত ওঠেনি আদিলার—ইরপুরের কোতলখানার ছবি অমনি ওর চোখের সামনে

তুলে ধরেছিল বেগমী। অলিন্দ থেকে গঙ্গার বুকে মৃত্যুর সে তাণ্ডব নৃত্য দেখে সে সয়তানী নাকি আনন্দে নেচেছিল।

নানাসাহেব। তাই নাকি ? আর সেই বেগমমীর হেফাজতেই সবেদা কুঠিতে হতাবশিষ্ট ইংরেজ মহিলাদের রাখা হয়েছে ! লেকট্রান্ট কিরকেও সেই কুঠিতে আছে। টিকা সিং—আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি খবর নাও—দেখ, দেখ, তাদের কি অবস্থা এখন।

টিকাসিংহের প্রস্থান

নানাসাহেব। এই তিন শো প্রাণীই তাহলে সতীচোরার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা নিয়ে এলাহাবাদে আর হইলারের কাছে ফিরে যাবে ! কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না—কোন ভাষায় আর হইলারকে ঐ দুর্ঘটনার কথা লিখব !

আজিম। লেখবার প্রয়োজন হবে না গুরুজি—আমি নিজেই এ অনাচারের বার্তা বহন করে নিয়ে যাবো আর হইলারের কাছে।

নানাসাহেব। তুমি যাবে আজিম—তুমি যাবে। বহ দৌত্য-কার্য তোমার কৃতিত্বে উজ্জ্বল হোয়ে আছে—এই শেষ দৌত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কতকটা শান্তি দাও। এ দুর্ঘটনার কারণ ও বিবরণ সব জানিয়ে তাঁকে বলবে—এই নিশ্চয় হত্যার সকল দোষ ও দায়িত্ব একাই বহন করছেন বিপ্রবী নানা ধুকুপহু।

আজিম। এ কি বলছেন গুরুজি—

আদীলা। না, না, না—

টিকাসিংহের বেগে প্রবেশ

টিকা। ও হো হো হো—সর্বনাশ করেছে নানাসাহেব, সর্বনাশ হয়ে গেছে—

নানাসাহেব। তুমি যে কাঁপছ টিকাসিং—স্থির হয়ে বলো।

টিকা। কি বলব! ভয়ঙ্কর—উ! কি ভয়ঙ্কর! সবেদা কুঠী লাল হয়ে গেছে রক্তে—

নানা আজিম আদিল। রক্তে—

টিকা। থৈ থৈ করছে অত বড় ঘরখানা—এক হাঁটু রক্ত! আর সেই রক্তের দরিয়ায় খাঁড়া হাতে কবে নাচছে রাক্সসী বেগমী।

নানাসাহেব। বেগমী! তাহলে—

টিকা। যতগুলো বিবি, কাচ্ছা বাচ্ছা সেখানে ছিল, ঐ ক্রিকে পর্গাস্ত—সবাইকে কেটেছে—কেউ বেঁচে নেই প্রভু! উঃ!

সবলের মুখ দিয়া অক্ষুট আর্জুনাদ নির্গত হইল

নানা। এ কি বলছ টিকা সিং, বেগমী বাদী একলা অতগুলো মানুষকে—

টিকা। একদল কশাইকে এনে টাকা থাইয়ে এ কাজ করেছে রাক্সসী।

আদিল। সে রাক্সসীকে—

টিকা। ধববার কথা বলছেন? সে ফুরসদও সে দেবনি—আমাকে দেখেই তাতের খাঁড়া নিগের গলায় বসিয়ে বেগমী হয়েছে ছিন্নমস্তা!

নানা। বলতে পার আজিম—এ প্রতিশোধ, না অদৃষ্টের পরিহাস! তুমি নিষ্কৃতি পেলে আজিম—আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমাব? কে দেবে আমাকে নিষ্কৃতি! কে বিশ্বাস করবে,—একটা তুর্কী বাদীর এই কীষ্টি! এর জন্ত দায়ী নানা ধুত্পহ, দারী এ মহাবিপ্রব। দারী ও শিকুর রক্তে প্রবাহিত নদীর উপর স্বাধীনতার সোধ—না, না, ন', অসম্ভব, হোতে পারে না; আমি অশক্ত, আমার সব শেষ—সব শেষ—

লক্ষণরাওএর প্রবেশ

লক্ষণ। এ তো বিপ্রবীর কথা নয় নানা ধুত্পহ—এ যে তোমারই উক্তির প্রতিবাদ। যে ব্রত গ্রহণ করেছে, যত বিগ্রহ বা নিগ্রহ আত্মক—

সিদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত ছুটি নেই। আমি দেব—নূতন শক্তি আর নবীন উত্তম ঝাঙ্গীর নামে।

নানা। ঝাঙ্গীর নামে! এখানকার অনাচার আমাকে স্তব্ধ করেছিল—ঝাঙ্গীর খবর নিতে পাবিনি—

লক্ষ্মণ। কানপুর থেকে ঝাঙ্গীর অবস্থা জেনে আমরা সেই মত ব্যবস্থা করব স্থির ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এইমাত্র সংবাদ এসেছে—ঝাঙ্গীর নাতিশ্রাস উপস্থিত; বান্ধবের বুকজ পুড়ে গেছে—রক্ষার আর কোন উপায় নেই!

নানা। সে কি! তাস্তিয়া কি করল তাহলে? তার প্রচণ্ড চাপে ইংরেজের অবরোধ যে চূর্ণ হবার কথা—

লক্ষ্মণ। তাস্তিয়ার কোন সংবাদ নেই—তেরো দিন তেরো রাত ধরে অবরুদ্ধ সৈনিকদের নিয়ে রাণী যুদ্ধ করছেন।

নানা। কিন্তু আমার বিখ্যাত বিঠুর বাহিনী যে তাস্তিয়ার হাতে; তারই বিরূপ শোষণে...ও! কোথায় গেল তাস্তিয়া? কিন্তু সে চিন্তার এখন অবসর কোথায়! সত্যই আপনি নূতন শক্তি সঞ্চারিত করলেন নানাসাহেবের অবসাদগ্রস্ত জীবনে—ঝাঙ্গীর নামে আবার জেগে উঠছে কোষরুদ্ধ রূপাণ! রাণীর রাথী যে নানার মণিবন্ধে

রাওসাহেবের প্রবেশ

রাও। দাদাজী—

নানা। বা! ঠিক সময়ে তুমি এসেছ ভাইজী! রাজ্যহার পিতার দস্তক আমরা ছুটি ভাই। পিতৃ আজ্ঞা ছিল—ইংরেজের সঙ্গে কোন দিন যেন বিবাদে লিপ্ত না হই। সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি—ইংরেজ আগেই সন্ধি লঙ্ঘন করেছিল বলে। পিতার আত্মাকে জানিয়েছি সে কথা—স্বর্গ থেকে তিনি তা শুনেছেন। আজ তাঁকেই সাক্ষ্য করে

নেতৃত্বের সঙ্গে সর্বদায়িত্ব ও কর্তব্যভার তোমার হাতেই সমর্পণ করছি ভাইজী ! তোমাকে সাহায্য করবেন আজিম, আদিল, টিকা সিং এবং আর সকলেই।

রাও। দাদাজী কি আমাদের ত্যাগ করে যেতে চান ?

নানা। ভারতের মাটির সঙ্গে দাদাজীর প্রাণের যে নিবিড় সম্বন্ধ ভাইজী—ত্যাগ করতে কি পারি ? কিন্তু কি করি—কাণপুরে অনাচার-বিষ নীলকণ্ঠের মত কণ্ঠে ধরে যেতে হচ্ছে রাধীর মান রাখতে।

আদিল। না, না, গুরুজী—আপনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ; কাণপুরে যে অনাচার হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করব আমি নিজে—আমি একা।

নানা। তা হয় না আদিল। সব পাপ সব তাপ সব কিছু অপরাধের জন্ত আমি দায়ী—আমি যে তোমাদের নেতা। চলুন রাওজী, আমার লক্ষ্য এখন বাক্সী।

সকলের প্রস্থান

## পঞ্চম দৃশ্য

পথ

আনন্দ স্বামী ও উকাবাঈ গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন।

স্বামীজী। তাহলে দেশদ্রোহীরাই দেশকে ডোবালে !

উকা। তা ছাড়া আর কি বলব স্বামীজী ! যেই ইংরেজদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে কেলা দখল করে রাগী আবার সিংহাসন আলো করে বসলেন, সেই সময়—রাগীর সেই পরম শত্রু লাল। মীরচাঁদ, আর শেঠ মদনলাল অনেক ধনরত্ন নজরাণা দিয়ে রাগীমার পায়ে মাখা ঠেকিয়ে মাগ চাইলে—আজ্ঞার ভিক্ষা করলে। দয়াময়ী রাগী তাতে গলে গেলেন—নগরে বাস করবার আজ্ঞা দিলেন—দরবারেও স্থান দিলেন।



ঝামোজী। মমতাময়ী মা মায়ের দৃষ্টিতেই ঐ দুই পাষণ্ডকে দেখে  
আপনার করতে চেয়েছিলেন, বুঝিছি।

উদ্ধা। তার পর—শুনেছেন ত, স্বীন সাহেবকে রাণী কি ভাবে  
রক্ষা করে ইংরেজের ছাউনীতে পাঠিয়ে দেন! কিন্তু সেই স্বীন সাহেবকে  
পেয়েই ইংরেজ-সরকার তাঁকে মেজর জেনারেল করে ঝাল্লার বিপক্ষেই  
লাগালেন। ঠাঁর বিবি বারণ করেছিলেন, কিন্তু স্বীন সাহেব তাঁর কথায়  
কাণ দেয়নি। তাতে তিনি রাগ করে বিলেত চলে যান। তার পর,  
স্বীন সাহেব আসতেই—ঐ দুই ঘরের বিভীষণ তলে তলে সয়তানী সূরু  
করে দিলে। কেল্লার বাকুদের বুকজে আগুন লাগানো—তোপী সাহেবকে  
মাত করা—সবই ওদের কাণ্ড! উ! ভাবতে গেলে মাথার মধ্যে আগুন  
জলে গুরুজী!

ঝামোজী। কিন্তু তোপী সাহেবের ব্যাপারটা এমনি আজগুবি যে  
বিশ্বাস হয় না—

উদ্ধা। ভাল করে ভেবে দেখলে কিন্তু তাঁর দোষও দেওয়া যায়না  
গুরুজী! দিল্লী থেকে ছুটে আসছেন তিনি, এ-খবর পেয়েই ঐ দুই সয়তান  
ঝাল্লার সীমান্তে এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করলো দানা পানি নিয়ে।  
বিশ হাজার বোদ্ধা—বুকোদরের ক্ষুধা নিয়ে বিভ্রাম করতে বসল সেখানে।  
ভাল কুটি আর ভাঙের ভাঁটি খুলে দিলে সয়তানরা—খাবার সঙ্গে সঙ্গে  
সূরু হলো বিষের ক্রিয়া—সেই সঙ্গে মাটি চাপা বাকুদে লাগলো আগুন,  
আর হিউ হুইলারের আমদানী তাজা পাক্কাবী কোঁজ চারদিক দিয়ে  
ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতন! ওদিকে রাণী শুধন কেল্লার বসে প্রতীক্ষা  
করছেন—কখন আসেন কোঁজ নিয়ে তোপী সাহেব!

ঝামোজী। এ খবর নিশ্চয়ই এখনো রাণীমা শোনেননি—নানা  
সাহেবও নয়।

উদ্ধা। হ্যাঁ গুরুজী, সেই জন্তেই ত কাণপুরে চলেছি—খবরটা

দিয়েই আমাকে বেরতে হবে—ঐ ছুই সরতানের সন্ধানে ! আমি যে দেশদ্রোহীদের নিশ্চূল করবার পণ করেছি দেশের নামে !

স্বামীজী। দেশমাতা তোমার পণ রক্ষা করুন। তার আগে তোপীর সন্ধান করে তবে উৎসাহ জাগাতে হবে আবার বিপ্লবীদের মনে। সেই গান ধর মা !

উভয়ের গান

উভয়ের গান

আধারের হবে অবসান

বিপ্লবী সৈনিক অন্তর মথিয়া

জাগে ঐ জননীর জাগে আহ্বান।

যুটিবে রে বোর অমারাতি, হের ঐ নবাবরণ ভাতি

শক্তির হৃদুন্তি মুক্তির মন্দিরে

পুন বাজিবে রে নির্ভয় বন্দনা গান।

যুছে কেল অবসাদ গ্রানি, ভারতের হবে জয় জানি

কন্দ সে বর্ষ হোক, তোল তোল ধানি—

হাসি মুখে বলি দিব প্রাণ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজার ছুর্গের একাংশ।

বাহিরের কোলাহল শুনা যাইতেছে। কতিপয় মারী সৈন্তের প্রবেশ।

১ম। মা মহারাজার এ হচ্ছে পরীক্ষা ! ছুর্গ গেল গেল অবস্থা, রাণীমা আসতেই আবার ইংরেজ হঠে গেল।

২য়। রাণীমার কথা মনে হলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সারা দিন একভাবে ছুর্গ রক্ষা করে প্রাসাদে গেলেন। মা, হাত দুখ ঘুরে সব

এক মুঠো অন্ন নিয়ে বসেছেন ; ইষ্টদেবীকে নিবেদন করে মুখে তুলবেন  
ভাতের প্রাস, অমনি ইংরেজ দিলে আবার হানা ; মুখের অন্ন ফেলে ছুটে  
এলেন রাণী ।

ওষ । মা অগছাত্রী যেন নেমে এলেন মর্ত্যে । গোলা বারুদ নেই—  
শুধু পাথর বল্লম তীর, তাতেই অস্থির হয়ে গোরাকুলো সব পালান ।  
ঐ রাণীমা আসছেন ।

হাতের মুক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করিতে করিতে রাণী প্রবেশ করিলেন,  
সঙ্গে সীতা, রাণীর পিছনে গোলন্দাজ-নায়ক গোস ঠাঁ

রাণী । আমার জন্তে ভাববার কিছু নেই, আমি ঠিক আছি ।  
ক্লান্ত হলেও অশক্ত হইনি এখনো ।

সীতা । প্রাসাদে চল দিদি, মুখের অন্ন ফেলে এসেছ—

রাণী । না—প্রাসাদে আর যাব না । ওরা হয়ত ভেবেছে, বারুদের  
বুরুজ বখন পুড়ে গেছে, কেজা থেকে গোলাগুলী ছুটেছে না—কতক্ষণ  
আর বাধা দেবে !

গোস ঠাঁ । উ ! বারুদের জন্তে কি খোয়ারই হলো মা !

রাণী । আমার চার চারটে ছেলের কথা খালি ভাবি ! বনগর্জ, শত্রু  
সংহার, আজাদী, নলদার—মুখগুলি চুণ করে অনাহারে পড়ে  
আছে ! তাদের মুখে দিতে কিছু নেই, কিছু নেই !

গোস ঠাঁ । এক গাড়ী বারুদ—এক গাড়ী খালি বারুদ যদি এসময়  
পেতাম মা—আংরেজ কামানীদের তাহলে দেখতাম ঝাঙ্গীর ঝাঁজ !

রাণী । গোলাবারুদের অভাবে ঝাঙ্গীর গোলন্দাজদের নিয়ে যে  
ভাবে তোমরা পাথর বৃষ্টি করে ইংরেজদের হঠিয়ে দিয়েছ গোস ঠাঁ,  
তার তুলনা নেই । যাও বাবা, তোমরা একটু বিশ্রাম করগে ।

গোস ঠাঁ । বিশ্রাম ! না মা না, ও কথা বল না মা, বল না !

মুখের দানাপানি ছেড়ে এসে তুমি মা লড়াই দিলে, নিজে টহল দিচ্ছ  
এখনো—পাছে আবার আংরেজ আসে! আর আমরা বিশ্রাম করবো!  
এখন আপশোষ হচ্ছে—কেন তখন রুটিগুলো গিলেছিলুম! না খেলেই  
ভাল করতাম।

রাণী। কিন্তু না খেয়ে কি করে লড়াই করবে গোস খাঁ? আমার  
কথা কেন ধরছ বাবা, ভুলে যাও—ভুলে যাও। অনাহারের কথা  
আজকের সাফল্যের আনন্দে ভুলে গেছি বাবা! উ! যখন মনে  
পড়ে—পাথর ফেলে, বল্লম আর তীর ছুঁড়ে আমরা আজ ইংরেজকে  
হাঠিয়ে দিয়েছি—

গোস খাঁ। আকাশোন্মুদ হচ্ছে মা—বারুদ যদি পেতাম, এখনো যদি  
পাই! আচ্ছা মা, কি হলো তোপী সাহেবের? হাউই ছুঁড়ে জানিয়ে  
দিলেন—আসছেন; আশায় আশায় পথ পানে তাকিয়ে রইলাম—

রাণী। নসীব, গোস খাঁ—নসীব। নৈলে আমাদের বারুদের বুরুজ  
পুড়ে যায়! নানা ধুকুপহুকী দিল্লীর দরবারে; কাকাজীও সেখানে।  
অথচ, আশ্চর্য্য! খবর এলো—ফৌজ নিয়ে আসছেন তাস্তিয়া তোপী!  
তার পরেই সব চুপ চাপ—কোন সংবাদ নেই আর। হয় ত, এ সব  
ইংরেজরই চাতুরী, একটা নতুন কিছু চাল।

লক্ষণরাত্তর প্রবেশ

লক্ষণ। ঠিক ধরেছ মা—চাতুরী, চাল। কিন্তু চালিয়েছে দেশদ্রোহী  
দুটো শরতান।

রাণী। কাকাজী! এসেছেন আপনি? কিন্তু কেমন করে  
এলেন—ওরা যে সমস্ত পথ ঘাট বন্ধ করে—

লক্ষণ। মারের ডাকে ছেলে যখন আসে ঘরের টানে—পথের বাধা  
আপনি সরে যান। খাজী অবরুদ্ধ শুনে যে হাওয়ার সঙ্গে পালা দিয়ে

এসেছি—শুধু কি আমি, ঝাঙ্গীকে যারা ভালবাসে, ঝাঙ্গীর জন্তে  
বাদের আঁতে দরদ লাগে—বিপদ শুনে তারাও এসেছে মা—গিরগিটির  
মতন বুকে হেঁটে সেই আঁধার সুড়ঙ্গ পথে—

রাণী। আর কে কাকাজী—কার কথা বলছেন ?

নানা সাহেবের প্রবেশ

নানা। বার হাতে 'রাখি বেঁধে দিয়েছিলে বোন। আসতে হয়েছে  
রাখির টানে—ঝাঙ্গী বিপন্ন শুনে।

রাণী। ভাইজি! তুমি! এসেছ!

গোস ঝাঁ। সেলাম সেলাম নানা সাহেব! সেই এক দিন, আর—  
আজ একদিন হজুর!

নানা। দিল্লীর দরবারে গিয়ে আজিম জানালো, ঝাঙ্গী অবরোধ  
করেছে ইংরেজ—সবার রক্তে তখন মাদল বাজে। মত্ত আবেগে  
তোপী এল এগিয়ে—সংগে দিলাম বিঠুরের দুর্বার মারাত্মক বাহিনী।

রাণী। ঝাঙ্গী তখনো ইংরেজের অজস্র আক্রমণ উপেক্ষা করে  
পাহাড়ের মত স্থির—তেরো দিন ধরে অবিশ্রান্ত গোলা দেগেও তারা  
ঝাঙ্গীর প্রাচীর স্পর্শ করতে পারে নি; শুধু তারা দেশী মিল্লীর হাতে  
তৈরী ঝাঙ্গীর ভোগখানার অগ্নি বর্ষণে! সর্বশক্তি ব্যর্থ দেখে অবরোধ  
ভোলবার আয়োজন করেছে ইংরেজ, এখনি সময় আস্তান লাগল বাকুদের  
বুরুজে; খেমে গেল ঘনগর্জ্জ নলদার শত্রুসংহার আজাদীর গর্জ্জন—

গোস ঝাঁ। চীৎকার তুলে তখন আসমান কাঁপিয়ে দিলাম হজুর—  
বাকুদ, বাকুদ, খালি এক গাড়ী বাকুদ—

হিয় ভিন্ন বিশৃঙ্খল খেলে রক্তকেশে উন্নত ভঙ্গিতে তান্তিরার প্রবেশ

তান্তিরা। আর—পথপ্রান্ত নিয়তিচালিত হতভাগ্য তান্তিরা তখন

বিশ হাজার তাজা ফৌজ, কামান, গোলা, অস্ত্র বারুদ নিয়ে ঝান্সীর সীমান্তে ছদ্মবেশী সয়তানের আতিথ্য গ্রহণ করছে।

রাণী। কে! কে! তোপী! তান্তিয়া! তুমি! এ কি তোমার বেশ—এ কি মূর্তি?

নানা। অবাক হয়ে শোন বহিন—তলোয়ারবাজ তান্তিয়া তলোয়ার চালাবার আগেই বুদ্ধিবাজের চালাকীর প্যাচে মাত হয়ে গিয়েছিল বারুদ দিয়ে সাজানো সয়তানী ময়দানে।

রাণী। সে কি!

লক্ষণ। উ! নিয়তির কি সর্বগ্রাসী লীলা! পাণিপথ, পলাশী, ঝান্সী—সর্বত্রই একই খেলা।

তান্তিয়া। কিন্তু তোপীর এ কি শাস্তি বলতে পারেন রাও সাহেব? সর্বনাশী নিয়তি কেন তখন এই জড়বুদ্ধি অমাহুকে অহুশোচনার আগুনে সারা জীবন দখ হবার জন্তে বাঁচিয়ে রাখলেন বলতে পারেন?

নানা। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত্য করবার জন্তে—এও নিয়তির লীলা, তোপী ভাই!

রাণী। বিশ্বস্তে শুদ্ধ হয়েই শুনছিলাম। সত্যই কি এ নিয়তির লীলা, না—সয়তানের খেলা! উ!

লক্ষণ। বুঝতে পারছ না মা,—ঝান্সীর সিংহাসনে বসে ইংরেজের পদলেহনকারী—যে ছোটো বেইমানকে মায়ের ঘেঁহে মার্জনা করেছিলে, সেই শেঠ মদনলাল আর লালার মীরচাঁদ—

রাণী। উ! মীরচাঁদ! মদনলাল! কাকাজি, কাকাজি, সেই ছোটো ইতর দেশদ্রোহী নরপিশাচকে—

তান্তিয়া। রাস্তার কুকুরের মত খুন করব বলে আমার কুলপতির নামে শপথ করেছি রাণীজী! যদি সপ্তাহ মধ্যে শপথ করতে না পারি—নিজের হাতে কণ্ঠনালি চেপে পিসে এ ব্যর্থ জীবনের অবসান করব।

নানা। ভুলে যাচ্ছ তোপী, স্বাধীনতায়ুদ্ধের বেনীমূলে উৎসৃষ্ট হয়ে আছে আমাদের বিপ্লবী জীবন। আত্মতৃপ্তির জন্তে আত্মাহুতি দেবার সাধ্যও নেই বিপ্লবীর। আমি দেখাব তোমাকে প্রায়শ্চিত্তের পথ, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

তাক্সিয়া। সেই পথই তাহলে দেখাও আমাকে নানাতাই, হোক যতই দুর্গম—দানবশক্তিতে আমি হব অভিযাত্রী।

এই সময় আকাশ পথে একটা পাখার ঝটাগট শব্দ হইতেই সকলে চমকিত হইয়া চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ষেতবর্ণের এক পারাবত ঘুরিতে ঘুরিতে নিচে নামিয়া আসিল।

রাণী। ওকি—

রাণী ছুটিয়া গেলেন ও পরক্ষণে ষেতবর্ণ একটা পারাবতকে ধরিয়া প্রবেশ করিলেন

রাণী। পায়রার পামে সোনার শিকলে বাঁধা চিঠি—একি! চিঠির সঙ্গে রাখি!

চিঠি পড়িতে লাগিলেন

প্রিয় ভগিনী মুন্না! তুমি ভাগ্যবতী। তোমার নাম আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখে। আমি ভাগ্যহীনা। গোয়ালিয়ার উদ্ধার কর বোন! পত্র পাঠানাম পারাবত মারফৎ। সম্বর না এলে গোয়ালিয়ার ইংরেজের কবলে যাবে—শঠ দেওবান দিনকর রাওএর চক্রান্তে। রাখি পাঠানাম আমন্ত্রণ জানিয়ে। প্রতীক্ষার আছি—বিলম্ব করোনা।

স্নেহের বোন—দেবী।

রাণী। হায়রে বরাত! সর্কহায়া হতে চলেছে যে অভাগী—তাকেই সর্কময়ী ভেবে সিক্কিয়া মহিষী নিষ্কৃতির আশায় রাধী পাঠিয়েছেন! যদি তিনি জানতেন—

নানা। কিন্তু সারা হিন্দুস্থানের আত্মা যে আজ রাণীর অঙ্গুগামী।  
গোয়ালিয়ার মহিবীর রাখীর মান রাখতেই হবে ঝাঙ্গীর রাণীকে।

রাণী। তোমার কথায় অন্তর-মন্দিরে আবার যে আরতির বাজনা  
বেজে উঠছে নানাভাই! রক্তে লাগছে দোলা, জেগে উঠছে আশা—

তাস্তিয়া। জাগতেই হবে—জাগতেই হবে; মৃত্যুযুধী তাস্তিয়ার  
প্রায়শ্চিত্ত পিপাসা, হিসাবী নানার পথ নির্দেশ, গোয়ালিয়ারের রাণীর  
রাখীর আহ্বান—আবার নতুন প্রেরণা দেবে ঝাঙ্গীর রাণীকে—তার  
আলোকে নতুন রূপে জেগে উঠবে রাণীর হাতের তলোয়ার।

লক্ষণ। তাহলে ত আর চিন্তারও অবসর নেই মা! নতুন উদ্গমে  
ইংরেজের দুর্গ আক্রমণের আগেই—

নানা। ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে গোয়ালিয়ারের পথে আমাদের  
রাণীর জয়যাত্রা শুরু হবে।

রাণী। কিন্তু, তোমার হিসাব যে এখানে ভুল হলো নানা ভাই।  
ঝাঙ্গীর রাণী—রাণীর মতই রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে শত চক্ষু ইংরেজের  
চোখের উপর দিয়ে—রাখির মান রাখতে যাবে গোয়ালিয়ারে। তারই  
আয়োজন কর ভাইজী!

নানা। ঠিক, ঠিক, হিসাবের ভুল আমি এখনি শুধরে নিচ্ছি  
বোন! এখানেও রাণীর শৌর্য্য হবে অপরাজের। গোস খাঁ, শুনেছি  
ঝাঙ্গীর দুর্গ আক্রমণে ইংরেজ সেনাপতি বার বার কপট বুদ্ধ করেছে।  
আজ আমরাও ইংরেজের সেই নীতি ইংরেজের প্রতি প্রয়োগ করে—  
তাদের বিন্মিত চোখের উপর দিয়ে চলে যেতে চাই।

গোস খাঁ। বুঝিছি ছদ্মর! তাই হবে। আমি কেল্লার দক্ষিণ দরজায়  
ঝামেলা লাগাবো—তুলকালাম কাণ্ড বাধাবো সেখানে; অমনি চারদিক  
থেকে সমস্ত কামান বন্দুক নিয়ে ইংরেজ কোজ সেখানে জমায়েত  
হবে।



নানা। সেই স্মরণে কেল্লার উত্তর দরজা উন্মুক্ত করে রক্ষী  
গোয়াদের রক্ত-সিক্ত-পথে রাণী করবেন জয়যাত্রা।

গোস থাঁ। সাবাস! সাবাস! বেহেশতে কদম ফেলার পথ হজুর  
দেখিবে দিলেন। সালাম হজুর! সালাম মা! এবার জ্যাস্ত গোলা  
হয়ে ইংরেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাক লাগিয়ে দেব।

প্রস্থান

রাণী। কিঙ্ক তা হলে—ওরা যে—

নানা। স্থির হও রাণী! পিছনে ফিরে তাকাবার আর অবসর  
নেই; আমরা বিপ্লবী—দৃষ্টি আমাদের সামনে।

সকলের প্রস্থান

### সপ্তম দৃশ্য

গোয়ালিয়ার। দেওয়ান দিনকর রাও এর উজ্জান বাটিকার অলিন্দ।

মেকর-জেনারেল ফ্রীস সাহেব, হায়দ্রাবাদের দেওয়ান সালাবৎজাদ।

দিনকর রাও লাল। মীরচাঁদ, শেঠ মদনলাল পরামর্শ করিতেছেন।

সালাবৎজাদ। আমাদের আলোচনা এখানেই নিরুদ্বেগে চলতে  
পারবে ত দেওয়ান সাহেব?

দিনকর রাও। নিশ্চয়ই, এর দ্বিসীমানায় কেউ আসবে না। আর  
বাত্তে না আসে, সাহেব নিজেই তার ব্যবস্থা করেছেন—ওঁর সঙ্গে বে  
গোয়েন্দা-সাহেব এসেছেন—তঁাকেই ওখানে মোতাম্মের রাখা হয়েছে।

সালাবৎ! গোয়েন্দা সাহেবটি আবার কে?

ফ্রীস। Brother-in-law of আমার হিউ হইলার—বহু বিখ্যাত  
ব্যক্তি আছেন।

শেঠ মদনলাল। হাঃ হাঃ হাঃ—নাম শোনেন নি...শশধর সাহেব !  
ইনিই ত সিপাহী বিদ্রোহের রক্তটির সন্ধান করে—নানা সাহেবের নির্ধাত  
চালটা বানচাল করে দেন—

সালাবৎ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—এই লোকই মঙ্গল পাড়েকে  
ধরিয়ে দিয়েছিল—

মীরচাঁদ। এখন ইনি ঝাঙ্গীর রাণী আর নানা সাহেবকে ধরবার  
ফিকিরে আছেন। ঠুর নাকি ধারণা—এই গোয়ালিয়ারেই তারা এসেছে  
কিছু আসছে। হাঃ হাঃ হাঃ !

স্কীন। You Lala Mirchand আপনি হাঙ্গু করিতেছেন but  
our friend শশধর কি কহিতেছে—অবাক হইয়া শুনেন। You  
শশধর—

শশধরের প্রবেশ সিপাহীর সজ্জার

শশধর। Yes স্যার। আমি ঠুর কথা শুনিছি স্যার ! কিন্তু ঠুর  
চেয়ে আমার কথার দাম বেশী স্যার—আমি হচ্ছি ইনফরমার ! আমি  
বলছি—এই গোয়ালিয়ার সহরেই মিলবে—ঝাঙ্গীর রাণী।

মদনলাল। ব্যাস্—তবে আর ভাবনা কি, তুমি যখন হাজির আছ,  
রাণী এলেই পাকড়াও করবে।

শশধর। নিশ্চয়ই। রাণীকে না ধরতে পারলে আমার যে নিকৃতি  
নেই—যুক্তি নেই।

মীরচাঁদ। সে কি হে শশধর ! একি বলছ ?

শশধর। ঠিক বলছি। আমার Sister—এই বোন স্যার, বোন—  
আমার জামাইবাবু স্যার হুইলারের ইস্ত্রী স্যার—কি বলেছেন জানেন ?—  
আমি নাকি অভিশপ্ত মাদ্রাস। তাই বললেন—শাপমুক্তি তোমার নিজের  
হাতে। অর্থাৎ কিনা, রাণীকে ধরলেই আমার শাপমুক্তি হবে। তাই

না তাঁর কথাতে রাণীকে ধরবার জন্তে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছি।  
এক বার পেলে হয়।

স্কীন। Certainly টুমী রাণীকে পাইবে শশধর—you must.

শশধর। এখন আমার ওপর সাহেবের কি হুকুম?

স্কীন। To wait, শশধর—only to wait and watch. টুমীর  
সীটে বসিয়া Wait and watch করিতে থাক।

শশধর। All right Sir! সেই ভালো, সেই ভালো!

প্রস্থান

মীরচাঁদ। রাণী রাণী করে লোকটা ক্ষেপে উঠেছে দেখছি।

মদনলাল। ক্ষেপেছ তুমি লালাজী! মঙ্গল পাঁড়েকে ধরে চাকরী  
বাগিরেছে শশধরজী—এখন রাণীকে ধরে জমিদারী বাগাবার মতলবে  
আছে।

সালাবৎ। তাহলে এখন কাজের কথা হোক—

স্কীন। Yes, yes. In very begining হামী বলিতেছে—The  
Queen of Jhanshi হামিদীগকে বহুট বহুট শিক্ষা দিয়াছে।

মদনলাল। শিক্ষা ব'লে শিক্ষা? যারে বলে বিরানী শিক্ষা ওজনের  
খাগড়। সাহেবদের কথায় Tit for Tat. কি রকম করে হিম সিম  
খাইয়ে দিলে অত বড় ঝুনো জেনারেল রোজ সাহেবকে! ঝাঙ্গী ঘেরাও  
করে যখন নাস্তানাবুদ হতে বসেছেন—ঠিক সেই সময় পিছন থেকে  
ফৌজ নিয়ে তান্তিয়া তোপী চেপে ধরে আর কি।

মীরচাঁদ। সাহেবের অবস্থা তখন সসেমিরে—সামনের কেদার  
বাঘিনী, পিছনে সিংহী! ভয় পেয়ে অবরোধ তোলবার জন্তে হাঁক ডাক  
জ্বর করলেন সাহেব!

স্কীন। But you have save that critical situation.  
টুমীরা প্রাণ করিয়া টোপীকে মাত করিয়া দিলে। That's a act of

Miracle ( মিরাক্যল )—I mean বাহু । তোপী and Jhanshi মাটি করিয়াছে—these two fellow—লালা মীরচাঁদ and শেঠ মদনলাল ।

সালাবৎ । তাই নাকি !

দিনকর । বলেন কি ! শেঠ মদনলালজী ত মহাজনী করেন জানতাম, কিন্তু এ সব মহামারী ব্যাপারে—

মদনলাল । মহামারীই নামিয়েছিলেন । যেই রাণী ঝাঙ্গী দেখল করে সিংহাসনে বসলেন, আমরাও এই মানিকজোড় অমনি রাণীর সামনে রীতিমত নজরানা রেখে—কান মলে, নাকে খত কেটে—একেবারে অল্পগত প্রজা হয়ে গেলাম ; আর মনে মনে জপতে লাগলাম—কবে আবার ইংরেজ বাহাদুর এসে ঝাঙ্গীর উপরে হামলা চালান—

মীরচাঁদ । হাজার হোক নারী-বুদ্ধি ত ! ভেবেছিলেন, তাঁর দু-ছোটো জ্বরদস্ত দুবমনকে গোলাম বানিয়ে ফেলেছেন, তাই নিয়ে কি জাঁক ! তার পর, যেই জেনারেল রোজ সাহেবের স্তভাগমন হলো, আমাদের দিল গুলোও অমনি নেচে উঠল ; ফুরসদ খুঁজতে লাগলাম । দেখলাম, যখন রোজ সাহেব আর হালে পানি পাচ্ছেন না—ইংরেজের মান ইজ্জৎ সব যায়—

মদনলাল । সেই মোক্ষম সময় কেল্লার বুরুজে বারুদ খানায় আচমকা আগুন লাগল—পুড়ে গেল রাণীর বরাত । কিন্তু সেটা যে এই শেঠ মদনলালজীর ওয়াজীব হাতের খেলা, এটা ঝাঙ্গীর কেউ জানতে পারল না । জানল শুধু—জেনারেল রোজ সাহেব, আর এই কর্ণেল—না, না, থুড়ি ! মেজর জেনারেল সাহেব !

স্কীন । Yes, Yes—

মীরচাঁদ । তার পর, সেই মণ্ডকার কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসে মাথা খেলিয়ে ভোগীর ফোজকে মাত করল কাদের হিম্মত—কে তারা—

মদনলাল । সাহেব ত সামনে বসে ; উনিই বলুন—

স্বীন। You, you—এই লাদা মীরচাঁদ, এই শেঠ মনলাল—ইহারা দুই ব্যক্তি ইহাদের দেশের প্রতি ঝেঁটারী করিয়া হামিদের Power and prestige save করিয়াছে। Now British High Command' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হাযদ্রাবাদ and গোয়ালিয়ার হামীদের সহায় থাকিলে British prestige and power বিলকুল কায়েন থাকবে। এই দেওয়ান সালাবৎজ্ঞ যেমন করিয়া হিজ এক্সসেলেন্সী নিজাম বাহাদুরের হাযদ্রাবাদ কোর্ট and ট্রপ্‌স হামীদের হস্তে দিয়াছেন, Now, হিজ এক্সসেলেন্সী সিদ্ধিয়া বাহাদুর ঠি তেমন করিয়া গোয়ালিয়ার কোর্ট হামীদের হস্তে তুলিয়া দেন, সেই প্রস্তাব লইয়া হামী দেওয়ান দিনকর সাহেবের কুঠিতে আসিয়াছে।

দিনকর। আর—সাহেব কেন যে সিদ্ধিয়া সাহেবের দরবারে না গিয়ে তাঁর দেওয়ানের গোলামখানাব সপারিসর এসেছেন—সেটা সাহেবও জানেন।

স্বীন। আলবট জানে—হিজ হাইনেস্ সিদ্ধিয়া সাহেব আপনকার হাতে toy, I mean খেলানা আছেন।

দিনকর। আর, ওদিকে গোয়ালিয়ার কোর্টের ওপর যে ইংরেজ বাহাদুরের নজর পড়েছে—একথা আর চাপা নেই, অনেকেই জেনেছে। এই নিম্নে একটা বিরোধী দলও গড়ে উঠেছে—সে দল রাণীর কাছে আশ্বাস পাচ্ছে। এখন উচিত হচ্ছে সাহেব, ঝাঁ করে চুক্তি-নামাটা পাকা করে কেলাটা আপনাদের হাতে নেওয়া। কথা চালাচালি বা গড়িমসির আর সময় নেই।

স্বীন। You speak so well দেওয়ান সাহেব, that it is really a pleasure—I am surprised ! আপনি বখার্ব বৃত্তি দিয়াছেন you are a genius.

দিনকর। তা ত বুঝি সাহেব! এখন আপনাদেরও বোঝা

উচিত—বৃটিশ কোম্পানী বাহাদুরের জন্তে কত অগবাদ বিপত্তি কয় কতি  
আমাদের মাথা পেতে নিতে হচ্ছে—শেষ পর্য্যন্ত আমরা না ভুবি—

স্বীন। No No, Dewan Saheb, Never. আপনারা যেমন  
করিয়া হায়দ্রাবাদ এবং গোয়ালিন্দারকে ভুবাইতেছেন, হামী লোক তেমন  
করিয়া আপনাদিগকে ভুবাইবে না।

মদনলাল। সাহেব যা বলেছেন, একে বারে হিসেব করা কথা। এই  
দেখুন না—ঝান্সীর যুদ্ধে দুই বন্ধু মদৎ দিয়েছিলেন; তার জন্তে কি  
বখশিশ ফরমায়ের হইয়াছে, আমার বন্ধুর মুখেই শুধুন—

মীরচাঁদ। ঝান্সীর নিজামতী পাবো—পাকা হয়ে গেছে; আর  
দেওয়ানীর ভার পাচ্ছেন মদনলালজী।

সালাবৎ }  
দিনকর } বা! বা! বা!

স্বীন। এখন হামীদের কাজ—

দিনকর। সেই কথাই বলছি সাহেব। চারদিকের ঘেরকম অবস্থা,  
তাতে একটা দিনও দেবী করা চলবে না। আজই সন্ধ্যার পর সিন্ধিয়া  
বাতে একটা নাচের মজলিস করেন, আর সেখানে আমার তাঁবের লোক  
জন ছাড়া কেউ থবর না পার, তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ মজলিসেই  
চুক্তি পত্রে দস্তখত হবে।

সালাবৎ। সাবাস! দেখুন ত, দশটা দিনের কাজ দশটা ঘণ্টার  
মধ্যে হাসিল করবার কি খাঙ্গা ব্যবস্থা করে ফেললেন দেওয়ান সাহেব!

স্বীন। Exactly—I am really happy. হামি বহৎ খুসি  
হইয়াছে দেওয়ান।

দিনকর। ও হাসি খুসি এখন চেপে রাখুন সাহেব। শুধুন তবে  
বলি—যদি ভালর ভালর দুপকের দস্তখৎ হয়ে যায়—আর, সেই সঙ্গে  
তোপ পড়ে; আর ওদিকে কেল্লার ওপরে উড়তে থাকে ইংরেজ

সরকারের পতাকা পত পত করে—আপনার দলের লোকেরাও সেই সঙ্গে  
ঠিপ হিপ ছররে আওয়াজ তুলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে—  
তখন খুসি হয়ে হাসবেন, আমরাও খুসি মনে তখন জবাবদি তুলবো—  
বুঝলেন।

ফোন। Yes, আমি বুঝিয়াছে—All right আমি টাঙ্গ করিবে।  
তবে খুসি মনে শ্রবণ করেন—জেনারেল হিউ রোজ with his টপস্  
রেসিডেন্সীর মধ্যে হাজির আছেন and হিউ হুইলার সাহেব বিস্তর  
পাঞ্জাবী ফোজ I mean, Sikh soldiers লইয়া কুচ করিয়াছেন to  
capture গোয়ালিয়ার।

দিনকর। বুঝিছি সাহেব, গোপনে বুদ্ধের আয়োজন করে রেখেছেন,  
আর প্রকাশে চালাচ্ছেন তোষণ-নীতি—সাবাস্—সাবাস্!

সকলের প্রস্থান

## অষ্টম দৃশ্য

### গোয়ালিয়ার—সিদ্ধিয়ার মজলিস

গোয়ালিয়ার—সিদ্ধিয়ার মজলিস। পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত সিদ্ধিয়া জিয়াজীরাও,  
শত্ৰু আসনে মেজর ফোন, তাঁহার এডিকং, দিনকর রাও, সালাবৎজঙ্গ, মীরচাঁদ,  
মদনলাল, ললধর প্রভৃতি। ফরাসে নর্তকীর সজ্জায় সজ্জিত উক্কাবাঈ নাচিতেছে।  
নাচের আসরে তবলচি, সারেঙ্গী প্রভৃতি সঙ্গতির সঙ্গত করিতেছে। উক্কা নৃত্য  
করিতে করিতে সহস্র সিদ্ধিয়ার দিকে আগাইয়া গিয়া অভিধান করিল।

উক্কা। বন্দেগী মহারাজ সিদ্ধিয়াজী! তামাম হিন্দুহানের মধ্যে  
কালোয়াতীর পীঠস্থান যে গোয়ালিয়ার—তার মালদার মালিকের মজলিসে  
এই ধোন্না নাচওয়ালী নাচগানের কেরামতী দেখাবার ফুরসৎ পেয়ে  
নিজেকে ধন্য মনে করছে।

সিদ্ধিযা। সাবাস! কিন্তু ‘খোরদা’ বলে কেন তুমি নিজেকে ছোট করছ বাঈজী? তুমি ক্ষুদ্র নও—থুব বড়। তুমি খাসা নাচ দেখিয়েছ—সিদ্ধিয়ার খুনে চমক লাগিয়েছে তোমার নাচ। এই নাও বাঈজী, সিদ্ধিয়ার হাতের বখশিস্—

বুড়ানি হইতে এক ছড়া ফুলের মালা লইয়া উদ্ধাব হাতে দিলেন। উদ্ধা সেই মালা মাথায় ঠেকাইয়া গলায় পরিল।

উদ্ধা। বহৎ থুব! সিদ্ধিযা মহারাজের হাতের এ বখশিস বাঈদীর দিন ভরিযে দিলে।

সিদ্ধিযা। নাচের সঙ্গে এবার বাঈজীর গাওনা চলুক।

উদ্ধা। সিদ্ধিযা মহারাজের হুকুম মাথা পেতে নিলাম।

### গান

(বধূ) হাত বাড়িয়ে চাইছে বারে

যাযনা পাওয়া তারে,

রঙীন নেশার স্বপ্ন জেনো

ভাঙবে বারে বারে।

ফুলের লোভে কাঁটার ক্ষত

হৃদয় মাঝে গরল শত

হাসির মাঝে বুকে যে বধূ

ভিজাবে নখন ধারে।

শান্ত হুণীল আকাশ মাঝে

হঠাৎ বৃষ্টি বজ্র বাজে

এলব ধ্বনি উঠছে শোন

কল্প বীণার তারে।

নৃত্যশিল্পের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত দলিল লইয়া দিনকররাও, সালাবৎজঙ্গ ও স্বীনের পরামর্শ। সিদ্ধিযাকে লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিত।—দিনকর দলিলখানা সিদ্ধিয়ার সামনে ধরিতে তিনি বিরক্তভাবে সরাইয়া দিলেন।



সিক্কিয়া। আ! আপনারা ভারি বেরসিক দেখছি। গানের মাঝখানেই দলিল দস্তাবেজ নিয়ে গোল বাধাচ্ছেন—হ্যা! এ সব ত পালাচ্ছেনা; গানটা শেষ হোক—

দিনকররাও। শুধু একটা দস্তাবেজ বই ত নয়! গান শুনতে শুনতেই কলমের একটা টান—ঐ দেখুন, রেসিডেন্ট সাহেবও দলিলে দস্তাবেজ করবার জন্তে কলম ধরে বসে আছেন!

সালাবৎ। আমাদের অভিশ্রায় হচ্ছে—একই সময়ে এক সঙ্গে গোয়ালিয়ার সরকারের তরফ থেকে মহারাজ সিক্কিয়া বাহাদুর, আর—ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে রেসিডেন্ট অনরেবল মেজর জেনারেল স্কীন বাহাদুর দস্তাবেজ করেন। যেমন আমাদের মহামান্য নিজাম সরকারের সাথে ফরসলা হয়েছে।

স্কীন। Yes, this is an auspicious time to sign a historical deed. I am ready, now Your Royal Highness, Let us sign.

স্বাক্ষর সাহেব তাঁহার দূরবর্তী আসন হইতে উঠিয়া সিক্কিয়ার আসনের কাছে গেলেন দলিলে স্বাক্ষর করিবার জন্ত।

দিনকররাও। এই কলম নিন মহারাজ! দস্তাবেজ.....

উক। উৎকর্ষ হইয়া সব কথা শুনিতেছিল—এই সময় মৃত্যু-চপল-ভক্তিতে একেবারে সিক্কিয়া ও স্কীনের সম্মুখে আসিয়া দিনকর রাওয়ের হাত হইতে কলমটি সহসা কাড়িয়া লইল।

উক। সিক্কিয়া মহারাজ ও দলিলে দস্তাবেজ করবেন না—

স্কীন। What!

উক। আশ্চর্য! মিষ্টার স্কীন, এখনো তোমার চৈতন্ত হয় নি—নিজামের পায়ে বেড়ি পরিয়ে আর একটা বেড়ি এনেছ—সিক্কিয়ার পায়ে পরিয়ে দিতে! কিন্তু তা হবে না—

স্বীন। Shut up you Silly girl !

উদ্ধা। বান্দীর রাণী সাহেবার মেহেরবাণীতে যে প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল—এই বেইমানীর জন্তে তার হোক অবসান।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকা বাতীর করিয়া স্বীনকে আঘাত করিল।

স্বীন সাহেব আর্ন্তনাদ করিয়া গাড়িয়া গেলেন।

দিনকর

সালাবৎ

প্রভৃতি

}

খুন করলে—সাহেবকে খুন করলে!

ধর-ধর-ধর—

স্বীনের এডিকং উৎসাহে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িল। কিন্তু উদ্ধা বসিয়া পড়িতে তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল! উদ্ধা চুটিয়া গিয়া তাহাকেও ছুরিকাঘাত করিল। সে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তবলচি, সারেক্সী প্রভৃতি গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দিয়া দিনকর সালাবৎজঙ্গ, মীরচাঁদ, মদনলাল প্রভৃতির গতিরোধ করিল।

সিন্ধিয়া। (দণ্ডায়মান হইয়া) বান্দিজী! বান্দিজী! ঠাণ্ডা হও—  
খামো; এ সব কি কাণ্ড?

উদ্ধা। দণ্ড—সিন্ধিয়া মহারাজ! অপরাধের দণ্ড। এখনো শেব হয়নি—এই যে শেঠ মদনলাস—লালা মীরচাঁদ! মনে আছে—বান্দীকে ডুবিয়ে এসেছ, তাস্তিয়া তোপীকে মাত করেছ—তার বখশিস—  
এই নাও……

তাস্তিয়া তোপীর প্রবেশ

তাস্তিয়া। খামো উদ্ধা—খামো; হাত নামাও। তাস্তিয়া এসেছে দেশজোহী সয়তানের রক্তে বান্দীর তর্পণ করতে—

উদ্ধা। তোপী সাহেব! এসেছেন, ফিরে এসেছেন—আঃ—  
তাইজী!

তাস্তিয়া। প্রায়শ্চিত্ত-পিপাসায় পাগল হবে ছুটে এসেছি বোন—  
ঐ শোন, জয়ধ্বনি।

মঞ্চে ও নেপথ্যে বজ্রকণ্ঠে। জয় মা ঝাল্লীর রাণী—জয় মা ঝাল্লীর  
রাণী—

তাস্তিয়া। রাণীব জয়ধ্বনির সঙ্গে আমি দিই মহাবলি—আর্তধ্বনি  
উঠুক—মা—মা—মা—

ছুটিয়া গিয়া লাল মীরচাঁদের উদ্দেশে

এই যে ঠংরেজ প্রভুর পদলেঙ্গী কুক্কুব—তাস্তিয়া মাত হবেও মরেনি ;  
নামিয়ে এনেছে মহাবিপ্লবরূপিনী মহাশক্তি মা—চান তিনি বিশ্বাসঘাতকের  
বক্তরাঙা প্রাণ—সাধ্য থাকে যুদ্ধ কর, কোমরে তলোয়ার ত ঝুলছে—  
যুদ্ধ কর—

মীরচাঁদ। না—না—না—সে সাধ্য আমার নেই—ক্ষমা, ক্ষমা কর  
আমাকে—ক্ষমা—

তাস্তিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ—ক্ষমা ! বলির সময় পশু কি বলে জানি  
না ; কিন্তু নরপশু চায় ক্ষমা—হাঃ হাঃ হাঃ। রাণীমা কবেছিলেন  
ক্ষমা—তার ফলে ঝাল্লী চাবাতে হলো রাণীকে—মাত হবে গেল তোপীব  
পল্টন। এখনো বলে—ক্ষমা ! ক্ষমা ! ক্ষমা ! হাঃ হাঃ হাঃ—বাস্ !

হাসির সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রঘাত—প্রত্যেক আঘাতে মীরচাঁদের আত্ননাশ—এইভাবে  
তিনবারের পর পতন ও মৃত্যু—

মদনলাল। মের না—আমাকে মের না ; সর্বস্ব দেব—বা কিছু  
আছে—সব ! মণি যুক্তো জহরৎ—সোনা কপা—মোহর টাকা—অনেক  
অনেক—সব কিছু দেব—বাঁচাও।

তাস্তিয়া। জগৎশেষে একথা নিদেনকালে বলেছিল নবাব  
মীরকাসিমকে—কিন্তু শোনেনি নবাব ; আমিও শুনব না ! এ বিপ্লব

যদি ব্যর্থ হয়, তার জন্তে দায়ী ঐ দেশদ্রোহী মীরচাঁদ—আর শেঠ মদনলাল ! দেশভক্তের ধর্ম হচ্ছে দেশবৈরীর রক্তে দেশমাতার তর্পণ !

মদনলাল । মের না—মের না—মের না—

তাস্তিয়া । তা হয় না—মা চাইছেন রক্ত—হাঃ হাঃ হাঃ—

অস্বাভাত, আর্তনাদ করিবা মদনলালের পতন ।

বাণী লক্ষ্মীবাদিএর প্রবেশ

রাণী । তাস্তিয়া—

তাস্তিয়া । মা এসেই বলি নিলেন । জয় মা ! জয় মা !

রাণী । জয়ধ্বনি তোল তাস্তিয়া সিক্কিয়া-মহিষী গোয়ালিয়ারের মহারাণীর উদ্দেশে—যাঁর রাখীকে পাথের করে আমরা তাঁর মর্যাদা রাখতে পেরেছি ।

তাস্তিয়া । তাই হোক মা !

তাস্তিয়া প্রভৃতি । গোয়ালিয়ার মহারাণীজী জিন্দাবাদ ।

সিক্কিয়া । এ আমি কি শুনছি ! বুঝতে পেরেছি—আপনিই তাস্তিয়া টোপী ; উপলব্ধি করছি—সারা হিন্দুস্থানের নারীআত্মা—ঝাল্লীর বীরমাতা রাণী লক্ষ্মীবাদিএর পদম্পর্শে সিক্কিয়ার পুরী শবিত্ত হয়েছে । এ শির আপনিই নত হচ্ছে দেবীর চরণতলে ।

রাণী । দেবী এসেছে গোয়ালিয়ারের দেবীর আহ্বানে—প্রাণের টানে । কিন্তু শুনে সিক্কিয়া চমৎকৃত হবেন—মন্দির ছেড়ে ঝাল্লীর দেবীকে আজ পথে নেমে আসতে হয়েছে ।

সিক্কিয়া । দেবীর আসার আগেই গড়ে উঠে তাঁর বেদী ; ভক্ত করে পূজার আরোজন—বসে বোধন । সিক্কিয়া তার আসন ছেড়ে দিচ্ছে, দেবীর প্রতিষ্ঠা হোক ।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা । কিন্তু সর্বহারা দেবী যে সর্বনাশার সাধনায় মহাযাত্রা সুরু করেছেন সিক্কিয়া—বসবার অবসর কই ? মেজর স্কীনের সঙ্গেই ইংরেজ চক্রান্তের অবসান হয় নি—রেসিডেন্সীর মধ্যে ছোটো পল্টন লুকিয়ে ছিল—হিউ রোজ সেই ফৌজ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করেছে ।

সিক্কিয়া । দেওয়ান সাহেব ! শুনছেন আপনার ইংরেজের কীর্তি ?

ব্রিটিশ রণবাহু, ঘন ঘন তোপ ধ্বনি—আজিম উল্লাহ প্রবেশ

নানা । কি খবর আজিম ? এ তোপ রণবাহু—

আজিম । ইংরেজের । আর হিউরোজ কামান সর্বত্র বসিয়েছে—এখন মস্ত ভাবনা, কি করে রাণীমাকে...হ্যা—একমাত্র উপায় ঐ প্রাসাদ—

রাণী । না শিখণ্ডী, প্রাসাদে আশ্রয় নিয়ে আমরা পুরবাসীদের বিপন্ন করব না । আমরা এসেছি গোয়ালিয়ারের মর্যাদা রক্ষা করতে—এ কথা সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে বাবা !

নানা । তাহলে সিক্কিয়াকে এখনি প্রাসাদে যেতে হয় !

সিক্কিয়া । সিক্কিয়া যতই অধঃপতিত হোক, সৈনিকের ব্রত এখনো ভোলে নি নানাসাহেব !

রাণী । কিন্তু আমি অহুরোধ করছি, আপনি এখনি প্রাসাদে চলে যান—সিক্কিয়া ।

সিক্কিয়া । এ কি আদেশ করছেন রাণীসাহেবা !

রাণী । যে আশুন আমরা বহন করে এনেছি, তাতে যদি সিক্কিয়ার পুরপ্রাসাদ পুড়ে যায়, আমরা যে শহীদ হয়েও শান্তি পাবনা সিক্কিয়া ! আপনি যান—আমি মিনতি করছি—

নানা । রাণীর অহুরোধ রাখুন সিক্কিয়া, আর বিলম্ব করবেন না—এখনি এ স্থান রণস্থলে পরিণত হবে ।

রাণী। ইংরেজের পরমভক্ত ঐ দুই দেওয়ানই বর্ম হোবে  
সিদ্ধিয়ার গৃষ্ঠরক্ষা করবে—ভয় নেই। যান আপনি—শীঘ্র যান—

সিদ্ধিয়ার ও দেওয়ানদ্বয়ের প্রস্থান

রাণী। এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম। আসবার সময় পথে মীতা আর  
দামুকে রাও কাকার হাতে সঁপে দিয়ে যখন কাশী পাঠাউ—এমনি করে  
বঁকে দাঁড়িয়েছিল দামু—কিছুতেই সে কাশী যাবেনা, আমার সঙ্গে  
গোয়ালিয়ারে আসবে, লড়াই করবে। যাক—এখন ত মুক্তির অবস্থা,  
তবে কিসের ভয় ?

তাস্তিয়া। ভাবছি—কি করি ? এগিয়ে গিয়ে ইংরেজ পণ্টনের  
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, না—এইখানেই করব ওদের প্রতীক্ষা !

নানা। যে কজন সৈনিক আমাদের সঙ্গে আছে, তুমি তাদের নিয়ে  
এখানকার প্রবেশদ্বার রক্ষা কর—এই অবসরে রাণীকে নিয়ে আমি  
কাল্লতে যাই—একটা কথা মনে রাখতে হবে তাস্তিয়া—গোয়ালিয়ারের  
রাণীর রাখীর মান রেখেছেন রাণী—এখন আমাদের রাখতে হবে রাণীর  
মান—সম্মুখে তার পরীক্ষা।

তাস্তিয়া। তাহলে ইংরেজের সর্বগ্রাসী দৃষ্টি আমাদের উপরেই টেনে  
আনতে হবে—এর জন্তে দোষ ত্রুটি তুল ভ্রান্তি অপরাধ অপমান শাস্তি  
সব কিছু মাথা পেতে তুলে নিতে চললাম। এই হোক তাস্তিয়া তোপীর  
ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

বেগে প্রস্থান

আজিম। শুধু আপনি নন তাস্তিয়া সাহেব, প্রায়শ্চিত্ত আমাদের  
সকলকেই করতে হবে।

প্রস্থান

রাণী। কিন্তু রাণীকে ত্যাগ করে—তা হবে না ; রাণীর স্থান সবার  
আগে—মৃত্যুর পথেও—

সকলের প্রস্থান

জনৈক কর্ণেল ও শশধরের প্রবেশ

কর্ণেল। জেনারেল হামীকে অর্ডার করিয়াছে—টুমি রাণীকে ডেখাইয়া ডিবে—Queen of Jhanshi—সমঝা ?

শশধর। জানি সেকন্ট্রান্ট সাহেব, জানি। জেনারেল সাহেবের অর্ডার—রাণীকে পেলেই আমরা হুগুনে এক সঙ্গে ফায়ার করবো। সাহেবের ভয়—আমরা নাকি রাণীকে দেবী অর্থাৎ গডেশ ভাবি, তাই আমাব হাত থেকে যদি না গুলি ছোটে—হাঃ হাঃ হাঃ !

কর্ণেল। টুমী লোক কাউয়ার্ড আছে, সেই নিমিত্ত এক infamous and contemptible woman—টুমীদের নিকট ডেবী goddess হইয়াছে !

শশধর। চোখে যদি দেখতে সাহেব, তাহলে woman বলে নাক সেন্টকাতে না—মাথা হেঁট করে—

কর্ণেল। Silence ! who comes there—See you Babu, See, like a picture of জেয়ান ডি আর্ক—কুইন এলিজাবেথ—a dreadful and beautiful—

শশধর। তাইত, তাইত ! সেই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা—জীবন্ত !

কর্ণেল। What—What ! কি কহিতেছে You Babu ?

শশধর। ঠিক ঠাওব করতে পারছি না—বড় ডো ঘোঁষা কিনা ! তুমি এইখানে দাঁড়াও সাহেব—আমি দেখি—উনি রাণী কিনা !

রাণীর প্রবেশ—শশধর নিকটে গেল

রাণী। কে তুমি ?

শশধর। আমি শশধর—দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তোমার শত্রু না !

রাণী। কি !

তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন

শশধর । (চাপা গলায়) পালাও মা—পালাও ! ওখানে—

কর্ণেল । Yes, she is queen—But I must—

কর্ণেল রাইফেলের গুলি ছুঁড়িল—শশধর রাণীকে আড়াল করিয়া কর্ণেলের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইতে—গুলী বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল ।

রাণী । এ কি হলো ? তুমি—

শশধর । দেশের শত্রু আজ দেশের ছেলে হয়ে মায়ের জন্তে প্রাণ দিলো—শান্তি নিলো দেশদ্রোহীতার । পালাও মা, পালাও—

কর্ণেল এই সময় খাই গাড়িয়া বসিয়া পুনরায় গুলী ছুঁড়িতেছে—এমন সময় উকা আসিয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করিতে কর্ণেল চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল ।

রাণী । এ কে উকা—জানিস ? ঐ গোরার গুলী নিজে বুক পেতে নিয়ে আমাকে বাঁচালো ; বললো—দেশদ্রোহী, কিন্তু দেশের ছেলে !

উকা । শশধর ! গোয়েন্দা শশধর ! তুমি ! তুমি ঐ গোরার গুলী বুক পেতে নিয়ে রাণীকে রক্ষা করলে !

শশধর । মা ! মা ! ক্ষমা—

উকা । মা তোমাকে ক্ষমা করেছেন ।

শশধর । একদিন তোমার গালে চূণ দিয়েছিলুম দেশের শত্রু ছিলে—তাই । আর আজ রক্তের তিলক এঁকে দিচ্ছি তোমার কপালে—দেশের শহীদ ছেলে জেনে ।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা । পথ যুক্ত মুদ্রা—কান্না, কান্না—

রাণী । না না না—

নানা । আমাদের সেনাধ্যক্ষ করেছ রাণী—আমার আদেশ—কান্না ।

এই পথ—সামনে আছে ঘোড়া । সঙ্গে যাবে উকা ।



রানী । আর তুমি—নানা ভাই ?

নানা । আমার জন্ত ভেবনা বোন, তোমার লক্ষ্য সামনে—কান্নার পথে ।

সকলের প্রস্থান

## নবম দৃশ্য

### কান্না—বনপথ

বাণী আহত অবস্থায় তরবারির উপর ভর দিয়া প্রবেশ করিলেন  
পশ্চাতে ক্ষত বিক্ষত দেহে উদ্ভা ।

রানী । দেশদ্রোহীদের জন্ত—ও ! হায় ভারত জননী ! সব চেষ্টা  
ব্যর্থ হলো ।

উদ্ভা । এস্থান নিরাপদ মনে হচ্ছে রানী—চারদিকে গভীর বন ।  
বোধ হয় শত্রু শূন্য । যা করেছ মানুষে পারে না, এখানে একটু বিশ্রাম  
নাও—

রানী । সত্যিই আর দাঁড়াতে পারছি নে উদ্ভা ! ক্লান্ত—তুইও কি  
কম করেছিস রে ! সার্থক মাথের দুধ খেয়েছিলি বোন—

ডানলাপের প্রবেশ

ডানলাপ । Here you are ! Hands up—

রানী । তোমাকে হত্যা করবো না, দেশে ফিরে যাও—

ডানলাপ রানীকে আক্রমণ করিল

মৃত্যু তোমায় ডাকছে আমার দোষ নেই ।

অল্প দূরী় রানী ডানলাপের আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন । উভয়ের অসি বৃদ্ধ । এই  
সময় পিছন হইতে একজন গোরী রানীকে গুলী করিতে বন্দুক তুলিতে উদ্ভা তাহার

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল ছুরিকা হস্তে । গুলী বিদ্ধ হইয়া উচ্চা পড়িয়া গেল । রাণী এই সময় ডানলাপকে নিহত করিয়া সেই গোরার দিকে ছুটিলেন । গোরার দ্বিতীয় গুলী রাণীকে বিদ্ধ করিল । সেই অবস্থায় রাণী গোরাকে তরবারির আঘাতে বধ করিয়া পড়িয়া গেলেন ।

উচ্চা । রাণী চললাম—মা ! ও !

রাণী । আমিও চলেছি রে !

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা । মুন্না—মুন্না—

রাণী । ভাইজী ! এসেছ—

নানা । উ ! একি ! মুন্না—বোন—ঝাঙ্গীর রাণী—ভারতের আত্মা যে তুমি—

রাণী । উচ্চা আগেই চলে গেলো—আমি শুধু প্রাণটাকে ধরে রেখেছি তোমার প্রতীক্ষায় ভাইজী !

নানা । জানি, আমরা সবাই মৃত্যুপথ যাত্রী—বিপ্লবীর শেষ গতি । তবু যে মনটাকে সামলাতে পারছি না বোন ! সে প্রাণখোলা হাসিও যে আজ মুখে আসছে না । চারদিকে বাজছে বিপ্লব, হাত ছানি দিয়ে ডাকছে ঐ করাল বদনা মৃত্যু ; তবুও ভাবতে পারছি না—ভারতের আত্মা চলেছে দেহ ছেড়ে—ও !

রাণী । এই আমার নিয়তি—কিন্তু রেখে যাচ্ছি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ; আর মিনতি জানাচ্ছি তারই দিকে চেয়ে—তোমাকে বাঁচতে হবে ভাইজী !

নানা । উ ! তুমি বলছ এ কথা মুন্না—তুমি বলছ !

রাণী । এ যে বিপ্লবীর কথা ভাইজী ! এ কথা তোমাকে রাখতেই হবে । তুমি ধরা দিলে, কিংবা মৃত্যু বরণ করলে, বিপ্লবীরা হারিয়ে ফেলবে

মনোবল—ভেঙে বাবে স্বাধীনতার স্বপ্ন। কিন্তু—কিন্তু তুমি থাকলে, তোমার সঙ্গে থাকবে ভবিষ্যতের আশা। তাই তোমাকে বাঁচতে হবে ভাইজি—ইংরেজের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে।

নানা। মুন্না—মুন্না—ও! এই তোমার শেষ কথা?

রাণী। হ্যাঁ—ভাইজি, মুন্নার আত্মার পানে চেয়ে কর এই শপথ। মহাপ্রস্থানের পথগামিনী সর্বস্বাবার কানে ভাবী আশার বাণীর ঝংকার তোল ভাইজি—এ বিপ্লবে বহি রাবণের চুল্লীর মত জ্বলতে থাকবে—যতদিন না হিন্দুস্থান স্বাধীন হবে।

নানা। তাই হোক বোন—বিপ্লবী ভারতের আত্মরূপিনী তুমি, তোমারই অন্তর্কাণী নানা ধুকুপহের কণ্ঠ দিয়ে ঝংকার তুলুক—তাকেই পাণ্থ্য করে তোমার মহাপ্রস্থান সার্থক হোক!—এই পরাজয়ে ভারতের মুক্তি-পাগলদের হতাশ হবার কিছু নেই! এই মহাবিপ্লবের সমাধির উপর নূতন ভারতের সৌধ গড়ে উঠবে। আর আগামী যুগের তরুণ ভারত নূতন করে বোকা পড়া করবে এই শর্ত ইংরেজ বেনিয়ারের সঙ্গে। সারা ভারত জুড়ে আগবে নূতন উদ্দীপনা, আসবে নূতন রূপে নানা ধুকুপহ, বীর তান্ত্রিচা তোপী, মজল পাড়ে, নূতন লক্ষ্মীবাঈ—ঝাল্লীর রাণী!

অন্তিম দৃশ্য

ভুবদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দেশ পাবলিশার্স

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৭/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

